আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হলো ইজতেমার প্রথম পর্ব

ঢাকা ডেস্ক: তুরাগ নদের তীরে কাঙ্খিত আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হলো ইজতেমার প্রথম পর্ব। আখেরি মোনাজাতে অংশ নেন লাখো **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১৬ || সোমবার || মাঘ ০২ || ১৪২৯ || জমাদিউল সাঃ ২৩ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 16 || 16 January || 2023 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

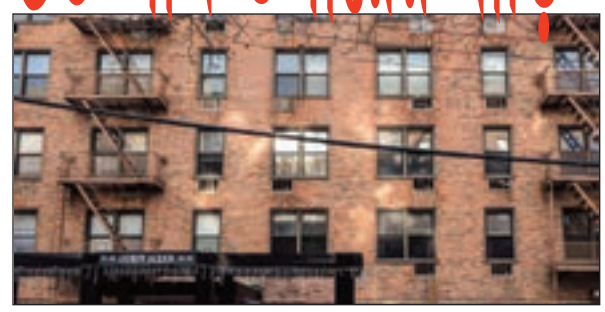
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



নিউইয়র্কে আবদুস সোবহান গোলাপ'র ৪০ লাখ ডলারের বাড়ি!

'রিপোর্টের সত্যতা অস্বীকার'

ওসিসিআরপি'র প্রতিবেদন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মো. আবদুস সোবহান মিয়া (গোলাপ) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ৪০ লাখ ডলার ব্যয়ে একাধিক বাড়ি কিনেছেন। বিষয়টি নির্বাচনী হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেননি। এই তথ্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বৈশ্বিক **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

সরকারের অত্যাচারে বিএনপি'র আন্দোলনে অংশগ্রহণ বাড়ছে : ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সরকারের অত্যাচার যত বাড়ছে, বিএনপি'র আন্দোলনে মানুষের অংশগ্রহণ ততই বাড়ছে। সরকার প্রতিদিনই অত্যাচার, নির্যাতনের মাত্রা বাড়াচ্ছে। এতে দেশের মানুষ আরও দৃঢ় হচ্ছেন। শক্ত হচ্ছেন। দৃঢ়তার সঙ্গে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ডোনাল্ড লু'র বৈঠক

ঢাকা ডেস্ক: ঢাকায় নেমেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করলেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। দুদিনের সফরে শনিবার ঢাকা পৌঁছেছেন তিনি। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ইস্কাটনের পররাষ্ট্র ভবনে গিয়ে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে



বৈঠকে বসেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। প্রায় ১ ঘণ্টা বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের অতিথিকে নৈশভোজ করান। এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও আইনমন্ত্রী **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

আ'লীগের যৌথসভায় প্রধানমন্ত্রী

দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ দিলে ব্যবস্থা নেবো



ঢাকা ডেস্ক: জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নির্বাচনী ইশতেহারকে সামনে রেখে সবসময় জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, আমরা কথা দিয়েছি- যখনই নির্বাচনের ইশতেহার হয়, প্রতি বাজেটে সেই ইশতেহার সামনে রেখে আমরা পরিকল্পনা নিই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়**

র‍্যাবে সংস্কার আনছে সরকার

ঢাকা ডেস্ক: মতপার্থক্য দূর করে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে ঢাকা ও ওয়াশিংটন। দুপক্ষই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষার মধ্যে দিয়ে। এই বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

আমেরিকায় স্বপ্ন পূরণ করতে হলে ক্রেডিট লাইন ভাল হতেই হবে।



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 16 // 2023
৩-এর পৃষ্ঠা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্থ ব্যয়ে সতর্ক হতে বললো ইউজিসি

ঢাকা ডেস্ক: দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্থ ব্যয়ে সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে বলেছে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কোনো ধরনের আর্থিক অনিয়ম হলে এর দায়ভার ইউজিসিকেও নিতে হয় বলে জানান কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ। বলেন, কোনো ব্যক্তি আর্থিক বিষয়ে ছাড় দিলে অপরাধের দায়ভার তাকে নিতে হবে। গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. মো. আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মো. রেজাউল করিম হাওলাদার ও শিক্ষা অডিট অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শাকিলা জামান। ইউজিসি'র অর্থ ও হিসাব বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. রবিউল ইসলামের সঞ্চালনায় কর্মশালায় দেশের ৪৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান এবং অডিট সেল/ অডিট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা অংশ নেন।

মতিয়া চৌধুরী জাতীয় সংসদের উপনেতা

ঢাকা ডেস্ক: জাতীয় সংসদের উপনেতা হয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী। গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাতে সংসদ ভবনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। পরে স্পিকার এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবেন। সংসদ নেতা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার শুরুতে কয়েকজন সংসদ সদস্য বক্তব্য দেন। এরপর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

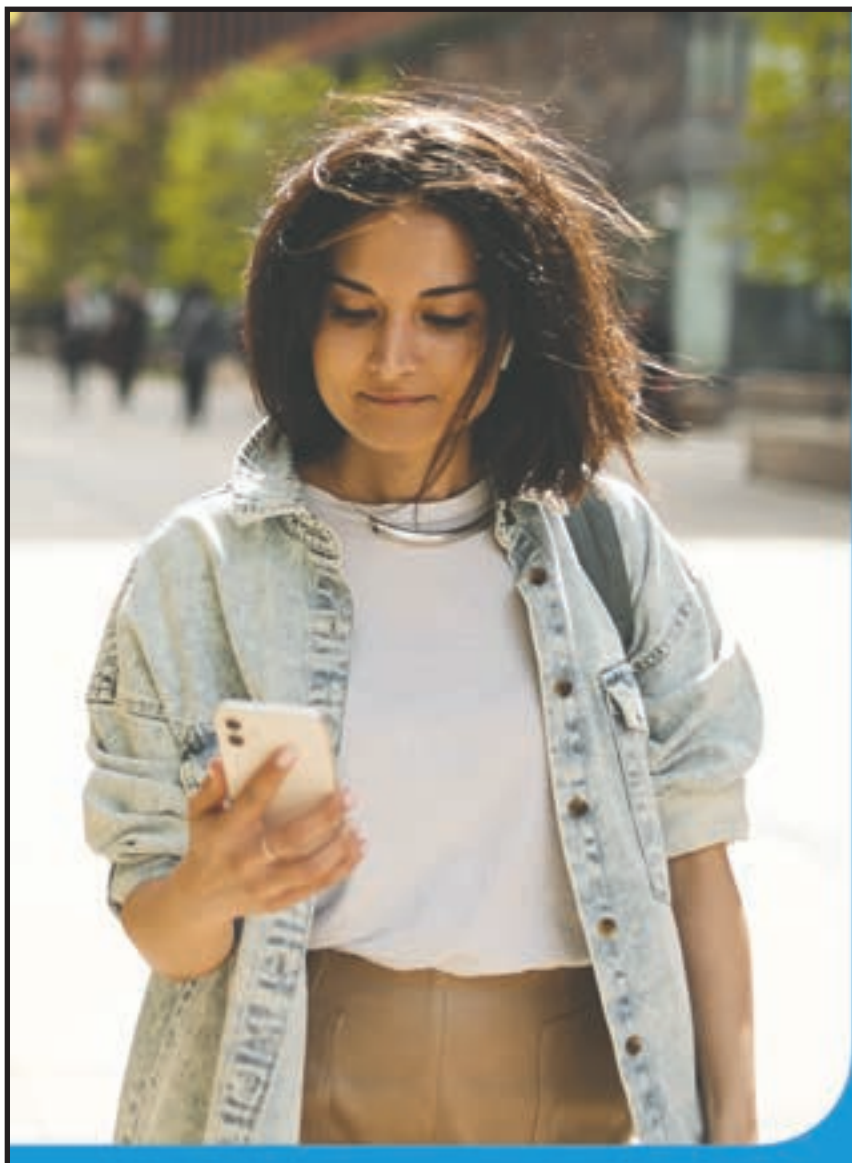


প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর সংসদ উপনেতা নিয়ে কথা তোলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, আমাদের প্রয়াত নেত্রী বেগম সাজেদা চৌধুরীর মৃত্যুর পর সংসদ উপনেতার পদ খালি রয়েছে। সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুযায়ী এই পদে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করছি। তার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন সংসদীয় দলের সাধারণ সম্পাদক ও সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই আলম চৌধুরী লিটন। এরপর সবাই করতালিতে স্বাগত জানান নতুন এই সংসদ উপনেতাকে।

২০০৯ সালের পর টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ। সংসদে দলটির এখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ২০০৯ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সংসদ উপনেতার পদে ছিলেন সাজেদা চৌধুরী। গত বছর ১২ সেপ্টেম্বর বর্ষীয়ান এ রাজনীতিবিদ মারা যান। এরপর থেকেই সংসদ উপনেতার পদটি ফাঁকা ছিল। মন্ত্রী পদমর্যাদার এ পদে বরাবরই জ্যেষ্ঠ কোনো নেতাকে বসিয়েছে আওয়ামী লীগ। সংসদ উপনেতার পদে সংসদের ভোটাভুটির প্রয়োজন হয় না। সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তার অভিপ্রায়ের কথা স্পিকারের কাছে প্রকাশ করেন। এরপর স্পিকার সেটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠান। প্রজ্ঞাপন হলে সংসদ উপনেতার শপথ নিতে হয় না। তবে সংসদ উপনেতা মন্ত্রীর মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করেন।

সাজেদা চৌধুরী মারা যাওয়ার পরই মতিয়া চৌধুরীর এ পদে আসার বিষয়টি দলে আলোচিত হয়। কিন্তু সংসদের গত অধিবেশনে আলোচনা থাকার পরও এই পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। মতিয়া চৌধুরী পঁচবারের সংসদ সদস্য। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভার একাধিকবার সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য হিসাবে আছেন মতিয়া চৌধুরী। দলটি বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় তাকে রাজপথে আন্দোলন-কর্মসূচিতে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। রাজপথের লড়াই-সংগ্রামের কারণে তিনি 'অগ্নিকন্যা' হিসাবে পরিচিতি পান। সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত মতিয়া চৌধুরীর ছাত্রজীবন থেকে এখনো রাজনীতিই





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison



১৯ জানুয়ারী জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী

যুক্তরাষ্ট্রে নানা কর্মসূচি গ্রহন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনগনলোর উদ্যোগে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সকল কর্মসূচিতেই দলের প্রতিষ্ঠাতার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুন: প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে। এ উপলক্ষ্যে চলছে পৃথক পৃথক প্রস্তুতি সভা।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র সভায় জিয়াউর রহমানের ৮৭তম জন্মদিন উপলক্ষে আগামী ১৯ জানুয়ারী জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার এবং মসজিদে দোয়া-মাহফিল ও তবারক বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সংগঠনের আহবায়ক মৌলানা আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাঈদের সঞ্চালনায় সভায় সংগঠনের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহবায়ক আনোয়ার হোসেন, গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার মঞ্চের সভাপতি জসীম উদ্দিন ভিপি, যুগ্ম সদস্য-সচিব রিয়াজ মাহমুদ, যুগ্ম আহবায়ক বদরুল হক আজাদ, নাসিম আহমেদ, আনিসুর রহমান, দেওয়ান কাউসার, লং আইলান্ড বিএনপির সভাপতি মিয়া আলীম পাখী, জিয়াউর রহমান মিলন, মাহবুবুর রহমান মুকুল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিণের উদ্যোগে জিয়াউর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল ২২ জানুয়ারী সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। সংগঠনের আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, সদস্য-সচিব বদিউল আলম জানান, এ কর্মসূচি সফল করতে মোহাম্মদ সোহরাব হোসেনকে আহবায়ক এবং খলকুর রহমানকে সদস্য-সচিব ও রুহুল আমিন নাসির, আলমগীর মৃধা, জিয়াউল হক মিশন, কামালউদ্দিন দীপু, শেখ জহীর, কৃষিবিদ সোলায়মানকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি সাব কমিটি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সকল প্রবাসীর উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে।

অপরদিকে ওয়াশিংটন ডিসি, লস এঞ্জেলেস, নিউজার্সী, পেনসিলভেনিয়া, আটলান্টা, ফ্লোরিডা, মিশিগান, শিকাগোতেও আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

ম্যাসাচুসেটসে"আমাদের পিঠা উৎসব"

আশরাফুল হাবিব মিহির: "আমাদের পিঠা উৎসব" শিরোনামে গত ৭ জানুয়ারী ম্যাসাচুসেটসের মেডফোর্ড শহরে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব। মেডফোর্ড শহরে বসবাসরত বাঙালীরাই আয়োজন করেছে এই উৎসবের। অনুষ্ঠানে অনেক রকমের পিঠার আয়োজন করা হয়েছিল যেমন ভাপা পিঠা, নকশি পিঠা, লবঙ্গ লতিকা পিঠা, মুগ-পাকন পিঠা, তালের পিঠা, দুধ চিতই, সাজের পিঠা, চিড়ার পুলি পিঠা, বিবিখানা পিঠা, আতিককা পিঠা, নারিকেল পাকন পিঠা, গুড়া পিঠা, বালুশাই, লালমোহন, মুড়ির মোওয়া, নারিকেল নাড়ু, খেজুরের গুড়ের রস। এছাড়াও ছিলো ছোলা, পেয়াজু, মুড়ি, চাওমিন।

অনুষ্ঠানে পিঠার প্রতিযোগিতার আয়োজন কার হয়, এতে বিচারক ছিলেন চট্টগ্রাম ইউনিভারসিটি অ্যালামনাই এসোসিয়েসনের সভাপতি জানে আলম এবং সেক্রেটারী টিপু চৌধুরী।

পিঠা প্রতিযোগিতায় দুধ চিতই পিঠার জন্য প্রথম স্থান অধিকার করেন ইয়াসমিন বেগম খুকি, লবঙ্গ লতিকা পিঠার জন্য দ্বিতীয় হন মুক্তা চৌধুরী এবং নারিকেল পাকন পিঠার জন্য তৃতীয় হন ফারহানা শাফি রিংকি।

অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন আবদুল কাদের, এমদাদ এবং সাগর ।তাদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি আরও আনন্দ মুখর হয়ে উঠে। আয়োজকরা জানান, আগামীতে আরও ব্যাপক পরিসরে পিঠা উৎসব ও প্রতিযোগিতা করা হবে। এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলো আমানা রশিদ চুনি এবং সহযোগিতা তানিয়া তারিন ও কাশফিয়া।



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

শীতে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াতে হবে

তীব্র শীতে বাংলাদেশে মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় থমকে গেছে। দেশের অনেক জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। সারা দেশেই শীতজনিত রোগব্যাধি দ্রুত বাড়ছে। হাসপাতালগুলোতে রোগীদের ঠাঁই হচ্ছে না। কোনো কোনো হাসপাতালে ধারণক্ষমতার কয়েক গুণ রোগী অবস্থান করছে। মেঝেতে থেকে শ্বাসকষ্টের রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। এদিকে মঝে মধ্যেই বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে সারা দিনই ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকছে সূর্য। রোদ না থাকায় এবং বাতাস থাকায় শীতের তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে। কুয়াশার কারণে রাস্তায় গাড়ি চলে হেডলাইট জ্বালিয়ে অতি ধীরে। তার পরও ঠেকানো যাচ্ছে না দুর্ঘটনা। কুয়াশার কারণে আট থেকে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত ফেরি চলাচল বন্ধ থাকছে। ফলে মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

শীতে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হয় দরিদ্র শ্রেণির মানুষ, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা। ভাঙা বেড়ার ঘরে শীতের কনকনে বাতাস হু হু করে প্রবেশ করতে থাকে। অভাব রয়েছে গরম জামাকাপড়ের। শরীরে পুষ্টির অভাবের কারণেও তারা সহজেই শীতে কাবু হয়ে পড়ে। তার ওপর রয়েছে জীবিকার তাগিদ। খোলা রিকশা-ভ্যান চালাতে গিয়ে কিংবা মাঠে প্রবল বাতাসের মধ্যে কাজ করতে গিয়েও অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আগুন পোহাতে গিয়েও অনেকে দুর্ঘটনার শিকার হয়। খবর প্রকাশ, সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে কোল্ড ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার ও কন্ট্রোলরুমের তথ্য বলছে, ঠান্ডার কারণে সারা দেশে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে হাজার হাজার রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছে অর্ধ শতাধিক। আর ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি কয়েখ লাখ। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ডজনাধিক মানুষের। চিকিৎসকরা বলছেন, হাসপাতালে আসা রোগী আর মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে বড় অংশই শিশু ও বৃদ্ধ। শিশু ও বৃদ্ধদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকে বলেই তারা বেশি আক্রান্ত হয়। তাই তাদের প্রতি অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

আবহাওয়াবিদদের মতে, এ মাসে আরো একাধিক শৈত্যপ্রবাহ আঘাত হানতে পারে। এই অবস্থায় হাসপাতালগুলোতে চাপ আরো বাড়তে পারে। সেই চাপ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাখতে হবে। সরকারিভাবে দরিদ্রদের মধ্যে কম্বল ও গরম কাপড় বিতরণ করা হচ্ছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আগে বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি উদ্যোগে গরম কাপড় বিতরণের যেসব কর্মসূচি দেখা যেত তা এখন খুব কম দেখা যায়। এসব উদ্যোগ আরো বাড়াতে হবে। সেই সাথে প্রবাসীদেরকেও সাধ্যমত এগিয়ে আসা উচিৎ।

ডোনাল্ড লু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে যেভাবে সহায়তা করতে পারেন

॥ মেহজাবিন বানু ॥

জ্বালানি, বাণিজ্য, নিরাপত্তা সহযোগিতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শ্রম অধিকার, মানবাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে শনিবার (১৪ জানুয়ারী) বাংলাদেশে পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। এ সফরকালে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়া মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকার নিয়ে আলোচনা হবে। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অঙ্গনে ইতোমধ্যেই তার সফর নিয়ে কানাঘুষা চলছে। কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যখন কিছুটা অস্বস্তি বিরাজ করছে, সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা যায়। দেশটির ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দাবি করেছেন, ডোনাল্ড লু অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে জড়িতদের একজন। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদের মাধ্যমে ডোনাল্ড লু তাকে 'হুমকিমূলক চিঠি' পাঠিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন ইমরান খান।

পরে ডোনাল্ড লুকে পাকিস্তানে শাসন পরিবর্তনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। এখন তিনি বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন যে তিনি এ অঞ্চলে শাসন পরিবর্তনের মাস্টারমাইন্ড নন। তিনি প্রমাণ করতে পারেন, তিনি এ অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে কাজ করে যাচ্ছেন, তার লক্ষ্য শাসন পরিবর্তন নয়। যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারে ডোনাল্ড লুর ভূমিকা বাংলাদেশী, ভারতীয় ও পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে এই ধারণা দূর করতে পারে যে, তিনি এ অঞ্চলে শাসন পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো ভূমিকা পালন করেন না।

ডোনাল্ড লু ১৫ জানুয়ারী পৃথকভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা করবেন। একই দিনে তিনি আইনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তবে তিনি দূতাবাসের অনুষ্ঠানে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলবেন। এসব বৈঠকে মানবাধিকার পরিস্থিতি, গণতন্ত্র এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, গুম, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, শ্রম অধিকারসহ কয়েকটি এজেন্ডাকে গুরুত্ব দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।

অন্যদিকে র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, বাংলাদেশি পণ্যে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার, জিএসপি সুবিধা পুনরুদ্ধার, প্রতিরক্ষা, জলবায়ু, রোহিঙ্গাসহ নানা বিষয়কে অগ্রাধিকার দেবে বাংলাদেশ।

ডোনাল্ড লু গত ৩০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসাবে লুর এটি প্রথম ঢাকা সফর হলেও বাংলাদেশে এটি তার প্রথম সফর নয়। গত বছর মার্চে তিনি পার্টনারশিপ ডায়ালগ উপলক্ষ্যে আসা মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ডের সঙ্গে নীরবে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন।

বাংলাদেশে ডোনাল্ড লুর আগমনের খবরে আমরা খুশি। তিনি আসছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। আশা করি, পারস্পরিক সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অনেক দূর এগিয়েছে এবং অনেকাংশে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে।

মার্কিন নীতিনির্ধারক ও কূটনীতিকরা ঐতিহ্যগতভাবে এ বন্ধনকে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একই ভূমিকা এখন ডোনাল্ড লু পালন করবেন, এটাই প্রত্যাশিত।

নাগরিকের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কিছু প্রত্যাশা রয়েছে। ডোনাল্ড লু আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন বলে আশা করি। আরও আশা করি, এ সফর বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমাদের বিদ্যমান সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা করা হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অন্যতম প্রধান অংশীদার। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের পর বাংলাদেশ এ অঞ্চলে আমেরিকার সাহায্যের তৃতীয় বৃহত্তম সুবিধাভোগী। দুই দেশের মধ্যে দ্বিমুখী বাণিজ্য ২০১৯ সালে ৯ বিলিয়ন ইউএস ডলারে পৌঁছেছিল। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তৈরি



পোশাকের (আরএমজি) একক বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য, যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৩ শতাংশ।

২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) শীর্ষ উৎস ছিল। কোভিড-১৯ সংকটের সময় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ৮ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি সহায়তা দিয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ প্রায় ৬১ মিলিয়ন ডোজ ভ্যাকসিন পেয়েছে, এটি বিশ্বব্যাপী আমেরিকান ভ্যাকসিন অনুদানের সর্বোচ্চ। এ পরিসংখ্যান দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বন্ধনের গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে। আমরা আশা করব, ডোনাল্ড লু বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার ওপর জোর দেবেন এবং বাকি মুক্ত বিশ্বকেও এ ব্যাপারে তাগিদ দেবেন। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এ বিশাল আর্থিক বোঝা বহন করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ থেকে নিয়মিত আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের কথা রয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ অনেক অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা আর পাবে না অথবা তা সীমিত হবে, যেমন-শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজারের সুবিধা। এ পরিস্থিতি আমাদের রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, বিশেষ করে ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে। ডোনাল্ড লু এলডিসি-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমেরিকান সরকারের ওইসব সুবিধার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারেন।

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে, কার অধীনে হবে ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তায় কর্ণপাত করছে বলে মনে হয় না। কারণ, বাংলাদেশ এখন আগের অবস্থানে নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা এখন অনেক কমে গেছে। বরং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশ একটি বিশাল বাজার।

বাংলাদেশ এ অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে টার্গেট করবে না, কারণ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আছে। বাংলাদেশের পোশাকের প্রধান রপ্তানি গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলেও বিশ্বাস করে। সুতরাং, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ উভয়েরই প্রয়োজন বাংলাদেশকে। বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশ সবার সঙ্গে বন্ধুত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতা রয়েছে। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও জোরদার করার দিকেই ডোনাল্ড লুর নজর দেওয়া উচিত। তিনি এ অঞ্চলে আমেরিকান প্রশাসনের বিশিষ্ট নীতিনির্ধারকদের একজন হওয়ায় দুদেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন। ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভুল ধারণা দূর হয়। সম্প্রতি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে, তা কীভাবে আরও ভালোভাবে নিরসন করা যায়, সে বিষয়ে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অব্যাহত রাখতে হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, উন্নয়ন ও স্থানীয় সমাজকর্মী

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
ফজর	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৫
সূর্যোদয়	৭.১৭	৭.১৭	৭.১৬	৭.১৬	৭.১৫	৭.১৪	৭.১৪
জোহর	১২.০৬	১২.০৬	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৮	১২.০৮
আসর	৩.১৩	৩.১৩	৩.১৬	৩.১৭	৩.১৮	৩.১৯	৩.২০
মাগরিব	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৮	৪.৫৯	৫.০০	৫.০১
এশা	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২১

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির গুরুত্ব

॥ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ॥

জি২০ হলো বিশ্বের শীর্ষ ২০টি অর্থনৈতিক শক্তির জোট। চলতি বছর এ জোটের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। এ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক ইভেন্টের আয়োজন করেছে ভারত। শক্তিশালী ভূরাজনৈতিক মেরুকরণ, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন, চ্যালেঞ্জ ও জগদ্দাসীর প্রত্যাশার নিরিখে ভারতের প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব হাতে নেওয়া কঠিন এবং ব্যতিক্রমী। ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা ও শক্তির মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় ভারতের সামর্থ্য এবং দক্ষতার বিষয়ে আমরা আশাবাদী। বিভক্ত বিশ্বকে সফলভাবে কাছাকাছি নেওয়ার উদ্দেশ্যে ২০২৩ সালের জি২০ সম্মেলনের স্লোগান হিসেবে নেওয়া হয়েছে 'এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ' কথাটি।

ভারত জি২০-এর দায়িত্ব নিয়েছে একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বিষয় হিসেবে। এ দায়িত্ব এমন সময় নেওয়া হয়েছে যখন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বিরাজ করছে বিরোধপূর্ণ সময়। কভিড-১৯ মহামারির প্রভাব, ইউক্রেনে সৃষ্ট সংঘাত বিশ্বব্যাপী মন্দা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য সংকটের হুমকি সৃষ্টি করেছে। মন্থর হয়েছে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য এবং জলবায়ু সংকট মোকাবিলার কার্যক্রম। তার ওপর বিশ্ব মেরুকরণ এখন স্পষ্ট হয়ে পড়েছে আগের চেয়ে বেশি।

ভারত ক্রমবর্ধমান সংকটের এই সময়ে সমাধানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ভারতের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুরের সুন্দর লেক সিটিতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ওই সভায় ভারতের সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অংশগ্রহণকারীদের কাছে স্পষ্ট করেছে।

ভারত জি২০-এর সভাপতি হয়েছে; এ সময়ের কর্মকালের সঙ্গে মিলে যায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডিসেম্বরের জন্য কাউন্সিল (টঘঝঈ ২০২২) এবং সাংহাই শীর্ষ সহযোগিতা সংস্থায় ভারতের অবস্থান। এ তিনটি কূটনৈতিক ঘটনা ইঙ্গিত দেয় ভারত নেতৃত্বের ভূমিকায় বিশ্বকে আলোকপাত করেছে।

গত কয়েক বছরে ভারতের বৈশ্বিক অবস্থান আন্তর্জাতিক অংশীদারি, আঞ্চলিক কথোপকথন এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য আশার আলো ছড়িয়েছে। ভারত পরিণত হয়েছে ইজওঈঝ-এর মর্যাদাবান সদস্য হিসেবে (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা)। কোয়াডে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এবং SCO-তে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, চীন এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলো। এ ছাড়া ভারত কার্যকরভাবে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আফ্রিকা, আসিয়ান এবং সার্কে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

কেন জি২০ গুরুত্বপূর্ণ: বিশ্ব এখন এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গুরুত্ববহ বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থার জন্য উন্মুখ। চারদিকের অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় ভূরাজনৈতিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্তরে ইতিবাচক হাওয়া প্রবাহিত করা এখন এক চ্যালেঞ্জ। জি২০ অনন্যভাবে উপস্থাপন করেছে একটি প্ল্যাটফরম। যাতে রয়েছে বিশ্বের প্রধান উন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতি। জি৭ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ উভয় সংস্থাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। জি২০, অন্যদিকে জি৭ অন্যান্য প্রধান অর্থনীতির সঙ্গে একসঙ্গে সমান অংশীদারি সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পি৫ দেশগুলোর। এটি জি২০কে একটি প্রাসঙ্গিক এবং প্রভাবশালী গ্রুপ হিসেবে উত্থাপিত করেছে এ পৃথিবীতে। তবে এ সফলতার পাশাপাশি থাকতে পারে বিভাজনের বীজ। রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব তা স্পষ্ট করেছে।

স্থিতিস্থাপক ভারত: চাপ এবং অনিশ্চয়তার মুখেও বিশ্বে স্বপ্নদর্শী ভূমিকা পালন করছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের দেশকে চালিত করেছেন সফলভাবে কভিড-১৯-এর ঝড় মোকাবিলায়। ভারত ফিরেছে দ্রুততম ক্রমবর্ধমান এক অর্থনীতি হিসেবে। ভারত সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে বৈশ্বিক দায়িত্ব পালনে দ্বিধা করেনি।



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে। জি২০-এর প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব পাওয়ার পর আগামী সম্মেলনের স্লোগান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে 'এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ' কথাটি। উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে বিশ্ববাসীর ভালোর জন্য কাজ করুন। জি২০-এর স্লোগানে আমাদের প্রাচীন দর্শনের আলোকপাত করা হয়েছে। ২০২০ সালের মার্চে মহামারি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে 'জনগণকেন্দ্রিক' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মহামারি মোকাবিলায় ভ্যাকসিন ও অক্সিজেন দিয়ে সহায়তা করেছে ভারত। এ দুর্দান্ত কৃতিত্ব পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকাশে এবং দুর্যোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিবেশীসহ ইন্দোনেশিয়ার আচেহ থেকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় দেশ মোজাম্বিকে।

নতুন টেক অর্ডার: বিশ্বব্যাপী ভারতের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির এজেন্ডা গঠন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দ্রুত রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনীতি ও সমাজে সবুজ এবং ডিজিটাল রূপান্তরের ইস্যুতে। ভারত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমতায় বিশ্বাসী। মেরুকরণ দ্বারা বিভক্ত বিশ্বে ভারত একটি ন্যায্য, ন্যায়সংগত অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের উত্থান দেখতে চায়। ভারত আজ একটি অগ্রসরমান জাতিতে পরিণত হচ্ছে। এটি সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম সেরা দেশ ভারতের রয়েছে ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো মডেল।

ভারত আজ দ্রুততম ক্রমবর্ধমান বড় অর্থনীতি, স্মার্টফোন ডেটা ভোক্তা এবং গ্লোবাল ফিনটেক গ্রহণকারী। বালি শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইঙ্গিত বিশ্বের ৪০%-এর বেশি রিয়েল-টাইম পেমেন্ট লেনদেন গত বছর ইউপিআইয়ের মাধ্যমে হয়েছিল। তিনি বলেন, ডিজিটাল পাবলিক ডেভেলপ করেছে পণ্য যার মৌলিক স্থাপত্যে আছে অন্তর্নিমিত গণতান্ত্রিক নীতি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকের নেই কোনো ধরনের 'ডিজিটাল পরিচয়'।

ভারতের অভিজ্ঞতা গত কয়েক বছরে দেখিয়েছে যদি ডিজিটাল আর্কিটেকচার ব্যাপকভাবে তৈরি করা হয় অ্যাক্সেসযোগ্যভাবে এটি আর্থসামাজিক রূপান্তর আনতে পারে। এর সঠিক ব্যবহারে ডিজিটাল প্রযুক্তি একটি শক্তি হয়ে উঠতে পারে কয়েক দশকের বৈশ্বিক লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।

আমরা আমাদের প্রেসিডেন্সির অধীনে অন্য জি২০ অংশীদারদের সঙ্গে এ জোটকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করব। আমাদের এমন প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো সংকট সামলাতে পারে। ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সি এগিয়ে নিয়ে যাবে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্যসহায়ক ব্যবস্থা প্রণয়নে, যা মহামারির মতো ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলা করতে পারে।

অস্থায়ী সদস্য হিসেবে ভারতের মেয়াদ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ২০২২ সালেই শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের এই একচেটিয়া সংস্থায় ভারত ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখেছে। এই প্রথম আমাদের ইতিহাসে একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেছিলেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ সম্মেলনে। নিরাপত্তা পরিষদের দুই বছরের মেয়াদে ভারত কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করেছে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়। তালেবানদের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি, শান্তি রক্ষায় আফগানিস্তানে স্বদেশি শাসন এবং সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসা পেয়েছে; যা ভবিষ্যতে ভারতকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে সাহায্য করবে।

ভারত তার দায়িত্ব পালনকালে সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ভারত প্রথমবারের মতো গত অক্টোবরে নয়াদিল্লিতে আহূত বৈঠকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কাউন্টার টেররিজম কমিটি গঠন করেছে। এই বিশেষ বৈঠকে কাউন্টার টেররিজম কমিটি সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম রোধের কলাকৌশল নির্ধারণের চেষ্টা করেছে। দিল্লিতে এ বৈঠকের আয়োজন মর্যাদার বিষয়; যা একটি মাইলফলক ছিল। সাধারণত এ ধরনের বৈঠক জাতিসংঘের সদর দফতর নিউইয়র্কে মিলিত হয়। বৈঠকে যে 'দিল্লি ঘোষণা' তখন গৃহীত হয়েছিল তা একটি ল্যান্ডমার্ক নথি, যা প্রতিরোধ করবে চরমপন্থা, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম। সন্ত্রাসীদের নতুন যুগের প্রযুক্তি ব্যবহার করে হামলা চালানোর বিপদ ঠেকানোর ক্ষেত্রে। সামনের দিকে তাকিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে লড়াই করতে হবে সন্ত্রাসবাদের অভিশাপ মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে। যেমন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এক ব্রিফিংয়ে বলেন, 'গ্লোবাল কাউন্টার টেররিজম অ্যাপ্রোচ'।

তাতে প্রধানমন্ত্রী মোদির আন্তর্জাতিক চেতনার ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে গভীরভাবে। রয়েছে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণার বহিঃপ্রকাশ। যেমন সাগর নিরাপত্তা এবং সবার জন্য নিরাপদ অঞ্চল; এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য; জীবন-পরিবেশের জন্য জীবনধারা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস; জলবায়ু প্রতিশ্রুতির জন্য পঞ্চামৃত; ওয়ান সান ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান গ্রিড, আন্তঃসংযুক্ত সবুজ গ্রিড সৃষ্টি করেছে একটি বিশ্বব্যাপী অনুরণন; যা মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারত সারা বিশ্বে আছে অসংখ্য কার্যক্রমে। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায়।

অমৃতের সময়কাল: ভারতের দৃষ্টি ধনী ও প্রভাবশালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে উন্নয়নশীল পৃথিবীর দিকে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর উল্লেখ করেছেন, ভারত ব্যাপকভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের কণ্ঠস্বর হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। ভারত প্রস্তুতি নিচ্ছে জি২০-এর প্রেসিডেন্সি নিতে, এটা হবে এর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্বকারী এবং একই সময়ে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য আরামদায়ক অবস্থান।

ভারতের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে। শক্তিশালী ও উন্নয়নশীল দেশের প্রশংসা অর্জন করেছে ভারত। চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এবং স্থিতিস্থাপক বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রদান করার জন্য অনন্যভাবে ভারত অবস্থান করেছে একটি সংকটময় সময়ে বিশ্বনেতৃত্বের জন্য। আমরা জি২০-এর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করতে বিশ্বের সকল স্তরের দেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চাই। আমাদের সাম্প্রতিক অর্জন এবং অভিজ্ঞতা বিশ্বের সব জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যবহার করতে চাই। ডিজিটাল রূপান্তরের প্রক্রিয়া জোরদার এবং উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা আমাদের লক্ষ্য।

আমরা অমৃতের সময়কালে প্রবেশ করছি। আমরা আছি অগ্রগতির দৌড়ে, আমরা আছি অভিন্ন পথে। ট্রাজেক্টরি স্থানান্তর করার জন্য প্রস্তুত উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, আমাদের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত একটি উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হবে। আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলো, আমাদের গঠনমূলক অবস্থান আমাদের নিয়ে যাবে বিশ্বনেতৃত্ব। ভারত দিতে পারে অনেক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সমাধান। ভারত আজ বিশ্বকে সযতনে ঘিরে রেখেছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে একটি ভালো আগামীর জন্য।

এগিয়ে যাচ্ছে ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সি। ভারত ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চায়। বাস্তবসম্মত বৈশ্বিক সমাধান খোঁজার মাধ্যমে সবার মঙ্গলের জন্য ভূমিকা রাখতে চায়। তাই এক পৃথিবীর প্রকৃত আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে, প্রথমে এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ-এর লক্ষ্য নিয়ে পালিত হবে ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সি। ভারতীয়দের জন্য জি২০-এর সভাপতিত্ব একটি অনন্য সুযোগ; যা প্রদর্শন করার জন্য এটিকে দায়িত্ব হিসেবে নিতে হবে। আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্য, পর্যটন সম্ভাবনা ও উন্নয়ন শক্তি যাতে বিশ্বমূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করে সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

লেখক: ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সির জন্য প্রধান সমন্বয়কারী; সাবেক পররাষ্ট্র সচিব

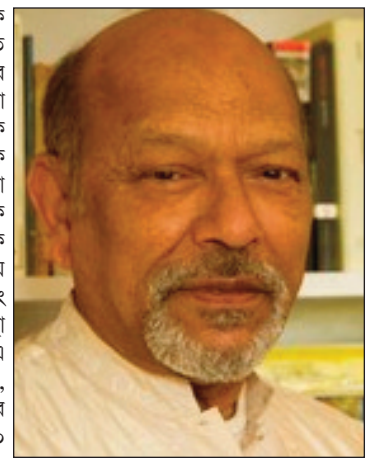


নিবন্ধিত দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো কি সরকারের দায়িত্ব

॥ গাজীউল হাসান খান ॥

বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে নির্বাচনের বছর শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ সব কিছু ঠিকভাবে এগোলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই একটি বছর খুব দীর্ঘ সময় না হলেও বিভিন্ন দিক বিবেচনায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের দুটি বিগত সাধারণ নির্বাচন নিয়ে শুধু দেশে নয়, বিদেশেও যথেষ্ট আলোচনা কিংবা সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছে। স্বদেশের পরিমন্ডল ছাড়িয়ে বিদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘসহ যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও অন্যান্য সংস্থা বা দেশের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন বক্তব্য। গণতান্ত্রিক বিশ্বে এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ এগুলো হচ্ছে একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা গণতান্ত্রিক বিশ্বকে সচল রাখে এবং জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক বিশ্বে এগুলো শুধু কোনো প্রচলিত ধ্যান-ধারণাই নয়, একটি দেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তি ও কাঠামো মজবুত করার ক্ষেত্রে অপরিহার্যও বটে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব অনেক। কারণ এই ব্যবস্থায় বিরোধী দলও রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের একটি অপরিহার্য অংশ বা অঙ্গ। সে কারণে সবার অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করাও সরকারের একটি বিশেষ দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে আমরা অর্থাৎ বাংলাদেশের নাগরিকরা অনেক ব্যত্যয় দেখেছি। একটি সাধারণ নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচনকালীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি উঠেছে বারবার। আবার তাকে কেন্দ্র করে নির্বাচন বর্জনের ঘটনাও ঘটেছে, যদিও বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচনকালীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে সংশোধন বা পরিবর্তন করেছে, তবু সংসদের বাইরে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃত বিএনপি সেই দাবিতে এখনো সোচ্চার। তারা চায়, নামে তত্ত্বাবধায়ক সরকার না হোক, একটি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে যেন সুষ্ঠুভাবে বা কারচুপিমুক্তভাবে নির্বাচনটি সম্পন্ন হয়।

এ লেখার প্রারম্ভে বলেছি, বাংলাদেশে নির্বাচনের বছর শুরু হয়ে গেছে। অথচ এর শুরুতে সাংগঠনিক তৎপরতা কিংবা বিভিন্ন দলীয় প্রচার-প্রপাগান্ডার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের আধিক্য। সভা-সমিতি আয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকি-পাল্টাহুমকির দেওয়ার প্রবৃত্তি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস, তাকে যেন বিঘ্নিত করছে। এতে গণতন্ত্রমনা ও শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষই বরং ভীতসন্ত্রস্ত হতে পারে আসন্ন নির্বাচনের ভবিষ্যৎ নিয়ে, যা মোটেই কাম্য নয়। বিশ্ব রাজনীতির এই যুগে কেউ ইচ্ছা করলেই একটি সরকারকে ফেলে দিতে পারে না। এটি কোনো রাজনীতিসচেতন এবং গণতন্ত্রমনা জনগণই চাইতে পারে না। কারণ বর্তমানে বিরাজিত বিশ্বপরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কিংবা মুক্তবাজার অর্থনীতির কাঠামো কিংবা ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কোনো তৃতীয় বা অপশক্তির হস্তক্ষেপ কেউই আর বরদাশত করতে রাজি নয়। তা ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শক্তি প্রয়োগের হুমকি দিয়েও বেশি দূর এগোনো যাবে না। কারণ শক্তি প্রয়োগ কিংবা হুমকি দিয়ে জনমত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এতে দেশে অরাজকতা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে, যা দেশের সমৃদ্ধি এবং জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হবে। সুতরাং কারো ক্ষমতা লাভ কিংবা ক্ষমতা হারানোর দিক থেকে ভয়ভীতি প্রদর্শন হবে একটি অনর্থক প্রচেষ্টা। এই অবাঞ্ছিত বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গেলে সাধারণ মানুষ বরং গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি আস্থা হারাতে পারে। এতে তৃতীয় শক্তি কিংবা এ দেশের স্বার্থবিরোধী মহলই উৎফুল্ল হবে, দেশপ্রেমিক শক্তি নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বিগত ৫০ বছর সময়ের মধ্যেও এ দেশের রাজনীতিকরা যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন, তবে তা হবে এ দেশ ও তার জনগণের জন্য একটি দুর্ভাগ্যের বিষয়।



'খেলা হবে' বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে আজকাল যে কথাটি মাঝেমধ্যে উচ্চারিত হয় বা হয়েছে, তা অনেক সময় বিভিন্ন অর্থ বা ব্যঞ্জনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মাঠে-ময়দানের খেলা আর রাজনৈতিক খেলা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তবে সব খেলার পেছনেই কিছু কৌশল কাজ করে। একটি বিশেষ মহল মনে করে, 'খেলা হবে'র অর্থ হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকার বিরোধী দলকে নির্বাচনী মাঠেই নামতে দেবে না। সম্মুখসারির নেতাদের বিভিন্ন মিথ্যা বা সাজানো অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জেলে ফেলে রেখে দেওয়া হবে। এতে তাঁরা নির্বাচনী প্রচারকাজে কিংবা মিটিং-মিছিল এবং সভা-সমিতির আয়োজন করতে পারবেন না। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন জনগণের সংস্পর্শ থেকে। একই দিনে একই শহর-নগরে পাল্টাপাল্টি মিছিল কিংবা সভা করলে তাতে বিরোধীদের পক্ষে তেমন লোকসমাগম হবে না। তা ছাড়া রয়েছে পুলিশি বাধা কিংবা যানবাহন ধর্মঘট। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে, ততই বাড়বে সরকারি দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের আক্রমণ ও বিভিন্ন হয়রানিমূলক কর্মকান্ড। এ অভিযোগ বিরোধী দল, বিশেষ করে বিএনপির নেতাকর্মীদের। সে কারণেই তাঁরা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের অধীনে কোনো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। সে কারণেই তাঁরা নির্বাচনকালীন একটি তত্ত্বাবধায়ক বা নিরপেক্ষ সরকারের দাবি তুলেছেন। এ বিষয়গুলো সামনে রেখেই তাঁরা বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনের নানা দিক নিয়ে কথা বলছেন। এতে ক্ষমতাসীন সরকারের বিচলিত হওয়া কতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য? ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এ দেশের সর্বপ্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন। আগামী নির্বাচনের সময় এ দলের বয়স হবে প্রায় ৭৫ বছর। তা ছাড়া এই দলটি একটানা প্রায় ১৪ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ভাষায়, এই দলটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন বিশ্বের 'রোল মডেলে' পরিণত হয়েছে। তার পরও এ দলের ক্ষমতা হারানোর এত ভয় কেন? সেই জবাব নির্বাচন সামনে রেখে তাঁদেরই দিতে হবে। কিন্তু ভয়ভীতি প্রদর্শন কিংবা হামলা-মামলা করে নয়, অগণতান্ত্রিক পন্থায়ও নয়, বরং রাজনীতিকে রাজনৈতিকভাবেই দেখতে হবে, সমাধান করতে হবে। তা ছাড়া কোনো সরকারই কোনো দেশের শেষ সরকার নয়। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। এই কথাটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের চেয়ে খুব বেশি বোঝার মতো মানুষ এ দেশে তেমন নেই। সংগ্রামের মধ্যেই জন্ম হয়েছে এই দলের। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সর্বোপরি সশস্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রামের অমূল্য অভিজ্ঞতা রয়েছে এই দলটির। সুতরাং এত গৌরবের অধিকারী দলটিকে ঠিক সেভাবেই রাজনীতি করতে হবে, যা থেকে অন্যরা শিখতে পারে এবং সেই অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে পারে।

কোনো অযৌক্তিক দাবির মুখে নয়, তবে দেশের সব নিবন্ধনপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দলকে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর দায়িত্ব ক্ষমতাসীন সরকারের। এটি যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশেই একটি সাংবিধানিক বিষয়। শুধু তা-ই নয়, এর পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচার-প্রপাগান্ডায় সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে নির্বাচন কমিশনের হাতে। সে ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ দলের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করার সুযোগ নির্বাচন কমিশনের থাকবে না। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের। অতীতে নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ নিয়ে বহু অভিযোগ উঠেছে এ দেশে। এর পুনরাবৃত্তি যেন এ দেশে আর না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের। বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশ ও সংস্থার। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতিই কারো দৃষ্টি এড়াবে বলে মনে করি না। সেই অবস্থায় নির্বাচন কমিশন যদি একটি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং বিশেষভাবে কারচুপিমুক্ত নির্বাচন উপহার দিতে পারে, তাহলে শুধু তাদেরই নয়, মুখ উজ্জ্বল হবে পুরো বাংলাদেশের জনগণের। বিজয় সূচিত হবে গণতন্ত্রের, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিধি-বিধানের। অন্যথায় নির্বাচনের নামে সেটি একটি প্রহসনে পরিণত হবে। সুতরাং এই বিষয়টি সামনে রেখে সরকারপ্রধান সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে কিভাবে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাবেন, সেটি সরকারপ্রধানের জন্য অবশ্যই একটি চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অবশ্যই সক্ষম সরকারপ্রধান। তবে প্রয়োজন শুধু তাঁর সদিচ্ছার। এই সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এখন সামনে রয়েছে একটি বড় মাপের গণতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জ। আর তা হচ্ছে আমাদের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনটি অবাধ ও কারচুপিমুক্তভাবে সম্পন্ন করা।

সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে সামনের সময়টুকুর মধ্যেই করতে হবে। নির্বাচন সামনে রেখে যত কঠিন সমস্যাই দেখা দিক না কেন, যত জটিল পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন, ধৈর্যের সঙ্গে, প্রজ্ঞার সঙ্গে তার সমাধান করতে হবে। ভয়ভীতি ও হুমকি-ধমকি নয়, উসকানিমূলক পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিও নয়, প্রয়োজন ধৈর্যের সঙ্গে এবং পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে সবার জন্য সমন্বিত কর্মসূচি হাতে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। শান্তিপূর্ণভাবে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে যাতে সবাই তাদের প্রচার-প্রপাগান্ডা চালাতে পারে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সব দলের দায়িত্বশীল নেতাদেরই এ ব্যাপারে সাবধান হতে হবে, যাতে তাঁদের নিজ নিজ কর্মীবাহিনী সভ্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাজনৈতিক ও সচেতন মানুষের মতো আচরণ করেন। মিছিল, গণজমায়েত ও সভা-সমিতি নিয়ে এরই মধ্যে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত কিংবা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে তার অবসান ঘটিয়ে বাস্তবতার নিরিখে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রণয়ন করা একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়, নতুবা সব কিছুই ভেস্তে যাবে। সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্য ও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে জনমনে যথেষ্ট ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য কিংবা কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষ যাতে তাদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ রাখা এখন বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে। নতুবা এ দেশে যোগ্য নেতৃত্বের সংকট থেকেই যাবে।

লেখক: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে নতুন উদ্যোগ

ব্রি. জে. (অব.) হাসান মো. শামসুদ্দীন

বাংলাদেশে মানবিক আশ্রয়ে থাকা ১২ লাখ রোহিঙ্গার মিয়ানমারে নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান। মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণভাবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সম্ভব। তবে এ বিষয়ে অগ্রগতি তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। মিয়ানমারের স্বাধীনতার পর থেকে চলমান নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা একটু দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন যে, সক্রিয়ভাবে এ সমস্যা মোকাবিলা করতে হলে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ২০১৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী কোনো দল বা সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ইস্যুতে সরব, নিয়মিত উপস্থিতি ও কার্যকর ভূমিকার অভাব রয়েছে।

নিপীড়িত ও নির্যাতিত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার নিরাপদ ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রোহিঙ্গাদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে এ ধরনের কয়েকটি নেতৃস্থানীয় সংগঠন এবং রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র রাজনীতিকদের নিয়ে আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স (এআরএনএ) নামে একটি বৃহত্তর জোট গঠন করা হয়েছে।

বিদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে রোহিঙ্গাদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে এ রকম সংস্থাগুলোর নিজেদের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রোহিঙ্গা স্বার্থ তুলে ধরতে সেসব সংস্থাকে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। মিয়ানমারের একটি নতুন ফেডারেল গণতান্ত্রিক ইউনিয়নে তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।

এআরএনএ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ফ্রি রোহিঙ্গা কোয়ালিশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নে সান লুইনের মতে, সামনের দিনগুলোয় সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বাড়িয়ে দাবি আদায় করাই হবে রোহিঙ্গা নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আশা করা যায়, এআরএনএ মিয়ানমারের ফেডারেল ইউনিয়নের মধ্যে রোহিঙ্গা জনগণের অনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের জন্য দেশে-বিদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা নেতাদের একত্রিত করতে সক্ষম হবে। এআরএনএ নেতৃত্ব জানায়, রোহিঙ্গারা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয় এবং তারা মিয়ানমারের ভবিষ্যতের ফেডারেল ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের অংশ হতে এবং মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সব পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। ২০১৭ সালে সংঘটিত গণহত্যা এবং নৃশংস সামরিক দমনপীড়নের পর প্রথমবারের মতো যৌথ প্রচেষ্টা হিসাবে এআরএনএ রোহিঙ্গা সংগঠন, রাজনীতিক ও কর্মীদের একটা অভিন্ন প্ল্যাটফরমে একত্রিত করেছে এবং সাধারণ রোহিঙ্গারা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। এআরএনএ জানায়, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসে আগ্রহী এবং তারা জাতীয় ঐক্য সরকার (এনইউজি) এবং ইউনাইটেড লিগ অব আরাকানের (ইউএলএ) সঙ্গেও একত্রে কাজ করতে চায়।

এআরএনএ জানিয়েছে, রোহিঙ্গারা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের নীতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রোহিঙ্গারাও দেশের অন্যান্য নির্যাতিত জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করেছে। জোটের নেতারা গত বছরের ২০ নভেম্বর এ জোটের রূপরেখা অনুমোদন করে।

এআরএনএ-এর কার্যক্রম এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং আগামী দিনে তারা দ্রুত বাংলাদেশে ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্বকারী যুবক ও নারীদের এ সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করবে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, রাখাইনে রোহিঙ্গাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং কট্টর বৌদ্ধ সংগঠনগুলোর নমনীয় মনোভাব অত্যাবশ্যক। এআরএনএ-এর সামনে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো রয়েছে। সেনা অভ্যুত্থানের পর গঠিত এনইউজি 'রোহিঙ্গা' হিসাবে তাদের পরিচয়ের স্বীকৃতি দিয়ে 'পলিসি পজিশন অন দ্য রোহিঙ্গা ইন রাখাইন স্টেট' নামে একটি অবস্থানপত্র প্রকাশ করেছে।

এ স্বীকৃতির মাধ্যমে মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থি দলগুলোর অবস্থানের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এর আগে মিয়ানমার সরকার ও সামরিক বাহিনী দাবি করে আসছিল, 'রোহিঙ্গা' বলে কিছু এনইউজির এ অবস্থানপত্রে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলোয় রোহিঙ্গাদের প্রায় সব দাবিদাওয়ার প্রতিফলন আছে। এর পাশাপাশি



আরাকানের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ইউএলএ-এর সামরিক শাখা আরাকান আর্মির (এএ) কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ওয়াং ম্রা নাইং জানান, তারা রোহিঙ্গাদের 'রাখাইনের মুসলমান অধিবাসী' এবং তাদের মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার স্বীকার করে।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য এ গ্রহণযোগ্যতা রোহিঙ্গাদের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। মিয়ানমারের রাজনৈতিক মহলে এবং আরাকানের স্থানীয় রাজনীতিতে রোহিঙ্গাদের গ্রহণযোগ্যতা এ সংকটের সমাধানকে ত্বরান্বিত করবে। এআরএনএ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ উদ্যোগের পক্ষে সোচ্চার হতে পারে।

এ রাজনৈতিক উদ্যোগে রোহিঙ্গাদের যোগ দেওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এনইউজি ও আরাকানের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এআরএনএ নেতারা যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিভক্তি ঘুচিয়ে বহু যুগ ধরে চলে আসা দুই জাতিসত্তার সহাবস্থান ও সহনশীলতা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে পারে।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ইউএলএ এক ঘোষণায় জানিয়েছে, আরাকানের যে কোনো বিষয়ে বৈশ্বিকভাবে সবাইকে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে হবে। রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর জন্য এএ-এর সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে এবং তখন ইউএলএ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের রোডম্যাপ তৈরি করবে। চলমান প্রক্রিয়ায় এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সম্প্রতি মিয়ানমারের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য আলোচিত-সমালোচিত বৌদ্ধ ভিক্ষু আশিন উইরাথুকে সম্মানজনক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করেছে জান্তা সরকার। দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে আসছে ভিক্ষু উইরাথু।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের মালিকানায় থাকা ব্যবসা বর্জন এবং মুসলিমদের সঙ্গে বৌদ্ধদের বিয়ে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলে উইরাথু আলোচনায় আসে। ২০১৩ সালে বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে তার ছবি ছাপা হয়েছিল এবং তাকে তখন 'বৌদ্ধ সন্ত্রাসের মুখ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। 'বৌদ্ধদের বিন লাদেন' নামেও উইরাথুকে অনেকে সম্বোধন করেন।

এনএলডি মিয়ানমারের জাতিগত সহিংসতা বন্ধে আগে থেকেই কাজ করছিল। উগ্রবাদী বৌদ্ধ সংগঠনের কাছে রোহিঙ্গাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে এনএলডির সহ-প্রতিষ্ঠাতা উইন টিন ২০১৪ সালে তার মৃত্যুর দুই মাস আগে মান্দালে শহরে আশিন উইরাথুর মঠে এসে তার সঙ্গে দেখা করেন, তবে তাদের আলোচনায় কোনো অগ্রগতি হয়নি।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো উইরাথুকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর বিদ্বেষ বাড়াতে জান্তাকে সহায়তা করার জন্য অভিযুক্ত করে জানিয়েছে যে, উইরাথুর মুসলিমবিদ্বেষী ভূমিকা ২০১৭ সালে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর দমনপীড়ন চালাতে জান্তাকে সহায়তা করেছে। আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অ্যালায়েন্সকে (এআরএনএ) এ ধরনের পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারে সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে রোহিঙ্গা সংকটের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে তাদের নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বানে প্রথমবারের মতো একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এ প্রস্তাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়, নিরাপত্তা ও মানবিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করা হয়। প্রস্তাবে বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব এবং এর ফলস্বরূপ আঞ্চলিক নিরাপত্তার ঝুঁকির বিষয়টিও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরা হয়।

চীনের মতে, রোহিঙ্গা ইস্যুটির দ্রুত সমাধান নেই এবং শেষ পর্যন্ত এটি সঠিকভাবে সমাধান করা যাবে কি না তা মূলত মিয়ানমারের ওপর নির্ভর করে। রাশিয়া মিয়ানমারের পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসাবে দেখে না এবং তাই বিশ্বাস করে যে, এটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা মোকাবিলা করা উচিত নয়। ভারতও এ প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থাকে। এআরএনএ-কে শক্তিধর এ দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করে দ্রুত প্রত্যাবাসন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পশ্চিমা দেশগুলো রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে মানবিক সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি মিয়ানমারের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে তাদের ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। মিয়ানমার সরকার সাম্প্রতিক সময়ে কট্টর বৌদ্ধ সংগঠনের প্রধানকে পুরস্কৃত করেছে। এ বিষয়টি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলে কি না তা দেখতে হবে।

এআরএনএ'র সামনে এখন অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তাদের আন্তর্জাতিক মহলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে। চীন, ভারত ও রাশিয়ার মনোভাব এখনো ইতিবাচক না হওয়ায় এআরএনএকে এ দেশগুলো এবং দাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সংকট সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

আসিয়ান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বৌদ্ধ সংগঠনগুলোর মনোভাবকে নমনীয় করার চেষ্টা চালাতে হবে। নিপ্পন ফাউন্ডেশনের সঙ্গে মিয়ানমার সরকার এবং এএ'র যোগাযোগ রয়েছে, তাদের সঙ্গেও সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ, মিয়ানমারে বিনিয়োগকারী দেশ এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাহায্য নিয়ে কফি আনান কমিশনের সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন করে রাখাইনের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত (আইসিজে) ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের কার্যক্রমগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে, বিভিন্ন ভাষায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মিয়ানমারের সাধারণ মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এবং কট্টর ও সাধারণ বৌদ্ধ সংগঠনগুলোকে লক্ষ্য করে প্রেরণামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের চেষ্টা করা যেতে পারে।

এআরএনএকে মিয়ানমারের এনইউজি, পিডিএফ, এএ, সুশীল সমাজ, নীতিনির্ধারক ও আইনপ্রণেতা এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

এত কিছু করার মতো অবস্থা তাদের এখনো হয়নি। তবে সাংগঠনিক দৃঢ়তা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে একটু দেরিতে হলেও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের মুখ দেখবে বলে আশা করা যায়। এআরএনএ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দ্রুত পরিচিতি লাভ করুক এবং তৎপর হয়ে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত করুক-এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: মিয়ানমার ও রোহিঙ্গাবিষয়ক গবেষক

শীতে সাইনোসাইটিস থেকে বাঁচুন

ডা: মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

সাইনাস। খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। আমরা অনেকেই প্রায়ই এই সমস্যায় ভুগি। বিভিন্ন ইনফেকশন, অ্যালার্জি থেকে সাইনাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর ফলে আমরা মাথার যন্ত্রণা, মুখমন্ডলে যন্ত্রণা, নাক থেকে পানি পড়া এবং নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যায় পড়ি। সাইনাস সাধারণত বায়ুপূর্ণ মিউকাস পর্দায় আবৃত এবং ক্ষুদ্র নালীর মাধ্যমে নাসাগহ্বর তথা শ্বাসনালীর সাথে যুক্ত থাকে। এসব সাইনাস যদি বাতাসের বদলে তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে এবং এই তরল যদি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকে সংক্রমিত হয় তখন সাইনাসের মিউকাস পর্দায় প্রদাহের সৃষ্টি হয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের সংক্রমণে বা এলার্জিজনিত কারণে সাইনাসের মিউকাস পর্দায় যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাকেই সাইনোসাইটিস বলে। সাইনুসাইটিসের কারণে মাথা ব্যথা, মুখমন্ডলে ব্যথা, নাক দিয়ে ঘন হলদে বা সবুজাভ তরল ঝরে পড়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

সাইনুসাইটিসের প্রকারভেদ : মাথার খুলিতে মুখমন্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দু'পাশে অবস্থিত বায়ুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বরকে সাইনাস বা প্যারান্যাসাল সাইনাস বলে। এগুলো হলো : ম্যাক্সিলারি সাইনাস (ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে গালে অবস্থিত), ফ্রন্টাল সাইনাস (চোখের ওপরে অবস্থিত), এথময়েড সাইনাস (দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত) এবং স্ফেনয়েড সাইনাস (এথময়েড সাইনাসের পেছনে অবস্থিত)।

স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে সাইনোসাইটিস দু'রকম : অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস (স্থায়িত্ব ৪-৮ সপ্তাহ) এবং ক্রনিক সাইনোসাইটিস (স্থায়িত্ব ২ মাসের বেশি সময়)।

রোগের কারণ :

১. ভাইরাস সংক্রমণে: মানুষের শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নানা ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে এবং কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাকে আক্রান্ত হলে সাইনোসাইটিস হতে পারে।

২. ঠান্ডাজনিত কারণে ; অ্যালার্জিজনিত কারণে; ব্যবধায়ক পর্দার অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে; নাকে পলিপ সৃষ্টি হলে; নাসাগহ্বরের মিউকোসা স্ফীতির ফলে নাসাপথ সরু হয়ে ক্রনিক সাইনোসাইটিস হতে পারে।

সাইনুসাইটিসের প্রকারভেদ : মাথার খুলিতে মুখমন্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দু'পাশে অবস্থিত বায়ুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বরকে সাইনাস বা প্যারান্যাসাল সাইনাস বলে। এগুলো হলো : ম্যাক্সিলারি সাইনাস (ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে গালে অবস্থিত), ফ্রন্টাল সাইনাস (চোখের ওপরে অবস্থিত), এথময়েড সাইনাস (দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত) এবং স্ফেনয়েড সাইনাস (এথময়েড সাইনাসের পেছনে অবস্থিত)।

৩. দাঁতের ইনফেকশন থেকে বা দাঁত তুলতে গিয়েও সাইনাসে সংক্রমণ হতে পারে।

৪. যারা হাঁপানির সমস্যায় ভোগে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সাইনোসাইটিস দেখা যায়।

৫. সাধারণত ঘরের পোকামাকড়, ধুলাবালি, পেস্ট, তেলাপোকা ইত্যাদি যেসব অ্যালার্জেন ধারণ করে তার প্রভাবে এ রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে।

৬. ইউস্টেশিয়ান নালীর সামান্য অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে এবং সংক্রমণের ফলে সাইনোসাইটিস হতে পারে।

৭. নাকের হাড় বাঁকা থাকলে অথবা মুখগহ্বরের টনসিল বড় হলে এ রোগ হতে পারে।

৮. সিস্টিক ফাইব্রোসিসের কারণে এ রোগ হয়।

৯. অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণ ও ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের কারণেও এ রোগ হতে পারে।

সাইনাসের লক্ষণ : নাক থেকে হলদে বা সবুজ বর্ণের ঘন তরল বের হয়। এতে পুঁজ বা রক্ত থাকতে পারে। দীর্ঘ ও বিরক্তিকর তীব্র মাথা ব্যথা লেগেই থাকে যা সাইনাসের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে পারে। মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাঁটলে বা মাথা নিচু করলে ব্যথার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। জ্বর জ্বর ভাব থাকে, কোনো কিছু ভালো লাগে না বরং অল্পতেই ক্লান্ত লাগে। নাক বন্ধ থাকে, নিঃশ্বাসের সময় নাক দিয়ে বাজে গন্ধ বের হয়। মুখমন্ডল অনুভূতিহীন মনে হয়। মাথাব্যথার সাথে দাঁত ব্যথাও হতে পারে। কাশি হয়, রাতে কাশির তীব্রতা বাড়ে, গলা ভেঙে যায়।

জটিলতা : সাইনোসাইটিস সংক্রান্ত জটিলতা কেবল নাসিকাগহ্বর ঘিরেই অবস্থান করে না, বরং সাইনাসগুলোর অবস্থান চোখ (বাকি অংশ ১২ পাতায়)ও

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

সিটিজেনশীপে নতুন পরীক্ষামূলক টেস্টঃ

ইউএস সিটিজেনশীপ ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিসআইএস) গত ১৪ ডিসেম্বর ঘোষণা করেছে যে তারা সিটিজেনশীপ টেস্টের নতুন ভার্সন পরীক্ষামূলকভাবে টেস্ট করে দেখবে। এ ব্যাপারে আমরা এর আগে আপনাদের অবগতির জন্য এই বিভাগের মাধ্যমে প্রকাশ করে আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আবার তা প্রকাশ করা হলো।

সিটিজেনশীপ লাভের প্রক্রিয়া টেস্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এর দুটি অংশঃ

একটি ইংরেজি পরীক্ষা, যাতে আবেদনকারীর পঠন, লিখন এবং কথন এর দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয়। অন্যটি হচ্ছে সিভিক টেস্ট। যার মাধ্যমে প্রার্থীর ইউএস গর্ভমেন্ট ও ইউএস ইতিহাসের জ্ঞান যাচাই করা হয়। ইউএসসিসআইএস বিশেষ কারো কাছ থেকে পাওয়ার সুপারিশক্রমে নতুন টেস্ট গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে।

নতুন এই পদ্ধতিতে পঠন ও লিখন অংশ থাকবে না। সেখানে শুধু কথন ও সিভিক অংশ থাকবে। কথন পরীক্ষায় প্রার্থীকে প্রাত্যাহিক জীবনের ৩টি রঙিন ছবি বর্ণনা করতে বলা হবে। বর্তমান ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা প্রার্থীকে তাদের সিটিজেনশীপের আবেদন এবং তাদের কথা বলার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করে থাকনে। পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের মাল্টিপল চয়েস ভিত্তিতে ১০টি প্রশ্নের পরিবর্তে পছন্দের ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ট্যাবলেটে প্রশ্ন দেখানো হবে।

মনে করা হচ্ছে ২০২৩ সালে ৫ মাস সময় ধরে এই পরীক্ষা চলবে। নতুন পদ্ধতিতে ১৫শ পূর্ণ বয়স্ক অংশগ্রহণকারী যারা ইংরেজি ভাষা ক্লাসে অংশ নিচ্ছেন এবং যারা সিটিজেনশীপ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা থাকবেন। ইউএসসিসআইএস এই পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য যারা বয়স্ক শিক্ষা ক্লাসে তালিকাভুক্ত তাদের মধ্যে ১৫শ এর মতো প্রার্থীকে আমন্ত্রণ জানাবে।

নিউইয়র্ক থেকে ফারুক হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী বাংলাদেশে অবস্থান করছে। আমি বাংলাদেশে অবস্থানকারী আমার স্ত্রীর জন্যে আবেদন করতে চাচ্ছি। কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থানকারী আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করার ব্যাপারে একটি ঘটনা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তাতে আছি।

বিষয়টি হচ্ছে বেশ কয়েক বছর আগে একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিলো। সেখানে আমার এক সন্তান আছে। আর আমি আমার ঐ প্রথম স্ত্রীর মাধ্যমে সিটিজেনশীপ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে। এ কারণে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি যখন আমার এই স্ত্রীর জন্য আবেদন করব তখন কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে আপনার পরামার্শ পেলে উপকৃত হবো।



ফারুক হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার অন্য কোন রকম সমস্যা না থাকলে আপনার এরই বিয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি করবে না। আপনার প্রথম স্ত্রীর ঘরে সন্তান আছে। আপনাদের ঐ সন্তান প্রমাণ করে যে আপনাদের বিয়ে ছিলো প্রকৃত বিয়ে। সত্যিকারভাবে সংসার করতেই ছিলো ঐ বিয়ে। আপনাদের তথ্য প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে এ বিয়ে প্রকৃত বিয়ে। যেমন বিয়ের ছবি, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মধ্যেকার যে কোন রকমের যোগাযোগের প্রমাণ। আপনাদের কোথাও ভ্রমণে যাওয়া টিকেটের কপি, হোটেল ভাড়ার রশিদ ইত্যাদি এসবের প্রমাণ বহন করে। আর আপনার স্ত্রীর আবেদন করতে হলে নিচের তথ্যপত্র প্রয়োজনঃ ম্যারেজ সার্টিফিকেট, ২) ডিভোর্স লেটারের কপি, ৩) আপনার সিটিজেনশীপের কবি, ৪) আপনার এবং আপনার স্ত্রীর ২ কপি করে ছবি।

তারপর এফিডেভিট অব সাপোর্টের জন্য লাগেব নিম্নের তথ্যপত্রঃ

ট্যাক্স রিটার্ন (ডব্লিউ-২ ফরম), ২) জব লেটার, ৩) ব্যাংকের চিঠি, ৪) সিটিজেনশীপের কপি।

আপনার ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা শ্রেয়। তিনি আলোচনা শেষে আপনার জন্য পরামর্শ দিতে পারবেন।

আপনাদের অনেকের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আজ ইমিগ্রেশন কেস ফাইল করা সম্পর্কে আলোচনা করছি। ইমিগ্রেশনের কেস ফাইল করা কঠিন নয়। ইমিগ্রেশনের ওয়েব সাইট বেশ সহায়ক। তবে ওয়েব সাইটটি খুব সতর্কতার সাথে দেখে নেবার জন্য আমরা পরামর্শ দেই। না বুঝতে পারলে কিংবা নির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন থাকলে ইউএসসিআইএস'র সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। আর কেস ফাইল করাবার আগে কয়েকটি স্তর বা ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে।

উপযুক্ত পরামর্শঃ

একটি ইমিগ্রেশন ফরম সম্পূর্ণ পূরণ করার পরই কেবল কেস, শুরু হতে পারে। নতুন ভার্সন প্রবর্তন করার পর পুরোনো ভার্সনের ফরম আর গৃহিত হয় না। ইউএসসিআইএস'র কাছে আবেদন করে মেইলেও ফরম পাওয়া যেতে পারে।

ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করতে নিম্নের নির্দেশনাবলী ভালো পড়তে হবে।

প্রয়োজনীয় ডুকেমন্টঃ

প্রত্যেক আবেদনের জন্য নিদিষ্ট ডকুমেন্ট জরুরী। প্রত্যেক ফরমে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা আছে। নির্দিষ্ট ডকুমেন্টে পাওয়া না গেলে বিকল্প ডকুমেন্টের কথাও বলা আছে ফরমে।

ইমিগ্রেশন ফিসঃ

প্রত্যেক ফরমের সঙ্গে প্রসেসিং ফিস লাগবে। ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন তখনই গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফিস প্রদান করা হবে।

কোথায় আবেদন ফাইল করতে হবে?

ইমিগ্রেশন মেইলেও আবেদন গ্রহণ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন লাইনে আবেদন করা যায়। তবে সঠিক ঠিকানায় আবেদন পাঠাতে হবে।

এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা ভালো।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাংলাদেশ-ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন ব্যঞ্জনা

॥ জয়ন্ত ঘোষাল॥

ভূগোল এবং মনস্তত্ত্ব পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। এই যেমন যোগাযোগব্যবস্থা। জলে-ডাঙায় সব সময়ই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটায়। অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশজুড়ে সড়ক-সেতু-পরিবহন ভিন্ন ভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে এক সুতার বাঁধনে বাঁধে। একটা দেশের মধ্যেও বিভিন্ন রাজ্যে সেটা হয়। যেমন–ভারতের মতো ১৩০ কোটি মানুষের দেশে সোনালি চতুর্ভুজ, যা সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির সময় শুরু হয়েছিল, তা এ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত এক সুতায় বেঁধেছিল। বাংলাদেশের ভেতরেও যদি অবলোকন করা হয়, তাহলে দেখা যায় পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দুটি প্রান্তকে এক নিমেষে কত কাছাকাছি এনে দিয়েছে। পদ্মা নদীর মাঝিরা, তাঁরাও কিন্তু এই সেতু নির্মাণের ইতিবাচক ফল লাভ করছেন। কেননা যখন সেতুটি নির্মিত হয় এবং পরিকাঠামো তৈরি হয়, তার সঙ্গে শুধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন নয়, সামাজিক উন্নয়নও এসে হাজির হয়।

ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রী সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। বারানসি শহর থেকে যাত্রা শুরু এক যাত্রীবাহী জাহাজের। সেটি কলকাতা হয়ে, বাংলাদেশ হয়ে আসাম পৌঁছে যাচ্ছে। কোথায় গঙ্গা, কোথায় পদ্মা, কোথায় ব্রহ্মপুত্র–এই তিনটি নদীর গল্প একটা প্রকল্পে রচনা হচ্ছে এবং সে শুধু ভূগোলের ঐক্য নয়, সে হলো কূটনীতির ঐক্য। আর সেই কূটনীতির ঐক্য ভারতবাসী আর বাংলাদেশের মানুষকে হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি এনে দেয়। এরই মধ্যে আপনারা বাংলাদেশের পাঠক অনেকটা জেনেই গেছেন যে ভারত সরকার এই গঙ্গা থেকে পদ্মায় যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছে। এই মস্ত বড় প্রকল্পটি মানুষের প্রকল্প, যা মানুষকে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসছে। এটা এমন একটা সময় হচ্ছে যখন জি-২০ সম্মেলন ২০২৩ সালে ভারতে হতে চলেছে, ভারত যার অধিনায়ক এবং বাংলাদেশ যেখানে বিশেষ আমন্ত্রিত রাষ্ট্র। এই সম্মেলনের বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে বাংলাদেশকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে। আসুন, আমরা এই প্রকল্পের মোদ্দা বক্তব্য, যা এরই মধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেটাকেও এক ঝলকে একটু দেখে নিই, জেনে নিই। বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত হলে বিশ্লেষণ করার কাজটাও অনেক সহজ হয়ে যায়।

ভারতের উত্তর প্রদেশের বারানসি থেকে আসামের ডিব্রুগড় পর্যন্ত চালু হচ্ছে এক বিলাসবহুল প্রমোদতরি 'গঙ্গা বিলাস'। দেশি-বিদেশি বহু পর্যটক নিয়ে প্রায় তিন হাজার ২০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া হবে এই নৌবিহারে। এই বৃহৎ যাত্রাপথে পড়বে মোট ২৭টি নদী, যার মধ্যে থাকবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ওপর দিয়ে যাওয়া নৌপথও। আগামী ১৩ জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই প্রমোদতরির উদ্বোধন করবেন। ওই দিনের অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে একাধিক প্রকল্প উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেদিনই তিনি এই বৃহৎ প্রমোদতরিটি চালু করার কথা ঘোষণা করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, এটি বিশ্বের একটি অনন্য নৌবিহার হবে এবং এই নৌবিহার পর্যটনকে সামনে আনবে। এর সুবিধা নেওয়ার জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন।

নৌবিহারে অংশ নেওয়া পর্যটকরা ৫০ দিনে ভারত ও বাংলাদেশের ৫০টি পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে বারানসির গঙ্গা আরতি, কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান ও সুন্দরবনের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলো। যাত্রাপথের তিন হাজার ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে প্রায় এক হাজার ১০০ কিলোমিটার। উত্তর প্রদেশের বারানসি থেকে যাত্রা শুরু হবে এই প্রমোদতরি-টির। তারপর সেটি বিহারের বক্সার, রামনগর, গাজীপুর হয়ে পাটনা পৌঁছবে। তারপর সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কা ও মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতায় পৌঁছবে। কলকাতাসহ বিভিন্ন পর্যটন স্থান ছুঁয়ে এরপর এই প্রমোদতরি প্রবেশ করবে বাংলাদেশের জলপথে। বাংলাদেশের নদীতে নৌবিহারের যাত্রাপথে পড়বে মোংলা বন্দর, সুন্দরবনের কটকা সমুদ্রসৈকত, হারবাড়িয়া, বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ, বরিশাল, মেঘনা ঘাট, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ, মানিকগঞ্জের আরিচা ঘাট, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের চিলমারী। এরপর নৌবিহারটি আবার ভারতে প্রবেশ করে তার যাত্রাপথ শেষ হবে আসামের ডিব্রুগড়ে গিয়ে। তবে 'গঙ্গা বিলাস'-এ ভ্রমণের জন্য মাথাপিছু কত টাকা খরচ হবে তা কিন্তু এখনো প্রকাশ করা হয়নি। ভারতের নৌপথ কর্তৃপক্ষের এক কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের সভ্যতা তো নদীগুলোর পাশেই গড়ে উঠেছিল। তাই নৌবিহারের মাধ্যমে পর্যটকরা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ভালো একটি অভিজ্ঞতা ও ধারণা পাবেন।'

সম্প্রতি সচিবালয়ে ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে সাক্ষাতের পর বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্মুদ সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বহুমাত্রিক। আর সেই সম্পর্ক আজও রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি, টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি, কানেক্টিভিটি–এগুলো নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের ত্রিপুরা, দিল্লি ও অন্যান্য রাজ্যে আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর প্রচারে তেমন কোনো অসুবিধা না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে দেখাতে পারে না। এ বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে কিছু করা যায় কি না সে বিষয়েও আমরা আলোচনা করেছি। এর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু বায়োপিক, ভারত ও বাংলাদেশ–এই দুই দেশের যোগাযোগব্যবস্থা, বিশেষ করে আগরতলা-আখাউড়া ট্রেন রুটের অগ্রগতি এবং আমাদের ইকোনমিক জোনগুলোতে ভারতের বিনিয়োগ ছাড়া আরো অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

হাছান মাহ্মুদ বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ–এই দুই দেশের মানুষের মধ্যে কিভাবে যোগাযোগব্যবস্থা আরো বৃদ্ধি করা যায়, এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ চিকিৎসার জন্য ভারতে যায়, কিন্তু তাদের ভিসা পেতে অনেক দেরি হয়। সেটি কিভাবে আরো সহজ করা যায় সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি এ-ও বলেন যে হাইকমিশনার এসব বিষয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করবেন বলেছেন।

ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা সাংবাদিকদের বলেন, 'বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর সঙ্গে এটিই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমাদের অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই দুই দেশের মধ্যে যে অসামান্য বন্ধন রচিত হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত এক দশকে সেই সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তাঁদের নির্দেশিত বিভিন্ন বিষয়কে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে এবং এই দুই দেশের মানুষের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠতর করার বিষয়েও আমরা আলোচনা করেছি।'

এই সুবৃহৎ প্রমোদতরিটি ভারতের উত্তর প্রদেশের বারানসি, বিহারের পাটনা হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে গিয়ে আবার ভারতের আসাম রাজ্যের ডিব্রুগড়ে পৌঁছনো–এসবের মধ্যেই কানেক্টিভিটি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখানে ভারত ও বাংলাদেশ–এই দুই দেশে এর ফলে বিদেশি পর্যটকের আসার সম্ভাবনা বাড়বে, তার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা আসার সুযোগ হবে, লগ্নি বাড়বে, যেসব পর্যটনকেন্দ্র দুটি দেশের মধ্যে আছে সেগুলোকে আরো জনপ্রিয় করার সুযোগ থাকবে, পরিকাঠামো আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। যেহেতু বারানসিতে সম্প্রতি বিশ্বনাথের মন্দির, দশাশ্বমেধঘাটসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় একটা নতুন উদ্যোগে পুনরুজ্জীবন ঘটেছে এবং এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজের নির্বাচন কেন্দ্র, তার ফলে এই সামগ্রিক কূটনীতিটাতেই একটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

সব শেষে একটা কথাই বলার, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ব্রিটিশরাও যখন রেলগাড়ির পত্তন করেছিল, তখন সেখানে ব্রিটিশদের স্বার্থ ছিল একতরফা। ব্রিটিশরা ভেবেছিল যোগাযোগব্যবস্থাটা গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে ভারত থেকে কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে তারা ব্রিটেনের কারখানায় পণ্য তৈরি করে সেই পণ্যগুলো আবার বেশি দামে ভারতের ঔপনিবেশিক বাজারে বিক্রি করবে। তার মানে, সেই সময় ব্রিটিশদের রেলগাড়ি পত্তনের পেছনে কারণ ছিল শোষণ। তাতেও কিন্তু দেখা গিয়েছিল যোগাযোগব্যবস্থাটা দ্রুত অগ্রসর হয়। তার ফলে অতীতের যে স্বয়ংশাসিত গ্রামীণব্যবস্থা, তার বদলে একটা নতুন আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা তৈরি হয় এবং ভারতের ভেতরেও কিন্তু একটা সামাজিক বিপ্লব নীরবে সংঘটিত হয়। সুতরাং যোগাযোগব্যবস্থার মাহাত্ম্য এ রকমই। যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠলে যে কিভাবে দ্রুত মানুষে মানুষে যোগাযোগ বাড়ে। আর এ ক্ষেত্রে তো দুটি রাষ্ট্রের মানুষের যোগাযোগ, যেখানে আবেগের সম্পর্ক ১৯৭১ সাল থেকে প্রবাহিত, সেখানে এটা একটা নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: নয়াদিল্লিতে কালের কণ্ঠ'র

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

তারেক রহমানের ভুলভ্রান্তি, বিএনপির করণীয়

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

বিষয়টি যখন প্রথম আমার কানে এলো তখন অবাক হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কারণ বিএনপি সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত এবং একটি বিরূপ সময়ে দলটিতে যোগদানের কারণে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে যোগাযোগ তো দূরের কথা নিদেন পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিচয়টুকুও হয়নি। ফলে একজন সাবেক আওয়ামী মস্তিষ্কে বিএনপি সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা ছিল এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সম্পর্কে যে অতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল সেখানে যদি হঠাৎ কোনো ইতিবাচক বিষয়াদি আঘাত হানে তবে মন মস্তিষ্কে কি জটিল রসায়ন হয় তা কেবল ভুক্তভোগীই বলতে পারবেন।

আমাদের দেশের প্রচলিত রাজনীতির বিধান হলো, দলের বাইরে যাওয়া যাবে না কওয়া যাবে না- দেখা যাবে না। দলের বিরুদ্ধবাদীরা সব খারাপ, দেশদ্রোহী এবং ক্ষমতায় থাকলে সব জায়েজ কিন্তু বিরোধী দলে থাকলে সব কিছু উল্টো। যত নীতি কথা সব বই পুস্তকে লিখা থাকবে কিন্তু বাস্তবে রাজনীতিতে যা হবে তার নীতি নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। এমনতর অবস্থায় একটি দল ত্যাগ করে অন্য দলে আসা আগন্তুকের কপালে হরহামেশা যেসব বিপত্তি দেখা দেয় তা থেকে আমিও ব্যতিক্রম নই। ফলে বিএনপি সম্পর্কে আমার বোধ-বুদ্ধি এবং তারেক রহমান সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া অন্য সব বিএনপি কর্মীর থেকে আলাদা আর এ কারণেই বিষয়টি যখন প্রথম শুনি তখন আশ্চর্য না হয়ে পারিনি।

রাজপথে বিএনপির সাম্প্রতিক সাফল্য, অভিনব রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং নেতা-কর্মীদের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া জাগানো মনোভাব যেমন আওয়ামী লীগকে হতবিহ্বল করে তুলেছে তেমনি আমিও গালে হাত দিয়ে ভাবছি- এটা কী করে সম্ভব! কোনো রকম পূর্ব ঘোষণা, কোনো রকম বৈঠক বা আলাপ-আলোচনা ছাড়া কিভাবে ভেঙে যাওয়া ২০ দলীয় ঐক্যজোট হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে গেল। কিভাবে ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দল কোনো রকম শর্ত ছাড়া বিএনপি ঘোষিত কর্মসূচির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে নেমে গেল, কিভাবে ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলো সর্বশক্তি নিয়ে মাঠের রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস গড়ার জন্য যার যার অবস্থান থেকে সব ভয়-আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে সিংহ বিক্রমে গর্জে উঠল!

আওয়ামী প্রচারণায় প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল যে, বিএনপি প্রায় শেষ। সংবাদ সম্মেলন করার জন্য ৩-৪ জন লোক ছাড়া বিএনপির কিছুই নেই। অন্য দিকে, জামায়াত সম্পর্কে বলা হচ্ছিল যে, দলটি এমনভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে যে, আগামী ৫০ বছরে বাংলার জমিনে জামায়াতের উচ্চারণ করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। অলি আহমেদের এলডিপি, আ স ম আব্দুর রবের জাসদ, ভিপি নুরের গণ-অধিকার পরিষদ, মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য, মোস্তফা মোহসীন মন্টুর গণফোরাম, জাগপা, মুসলিম লীগ, ইসলামী ঐক্যজোট, বাসদ, সিপিবি, জোনায়েদ সাকীর গণসংহতিসহ মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীকের (অব:) কল্যাণ পার্টির ব্যানারে গত এক মাসে ঢাকার রাজপথে যে উল্লেখযোগ্য সমাবেশ-মিছিল হয়েছে তা দেশবাসীকে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড সাহসী করে তুলেছে।

উল্লেখিত অবস্থায় আমি যখন বিএনপির কর্মকৌশল এবং নতুন উদ্দীপনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম ঠিক তখন জানতে পারলাম যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজের ভুল-ত্রুটি জানতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজনের সাথে মতবিনিময় করছেন এবং বিএনপির করণীয় কী এই বিষয়েও পরামর্শ গ্রহণ করছেন। তিনি দেশের শীর্ষ পলিটিক্যাল জিনিয়াস, অর্থনীতিবিদ, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, এনজিও ব্যক্তিত্বসহ অধ্যাপক শিক্ষাবিদ প্রমুখের সাথে সরাসরি কথা বলছেন অথবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেয়েছেন তার কয়েকটি নমুনা আমি জানার পর যার-পরনাই বিস্মিত হয়েছি।



আমার বিস্ময়ের প্রথম কারণ ছিল তারেক রহমানের ভিন্ন মাত্রার উদ্যোগ। তার সম্পর্কে প্রপাগান্ডা ছিল- তিনি নির্দিষ্ট বলয়ের বাইরে কারো সাথে কথা বলেন না। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের এলিট শ্রেণীটি যারা কিনা শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি এবং গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রক তাদের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই। অন্য দিকে দেশ-বিদেশের ঝানু-কূটনীতিবিদ, আমলা-পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাবেক চৌকস কর্মকর্তাসহ আইন অঙ্গনের লোকজনের সঙ্গে তার সখ্যতা তো দূরের কথা ব্যক্তিগত যোগাযোগও নেই। তো সেই প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি তার পিতার আদলে গণযোগাযোগ শুরু করেছেন এ কথা শোনার পর মনে হয়েছে, বিএনপি থামবে না বা বিএনপিকে থামানো যাবে না।

কয়েক মাসে বিএনপি সম্পর্কে যে একটি গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তার স্পষ্ট নজির দেখা যাচ্ছে রাজপথসহ সরকারি-বেরসকারি দফতরে, অফিস আদালতে এবং বিভিন্ন জনসমাগমে।

জনাব তারেক রহমান যে তলে তলে পিপীলিকার মতো অসংখ্য গতিপথ তৈরি করে চলেছেন তা আমি টের না পেলেও সরকারি গোয়েন্দারা কিন্তু ঠিকই আন্দাজ করেছে। তারা কিছু অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে কতিপয় উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করেছে এবং অনেককে নজরদারির মধ্যে রেখেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, পাওয়ার হাউজের নিউক্লিয়াস বলে পরিচিত এমন জায়গাতে তারেক রহমানের সালাম বিনিময় হচ্ছে যার প্রমাণ পাওয়ার পরও নজরদারি কর্মে নিয়োজিত লোকজন হতবাক হয়ে খামোশ থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তার পরও দুই চারটি ঘটনা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে অনেকের চাকরির মেয়াদ বাড়ছে না। আবার অনেকে

তারেক রহমানের বিবর্তনের পাশাপাশি বিএনপির বিবর্তনও বেশ লক্ষণীয়। বিএনপির এই মুহূর্তে কী করা উচিত এমনতর প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে আপনি ১০০ জনের কাছ থেকে ১০০টি ভিন্ন ভিন্ন পরামর্শ পাবেন। অথবা সবাই বলবেন, বিএনপি যা করছে তা ঠিকই আছে। বিএনপি সম্পর্কে এ ধরনের পরামর্শের অর্থ, বিএনপি ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল সময় পার করছে এবং সেই জটিল সময়ের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, তারেক রহমান নিজে অথবা তার প্রতিনিধি যখন কারো সাথে বিএনপির করণীয় কী এবং তারেক রহমানের ভুলভ্রান্তি কী এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন তখন সঙ্গত কারণে সেখানে অদ্ভুত এক রসায়ন সৃষ্টি হচ্ছে। যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন এবং সাধ্যমতো বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছেন। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে তিনি যখন পরিবার-পরিজন এবং একান্ত পরিচিতজনদের সঙ্গে আলোচনা করছেন তখন তা সংশ্লিষ্ট পরিমন্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্ণধার যার কি না অনাগত দিনে প্রধানমন্ত্রীর পদসহ সরকার ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে তার সাথে কথা বলা অথবা তার প্রেরিত প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে দেশের এলিট শ্রেণীটির মধ্যে গত অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত লোকজনের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি করে ফেলেছিলেন যে, খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্রী বা মন্ত্রীর ক্ষমতাসম্পন্ন কোন পদ-পদবি নিয়ে ফিরে আসছেন। কিন্তু গোপন প্রতিবেদন জায়গা মতো চলে যাওয়ার কারণে অনেকে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপিবিরোধী ক্ষমতাধররা নিজেদের কুকর্ম আড়াল করার জন্য বাকশালী কায়দায় কিভাবে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ে যোগাযোগ শুরু করেছেন সেই কাহিনী বলার আগে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদেরকে জানানোর লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বিভিন্ন মহলের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তারেক রহমান যেসব পরামর্শ পাচ্ছেন তার কিছু নমুনা হলো, প্রায় সবাই বর্তমান জমানায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক গর্ত গিরিখাদ এবং লুটপাটের বিপরীতে কিভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা যায় সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা রাখছেন। প্রায় সবাই অর্থনৈতিক সংস্কার, ব্যাংকিং সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থের জোগানসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বৃদ্ধির এসব অভিনব বুদ্ধি দিচ্ছেন যা বিএনপি বিরোধীরা এই মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারছেন না।

বিএনপি রাজপথের আন্দোলন, ক্ষমতা লাভ বা ক্ষমতাসীনদেরকে ক্ষমতা থেকে হটানোর বিষয়ে প্রচলিত বৈধ লড়াই সংগ্রামের বাইরে এক পা না এগুনোর ব্যাপারে যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং দেশী-বিদেশী চক্রান্তের উপর্যুপরি ফাঁদসমূহ যেভাবে নষ্ট করে চলেছে তার পেছনে কনফুসিয়াস ও সানসুর নীতির আলোকে চলমান রাজনীতির ব্যাকরণ অনুধাবন করার যোগ্যতা যে মহৌষধ হিসেবে কাজ করছে তা সহজে বোঝা যায়। মহাকালের বিস্ময়কর সামরিক প্রতিভা সানসুর একটি পরামর্শ হলো, প্রতিপক্ষ যদি পথ হারিয়ে ফেলে তবে ভুলেও তাদের সামনে পড়বে না। দ্বিতীয়ত নিয়ন্ত্রণহীন কোনো কিছুকে থামাতে যাওয়া বিপজ্জনক এবং নিয়ন্ত্রণহীন সব কিছুর পরিণতি ধ্বংস।

আমরা আজকের আলোচনার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এবার তারেক রহমানের ভুলভ্রান্তি এবং বিএনপির করণীয় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলে বাকশালী গল্পের মাধ্যমে নিবন্ধের ইতি টানব। তারেক রহমানের ভুলভ্রান্তি আপনার-আমার মতো সাধারণ পর্যায়ের নয়। যেহেতু তিনি দেশের শীর্ষ রাজনীতিবিদ সেহেতু তার কৃত ভুলভ্রান্তি তার সমপর্যায়ের অন্যান্য রাজনীতিবিদের মতো হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য যেটি অস্বাভাবিক সেটি হলো, তিনি সেই ১/১১ থেকে ক্রমাগতভাবে নিজেকে পরিবর্তন করে চলেছেন। ভুল থেকে শিক্ষা এবং ভ্রান্তি থেকে বের হয়ে তিনি যে নতুন ইতিহাস রচনা করতে চলেছেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, সেই ২০০৭ সাল থেকে আজ অবধি তার ঘোরতর শত্রুও তার নৈতিক অবক্ষয়, অনৈতিক-অবৈধ এবং বেআইনি কর্মকান্ডের একটি ক্ষুদ্রতর সূত্রও খুঁজে পায়নি। অন্য দিকে, তার প্রতিপক্ষদের অন্যায় অপকর্ম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ায় এমন কুখ্যাতি পেয়েছে যে, সে অপকর্মের আন্তর্জাতিক গডফাদার-গডমাদারদের ধারণাই পাল্টে গেছে।

তারেক রহমানের বিবর্তনের পাশাপাশি বিএনপির বিবর্তনও বেশ লক্ষণীয়। বিএনপির এই মুহূর্তে কী করা উচিত এমনতর প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে আপনি ১০০ জনের কাছ থেকে ১০০টি ভিন্ন ভিন্ন পরামর্শ পাবেন। অথবা সবাই বলবেন, বিএনপি যা করছে তা ঠিকই আছে। বিএনপি সম্পর্কে এ ধরনের পরামর্শের অর্থ, বিএনপি ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল সময় পার করছে এবং সেই জটিল সময়ের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে চলমান সময়ে বিএনপি যেসব অভিনব ও অবিশ্বাস্য কর্মসূচি দিয়ে চলেছে যা কি না সরকারকে রীতিমতো নাস্তানুবুদ করে তুলছে তা কোনো সাধারণ মস্তিষ্ক থেকে বের হচ্ছে না কিংবা একক মস্তিষ্ক থেকে বের হচ্ছে না এবং এটাই হবে বিএনপির সফলতার অন্যতম মূল কারণ।

নিবন্ধের উপসংহারে এবার বাকশালের গল্প বলছি। বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হুজুগে বাঙালির মধ্যে বাকশালে যোগদানের হিড়িক পড়ে গেল। বত্রিশ নম্বরে একটি বড় খাতা রাখা হলো, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ সারা দেশ থেকে এসে সারা দিন লাইনে দাঁড়িয়ে সেই খাতায় নাম লেখাত। কোনো কোনো দিন সেই নাম লেখানোর লাইন এত বড় হতো যে, বত্রিশ নম্বর থেকে কলাবাগান মাঠ পর্যন্ত দীর্ঘতর হয়ে পড়ত। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের আগের কয়েকটি দিনে নাম লেখানোর হিড়িক এতটাই বেড়ে গিয়েছিল এবং অপেক্ষমাণ হুজুগে বাঙালির লাইন এতটাই দীর্ঘ হয়েছিল যা বত্রিশ নম্বরে রক্ষিত খাতা ধারণ করতে পারছিল না।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

শীতে সাইনোসাইটিস থেকে বাঁচুন

ডা: মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

(৮ পাতার পর)

ও মস্তিষ্কের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের সংলগ্ন হওয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ শুধু সাইনাসেই সীমাবদ্ধ না থেকে রক্তবাহিত হয়ে চোখ ও মস্তিষ্কে পৌঁছলে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কে সংক্রমণের ফলে মাথাব্যথা, দৃষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। চোখে সংক্রমণের ফলে পেরিঅরবিটাল ও অরবিটাল সেলুলাইটিসসহ আরো অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ঘরোয়া পরামর্শ: ঘরোয়া পরামর্শ মিলে চললে মুক্তি মিলবে সাইনোসাইটিস থেকে। সাইনোসাইটিসের সমস্যা থেকে বাঁচতে হলে প্রচুর পানি পান করুন। এতে শ্লেষ্মা পাতলা হয়ে তা ধীরে ধীরে শরীর থেকে সহজেই বেরিয়ে যায়। রসুন : রসুনের মধ্যে রয়েছে একাধিক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। রসুন শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিকের মতোই কাজ করে। তাই প্রতিদিন অন্তত এক কোয়া রসুন খেতে পারলে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণজনিত সমস্যা বা সাইনোসাইটিসের সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এ ছাড়া প্রতিদিন ২ কোয়া রসুন ২ চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে দিনে দু'বার খেলে সাইনোসাইটিস সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়। পেঁয়াজের রস: প্রতিদিন এক চামচ পেঁয়াজের রস এক চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে সাইনোসাইটিসের সমস্যা অনেকটা কমে যাবে। এ ছাড়া, এক চামচ আদা কুচির সাথে এক চামচ মধু খেলে সাইনোসাইটিসের কারণে হওয়া মাথাব্যথা থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে।

আর্দ্রতা : কম জলীয়বাষ্পযুক্ত স্থানে সাইনোসাইটিসের সমস্যা বেড়ে যায়। তাই যেখানে বাতাসে জলীয়বাষ্প বা আর্দ্রতার পরিমাণ স্বাভাবিক, তেমন জায়গায় থাকতে চেষ্টা করুন। স্যাঁতসেঁতে বা অতিরিক্ত শুষ্ক আবহাওয়া এড়িয়ে চলুন। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস আছে এমন জায়গায় থাকার চেষ্টা করুন।

ধূমপান : সিগারেটের ধোঁয়া, ধুলাবালি, হেয়ার স্প্রে, বডি স্প্রে ইত্যাদি জিনিসগুলো থেকে দূরে থাকুন। এ ধরনের জিনিসগুলো নাসিকা পথে ঢুকে যায় এবং সাইনোসাইটিস সমস্যা বাড়ায়। রাস্তায় বের হলে নাকে কাপড় দিয়ে রাখুন বা মাস্ক পরে নিন।

ভেজা তোয়ালে : সাইনোসাইটিসের কারণে নাকে, মাথায় বা কপালে অস্বস্তি হলে গরম পানিতে একটি তোয়ালে ভিজিয়ে ভালো করে নিংড়ে নিন। এর পর তোয়ালেটা মুখের ওপর দিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। এই পদ্ধতিতে সাময়িকভাবে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়।

গরম পানির ভাপ : সাইনোসাইটিস সমস্যায় গরম পানির ভাপ নিতে পারলে দ্রুত উপকার মেলে। এটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। গরম জলের ভাপ নিলে আমাদের নাসিকা-পথ ভেজা থাকবে এবং সহজেই শ্লেষ্মা বেরিয়ে আসবে। তাই গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে দিনে ২ বার করে ভাপ নিন।

দীর্ঘস্থায়ী সাইনোসাইটিস নিম্নলিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যেতে পারে :

শারীরিক পরীক্ষা : ডাক্তার রোগীকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করবেন, রোগীর উপসর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, মুখ বা নাকের কোমলতা পরীক্ষা করবেন এবং নাকের ভিতর দেখবেন। ডাক্তার রোগীর অতীত এবং বর্তমান চিকিৎসা অবস্থা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেন।

ইমেজিং পরীক্ষা : সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই স্ক্যানের মতো পরীক্ষাগুলো অনুনাসিক এবং সাইনাস এলাকার বিশদ বিবরণ দেখায়। এটি টিউমার, ছত্রাক বা পলিপের মতো প্রদাহ বা শারীরিক অবরোধ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে, যা এন্ডোস্কোপ ব্যবহার করে শনাক্ত করা কঠিন হতে পারে।

এন্ডোস্কোপি : ডাক্তারকে সাইনাসের ভিতরে দেখতে দেয়ার জন্য নাকের মধ্য দিয়ে ফাইবার-অপ্টিক আলোসহ একটি দীর্ঘ, পাতলা, নমনীয় টিউব ঢোকানো হয়। এটি একটি বিচ্যুত অনুনাসিক সেপ্টাম, টিউমার বা পলিপ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে।

অ্যালার্জি পরীক্ষা : অ্যালার্জি দীর্ঘস্থায়ী সাইনোসাইটিস হতে পারে বলে মনে করা হলে একটি অ্যালার্জি ত্বক পরীক্ষার সুপারিশ করা যেতে পারে। এই পরীক্ষাটি কী অ্যালার্জেনগুলো অনুনাসিক ফ্লেয়ার-আপ সৃষ্টি করছে তা শনাক্ত করতে সহায়তা করে।

সংস্কৃতি : ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের মতো দীর্ঘস্থায়ী সাইনোসাইটিসের কারণ নির্ধারণের জন্য অনুনাসিক এবং সাইনাস স্রাব থেকে নমুনা নেয়া হয়।

হোমিও সমাধান : একজন অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসকে রোগীর পুরা লক্ষণ নির্বাচন করতে পারলে তাহলে হোমিওপ্যাথিতে সাইনাসের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। যেহেতু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক সেহেতু লক্ষণের ভিত্তিতে চিকিৎসা করা বাঞ্চনীয়। লক্ষণের ওপর যেই সব ওষুধ আসতে পারে, নাক্স ভমিকা, টিউবার কুলার, লেমনা মাইনর, ক্যালকেরিয়া কার্ব, সোরিনাম, থুজাসহ আরো অনেক মেডিসিন লক্ষণের ওপর আসতে পারে। তাই ওষুধ নিজে নিজে ব্যবহার না করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

লেখক : চিকিৎসক, কলামিস্ট

র‍্যাবে সংস্কার আনছে সরকার

(প্রথম পাতার পর)

করবে সরকার। ঢাকা ও ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সূত্রগুলো থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, অবশ্যই আমরা সংস্কার করব, র‍্যাবের উৎকর্ষ অর্জনের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আমরা। র‍্যাবের যে রুলস অব এনগেজমেন্ট- সেগুলো তো যুক্তরাষ্ট্রই আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে দিয়েছিল। যদি রুলস অব এনগেজমেন্টে পরিবর্তন চায় যুক্তরাষ্ট্র, তাহলে তাদের বাংলাদেশকে জানাতে হবে। তিনি বলেন, বলতে হবে- এ জিনিসটি খারাপ, এ জিনিসটি ভালো। র‍্যাবকে বাংলাদেশের মানুষ পছন্দ করে জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, র‍্যাব যদি কোনো অন্যায় করে, তবে তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। অনেককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, র‍্যাবের বহু কর্মকর্তা শাস্তি পেয়েছেন, এমনকি ফাঁসির আদেশও হয়েছে।

মার্কিন পক্ষ থেকে গঠনমূলক প্রস্তাব দিলে বাংলাদেশ বিচার-বিশ্লেষণ করবে জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, প্রস্তাবগুলো যদি মনে হয় আমাদের দেশের ও জনগণের জন্য মঙ্গল, তাহলে আমরা অবশ্যই সেটি গ্রহণ করব।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে গতকাল শনিবার দিল্লি থেকে ঢাকায় এসেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু। এর আগে সফর করে গেছেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এইলিন লাউবেখার।

লাউবেখারের কাছে র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য ঢাকার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। এ সময় লাউবেখার র‍্যাবের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাহিনীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে আরও যোগাযোগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন মার্কিন পরামর্শগুলোর বিষয়ে বেশ ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন বলে সূত্র জানায়। আগে বিদেশিদের সমালোচনা করে বক্তব্য দিলেও সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের অনেক দুর্বলতা ছিল। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র তাদের বক্তব্য দিয়েছিল। আমরা দেখেছি, সেখানে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আমরা সেগুলো সংশোধন করেছি।

এ সময়ে মানবাধিকার বা গণতন্ত্র নিয়ে উদ্বেগের বিষয়ে সরকার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা- জানতে চাইলে ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, আমরা খুবই ইতিবাচক। গত তিন বছরে আমার জানামতে, কোনো গুম হয়নি। এক সময় র‍্যাবের কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। যার জন্য র‍্যাবের কয়েকশ লোকের প্রমোশন হয়নি বা তাদের শাস্তি হয়েছে। আমাদের পাঁচ আঙুল সমান নয়। কোনো কোনো লোক অসুবিধার সৃষ্টি করে। তবে এ বিষয়েও আমরা সজাগ।

গত বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে যে দূরত্ব ও উদ্বেগ রয়েছে, তা আমলে নেওয়া হচ্ছে।

নাম না প্রকাশের শর্তে এক কূটনীতিক বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরকারের মূলনীতি হচ্ছে বিশ্বে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের উন্নয়ন করা। এ নিয়ে বাংলাদেশে যে সমস্যা বিদ্যমান, তা দীর্ঘদিন ধরে অস্বীকারের ধারায় ছিল ঢাকা। তবে নির্বাচনের আগে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র উন্নয়নের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত হয়েছে বাংলাদেশ। যা দুই দেশের সম্পর্ককে মসৃণ পথে এগিয়ে নেবে। এখন বাংলাদেশ তার আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছে।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, এইলিন লাউবেখারের সঙ্গে বৈঠকে র‍্যাবের প্রসঙ্গে তাঁর ইতিবাচক মনোভাব সামনে এসেছে। আর এটি হচ্ছে ফলাফল। ফলাফল পেতে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশকে দিতে হয়েছে। আর সেই প্রতিশ্রুতির একটি হচ্ছে র‍্যাবের সংস্কার। এ কারণেই র‍্যাবের বিষয়ে মার্কিন পক্ষ থেকে ইতিবাচক মনোভাব পাওয়া গেছে। ডোনাল্ড লুর সঙ্গে বৈঠকে র‍্যাবের সংস্কার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

ডোনাল্ড লুর সফর বেশ ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ হবে বলে প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ। কারণ, এর আগে সদ্য সমাপ্ত মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এইলিন লাউবেখারের সফর বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। লাউবেখারের সফরই ইঙ্গিত দেয়, ডোনাল্ড লুর সফর ফলপ্রসূ হবে। দুদিনের সফরে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক করবেন তিনি।

ডোনাল্ড লুর সফর নিয়ে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, যে সমস্যার জায়গাগুলো রয়েছে, তা আরও গুরুত্ব দিয়ে আমলে নিচ্ছি। যেমন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি আমরা প্রতি বৈঠকেই তুলে ধরি। সেই সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আরও কীভাবে বাড়ানো যায়, সেই সঙ্গে শ্রম অধিকারের বিষয়ে মার্কিনিদের সঙ্গে আমাদের একটি বোঝাপড়া হচ্ছে। এ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র তার অগ্রাধিকার বিষয়গুলো তুলে ধরবে। আর বাংলাদেশও তার অগ্রাধিকার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

লাউবেখারের সফর নিয়ে সচিব আরও বলেন, যে কোনো সম্পর্কে কিছুটা অমসৃণ পথ থাকতে পারে, তবে আমাদের যোগাযোগের মধ্যে থাকতে হবে বলে লাউবেখার তাঁর সফরে বলে গেছেন। সম্পর্ক উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। সাময়িক কিছু উদ্বেগ থাকতে পারে, এগুলো যাতে কোনোভাবেই মূল সম্পর্ককে প্রভাবিত না করে, সে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ডোনাল্ড লুর সফরে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে মানবাধিকার, শ্রম অধিকার ও গণতন্ত্রের মতো বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর ঢাকার পক্ষ থেকে র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, বাংলাদেশি পণ্যে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার (জিএসপি) সুবিধা পুনর্বহাল, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীকে ফেরত নিয়ে আসাসহ একাধিক বিষয় আলোচনায় রাখা হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা হচ্ছেন ডোনাল্ড লু। ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতকে ডেকেছিলেন তিনিই। পাকিস্তানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনে ডোনাল্ড লুর হাত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। আর এ অভিযোগ প্রকাশ্যে করেছিলেন ইমরান খান।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়াল এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

২০২২ সালে এরদোগানের সম্মানজনক অর্জন

॥ মোঃ বজলুর রশীদ ॥

২০২২ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগানকে ম্যান অব দ্য ইয়ার ভূষিত করা হয়নি। যাদের বাঁচানোর জন্য রিস্ক নিয়ে এগিয়েছেন সেই ব্যক্তিত্বের নাম নেই টাইম ম্যাগাজিনে। নাম রয়েছে ইউক্রেনের জেলেনস্কির, পত্রিকা ২০২১ সালে বছরের সেরা বলেছিলেন ইলন মাস্ককে এবং ২০২০ সালে বাইডেন ও কমলা হারিসকে। মাল্টিপোলার বিশ্বব্যবস্থায় তাদের অবদান অনেক রয়েছে বলা হয়, তবে বিগত সালে এরদোগান সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। রজার বেকার ২০২২ সালে দুনিয়ার পাঁচটি সেরা অভাবনীয় ঘটনা তুলে এনেছেন, এক নম্বরে স্থান পেয়েছে বিশ্বখাদ্য সমস্যা সমাধানে ইউক্রেনের বন্দরগুলো থেকে এরদোগানের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন গন্তব্যে গমের জাহাজ ভাসানো, তিনি রাশিয়াকে একপ্রকার চাপ দিয়েছিলেন ইউক্রেনের সাথে এরকম একটি চুক্তি করাতে। এমন একটি পদক্ষেপ, যুক্তরাজ্য, জাতিসঙ্ঘ বা ইউরোপ কারো পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। এই অনন্য ঘটনার জন্য, যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টার জন্য এরদোগানকে বরং নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা উচিত। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া তুরস্ককে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করেছে যেমনটি কাতার বিশ্বকাপের সাফল্যের কথা না বলে কাতারে শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রচার করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে, ২০২২ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ২৪ ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন। আঞ্চলিক এই যুদ্ধ খুব তাড়াতাড়ি বৈশ্বিক রূপ নেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র খোলাখুলিভাবে সমর্থন জানায় এবং অস্ত্র, অর্থ ও রসদ সরবরাহ করে চলেছে এখনো। এটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের ভূ-রাজনৈতিক ফাটলের সৃষ্টি করে।

কোনো সন্দেহ নেই যে ইউক্রেন ও রাশিয়া উভয়েই গত এগারো মাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মস্কো প্রত্যাশিত দ্রুত ফলাফল পায়নি; কিয়েভ ও খারকিভ থেকে তার জোরপূর্বক পশ্চাৎপসরণ রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। ইউক্রেন পশ্চিমাদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পেয়ে, বিজয় অর্জনের চিন্তায় নিমগ্ন। যুদ্ধ যত এগিয়ে আসছে, পশ্চিমা ও রাশিয়ার মধ্যে মেরুকরণ শক্তি ও পারমাণবিক নিরাপত্তাসহ অনেক ক্ষেত্রেই গভীরতর হচ্ছে।

আলোচ্য বছরে মার্কিন-চীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরো তীব্র হয়েছে। মানবতা একটি মাল্টিপোলার ধারণায় কাজ করছে। রিয়াদ ও ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত চীন-আরব স্টেটস সামিট এবং মার্কিন-আফ্রিকা নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের নজর আকৃষ্ট হয়েছে। এই সময়ে বেইজিং এশিয়ায় তার নিরাপত্তা স্বার্থ এবং মধ্য প্রাচ্য ও আফ্রিকায় তার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হয়েছে। অন্য দিকে ইউরোপ ও বিশ্বের অনেক অংশে চীনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ওয়াশিংটন পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। আরো লক্ষণীয় অনেক এশীয়, আফ্রিকান, ল্যাটিন আমেরিকান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় যোগ দেয়নি। এভাবে পশ্চিম ও রাশিয়া বা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার পক্ষ নিতে অনেক দেশ অস্বীকার করেছে।

এ দিকে অনেক মাঝারি আকারের দেশ উদীয়মান বৈশ্বিক ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়ার জন্য এবং নতুন সুযোগ গ্রহণে প্রস্তুত হওয়ায় একটি নতুন এবং 'স্বায়ত্তশাসিত' পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা শুরু করেছে। এনার্জি, উৎপাদন, লজিস্টিকস ও খাদ্যসঙ্কট শক্তি প্রতিযোগিতার সাথে সংযুক্ত, 'নতুন ঠান্ডা যুদ্ধ', 'নতুন বিশ্বযুদ্ধ' বা 'পারমাণবিক যুদ্ধ ভীতি'র ভারেও খাদ্যমূল্য ভারাক্রান্ত এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অভিনেতারা এটির সাথে পক্ষ নিতে বাধ্য হয়ে পড়েছে।

জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনার দীর্ঘ দিনের সমালোচক এরদোগান এই নাজুক অবস্থায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'একটি ন্যায্য বিশ্ব সম্ভব', এটিকে সামনে রেখে উদ্যোগ গ্রহণ করুন, 'উন্নয়নের মূলা হিসাবে' ব্যবহার করবেন না। প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগান উত্তেজনা প্রশমনের জন্য রাশিয়া ও ইউক্রেনের নেতাদের মধ্যে বৈঠকের আয়োজন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং ২০২২ সালজুড়ে কূটনৈতিক অঙ্গনে বেশ সক্রিয় ছিলেন, যা বিশ্বের অন্য কোনো নেতা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

শস্য চুক্তি ও বন্দিবিনিময়সহ তার প্রধান অর্জনগুলো আন্তর্জাতিক মিডিয়া সম্প্রচার করেছে। যদিও তার বিরুদ্ধের প্রচারের জন্য এসব অনেক মিডিয়া আউটলেট প্রস্তুত থাকে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব অর্জন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তুরস্কের একটি 'স্বায়ত্তশাসিত' পররাষ্ট্রনীতির প্রচেষ্টায় উদ্ভূত হয়েছিল, বাইরের কোনো প্রভাব বা ডিক্টেশন ছাড়াই।

প্রকৃতপক্ষে আঙ্কারা ইউক্রেন যুদ্ধে একটি ব্যতিক্রমী ব্যালান্স অব পাওয়ার নীতি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে যা বিদেশী সরকার ও নেতাদের ঈর্ষান্বিত করেছে। বিশেষ করে, তুরস্কের মস্কোর বিরুদ্ধে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় যোগ না দিয়ে তুর্কি প্রণালীর মধ্য দিয়ে রাশিয়ান যুদ্ধজাহাজের উত্তরণ বন্ধ করে দিতে পেরেছেন।

দেশটি ইউক্রেনকে সশস্ত্র ড্রোন, অস্ত্রশস্ত্র ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছিল। কৃষ্ণসাগরে উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর, তুরস্ক একটি জ্বালানি বিতরণ কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য রাশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার অনুসরণ করেছে। একই সময়ে, আঙ্কারা তুর্কি রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন, ওটিএস জোরদার করেছে এবং তুর্কমেনিস্তানের প্রাকৃতিক গ্যাস ইউরোপে পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তুরস্ক ইউক্রেনীয় এবং রাশিয়ানদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার যে কোনো প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে প্রস্তুত আছে এবং বারবার যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এরদোগানের শান্তি কূটনীতি তুর্কি কূটনীতিকদের মধ্যে দক্ষতার একটি নতুন ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। রাশিয়া ও ইউক্রেনের সাথে একযোগে যোগাযোগ বজায় রেখে ইউরোপীয় নিরাপত্তায় ইতোমধ্যেই সফল অবদান রেখেছে।





২০২২ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগানকে ম্যান অব দ্য ইয়ার ভূষিত করা হয়নি। যাদের বাঁচানোর জন্য রিস্ক নিয়ে এগিয়েছেন সেই ব্যক্তিত্বের নাম নেই টাইম ম্যাগাজিনে। নাম রয়েছে ইউক্রেনের জেলেনস্কির, পত্রিকা ২০২১ সালে বছরের সেরা বলেছিলেন ইলন মাস্ককে এবং ২০২০ সালে বাইডেন ও কমলা হারিসকে। মাল্টিপোলার বিশ্বব্যবস্থায় তাদের অবদান অনেক রয়েছে বলা হয়, তবে বিগত সালে এরদোগান সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। রজার বেকার ২০২২ সালে দুনিয়ার পাঁচটি সেরা অভাবনীয় ঘটনা তুলে এনেছেন, এক নম্বরে স্থান পেয়েছে বিশ্বখাদ্য সমস্যা সমাধানে ইউক্রেনের বন্দরগুলো থেকে এরদোগানের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন গন্তব্যে গমের জাহাজ ভাসানো, তিনি রাশিয়াকে একপ্রকার চাপ দিয়েছিলেন ইউক্রেনের সাথে এরকম একটি চুক্তি করাতে।

তুরস্ক অন্যতম শক্তিশালী ও লাভজনক রফতানি, অস্ত্র বিক্রয় মধ্য এশিয়ায় দেশটির ভাবমর্যাদা বাড়িয়েছে। ২০২০ সালের নাগরনো-কারাবাখ যুদ্ধে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে আজারবাইজান কর্তৃক রাশিয়ান সামরিক হার্ডওয়্যার ধ্বংস করার জন্য ইউক্রেন ব্যবহৃত হয়, তুরস্কের ড্রোন মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছে। তুর্কমেনিস্তান, তুর্কি অস্ত্রের দীর্ঘ দিনের ক্লায়েন্ট, কিরঘিজস্তানও ২০২১ সালে তুর্কি ড্রোন কিনেছিল এবং সেপ্টেম্বরে-২২ মাসে ড্রোনের জন্য নতুন ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান তুর্কি ড্রোন কিনছে, অন্য দিকে কাজাখস্তান তুরস্কের আঙ্কা ড্রোন অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শুরু করতে সম্মত হয়েছে।

তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য এবং 'ড্রোন কূটনীতি'র সাথে চীনের সামরিক হার্ডওয়্যারের অর্থ তুরস্ক ও চীনের সম্ভাব্য যৌথ সহযোগিতা। এসসিও সদস্যদের সম্মিলিত মোট দেশজ উৎপাদন, জিডিপি বিশ্বব্যাপী জিডিপির ২৫ শতাংশ।

তুর্কি পররাষ্ট্রনীতি চলমান বিশ্বের রূপান্তরের সাথে সম্পর্ক রেখে দেশ স্বাভাবিকীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আলোচ্য বছরের শুরুর দিকে তুরস্ক সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেন। এটি মিসর ও সিরিয়ার সাথেও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের কাজ শুরু করেছে। ইউক্রেন সঙ্কটেও এই পদক্ষেপ ভূমিকা রাখবে বলে তুরস্ক মনে করে।

আঙ্কারা ও মস্কো ২০১৫ সাল থেকে একযোগে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়েছে। সিরিয়া, লিবিয়া ও নাগরনো-কারাবাখ-এ একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর, উভয় সরকার শক্তি বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অনুসরণ করেছে। বর্তমানে তারা এই সম্পর্ককে সিরিয়ায় এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে চাপে থাকা রাশিয়া যদি সফলভাবে সিরিয়ার বাশার আসাদ সরকারকে কূটনীতিতে জড়িত হতে প্ররোচিত করে তবে সিরিয়ার পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।

স্পষ্টতই এ ধরনের পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সিরিয়ার প্রতি তার নীতি সংশোধন করতে বাধ্য করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং ওয়াইপিজি, পিকেকে সন্ত্রাসী সংগঠনের সিরীয় সম্পৃক্ততা নিয়ে নতুন মাত্রা দেখা দিতে পারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ২০২২ সালে তুরস্ক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিজেকে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। ১. রাশিয়া-ইউক্রেন সঙ্কটের মধ্যে একটি সুষমনীতি গ্রহণ করে এবং সক্রিয় কূটনীতিতে জড়িত হয়ে তার বৈশ্বিক অবস্থান সুসংহত করে। ২. সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ইসরাইলের সাথে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মাধ্যমে তার আঞ্চলিক প্রভাবকে আরো শক্তিশালী করেছে। ৩. তুর্কি রাষ্ট্র সংগঠন কাঠামোর মাধ্যমে ককেশাস এবং মধ্য এশিয়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ঘটনাগুলো কৃষ্ণসাগর, ককেশাস, বলকান এবং উত্তর আফ্রিকায় স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা সরবরাহকারী হিসেবে তুরস্কের বড় এক উত্থান।

কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে তুর্কিই তার চিরকালীন প্রতিপক্ষসহ সবার সম্মান অর্জন করেছে, বিচক্ষণ ও শান্ত অবস্থানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সঙ্কটে শান্তি ও সংযমের পক্ষে পদচারণা করেছে। আঙ্কারা সফলভাবে মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তুর্কি ও অস্ট্রেলিয়ার একটি গ্রুপিং, তুর্কি স্টেটস অর্গানাইজেশন এবং মিকেটিএ-এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছে।

২০২২ সালে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে মোট ২.৭ বিলিয়ন কিলোওয়াট এবং বায়ু খামার থেকে ৪.২ বিলিয়ন কিলোওয়াটেরও বেশি রেকর্ড উৎপাদন করেছে, দেশে মোট বিদ্যুৎ ইনস্টল করার ক্ষমতা ১০০,০০০ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। ২০২২ সালের প্রথম ১১ মাসে তুর্কিয়ের রফতানির পরিমাণ ছিল ২৩১ বিলিয়ন ডলার, আঙ্কারা ও আফ্রিকার মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

তুর্কিইয়ের বিরুদ্ধে ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা সন্ত্রাসী অভিযানে, পিকেকে- তুর্কি, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইইউ দ্বারা একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত- নারী, শিশু এবং শিশুসহ ৪০ হাজারেরও বেশি লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী। ওয়াইপিজি হচ্ছে এর সিরীয় শাখা।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আঙ্কারা মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা গঠন করে। কয়েক দশক পরে, ২০০৯ সালে, তুর্কি ভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা পরিষদ, তুর্কি কাউন্সিল, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০২১ সালে কাউন্সিল নিজেকে তুর্কি রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন হিসাবে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আজারবাইজান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তুরস্ক, উজবেকিস্তান এবং দু'টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র, হাঙ্গেরি ও তুর্কমেনিস্তান নিয়ে গঠিত পাঁচটি সদস্য নিয়ে গঠিত। সংস্থাটির অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো প্রায় ১৭০ মিলিয়ন মানুষ এবং ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্মিলিত জিডিপির আবাসস্থল হয় তুর্কি কাউন্সিল। এদের সম্মিলিত বাণিজ্যের পরিমাণ ২৬ বিলিয়ন ডলার।

বৃহত্তর আঞ্চলিক সংযোগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য মধ্য এশিয়া ও চীনের সাথে আরো বেশি সম্পৃক্ততার জন্য আঙ্কারার চাপের অংশ হিসেবে, তুরস্কের লক্ষ্য রাশিয়ার মধ্য দিয়ে চলাচলকারী ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর বিকল্প রুট স্থাপন করা। যদিও নতুন বাণিজ্য রুট তৈরি এবং মধ্য এশিয়ায় বৃহত্তর তুর্কি আগ্রহ তুরস্কের অভ্যন্তরীণ শক্তির চাহিদা দ্বারা কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়, তবে এটি এই অঞ্চলে আঙ্কারার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রসারের ওপরও নির্ভর করে। ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধে, তুরস্ক তার বৈশ্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যগুলোকে শক্তিশালী করছে, এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে একটি মূল 'সংযোগকারী' হিসেবে নিজেকে অবস্থান করছে।

মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর জন্য, ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে তুরস্কের উত্থানের ফলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য ও মানুষ পরিবহনের মাধ্যমে নতুন বাণিজ্যের সুযোগ এবং আঞ্চলিক সংযোগের সৃষ্টি হতে চলেছে। একই সময়ে, তুরস্কের জড়িত থাকার ফলে রাশিয়ার সম্পৃক্ততা ছাড়াই মধ্য এশিয়ার দেশগুলো এবং চীনের জন্য ইউরোপীয় ও বৈশ্বিক বাজারে আরো বেশি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হয়। মধ্য এশিয়ার দেশগুলো রাশিয়া ও চীনের কাছ থেকে স্বাধীন হয়ে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এটিকে আরো পুঁজি করতে পারে। তবে তুরস্ক থেকে ড্রোনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার মধ্য এশিয়ার দেশগুলো, বিশেষ করে কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তানের মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনা বেড়ে গেছে।

এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই বিশ্বের মঞ্চে ভূ-রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য তুরস্কের অনুসন্ধানকে স্থান দেয়া যেতে পারে। এ বছরের এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের পর এরদোগানের ঘোষণা থেকে বোঝা যায় যে, আঙ্কারা জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যগুলো অনুসরণ করতে পারে এবং করতে চায়, যা ন্যাটোর পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রচেষ্টা কতটা কার্যকর হবে তা এখনো দেখার বিষয়।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সংবিধানের দোহাই দিয়ে সংবিধানের অবমাননা

ইকতেদার আহমেদ

সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। একটি রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কিভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ক্ষমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে, একটি সরকারের মেয়াদঅন্তে কার অধীনে ও কী পদ্ধতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে, সংবিধানে এ সব বিষয়ের সবিস্তারে উল্লেখ থাকে। একটি দেশ সংবিধান অনুযায়ী চললে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন সমুন্নত থাকে। অপর দিকে, সংবিধানের নির্দেশনার ব্যত্যয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত হয়।

স্বেচ্ছাচারিতার অর্থ, সংবিধান ও আইনের তোয়াক্কা না করে নিজের ইচ্ছেমাফিক রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যবহার। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সংবিধান ও আইনের অনুসরণে নৈতিকতা ও সততায় উজ্জীবিত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হলে শুদ্ধাচারের উন্মেষ ঘটে।

আমাদের সংবিধান প্রণয়নকালীন সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও প্রণয়ন পরবর্তী তিন বছর অতিক্রান্তের অব্যবহিত পর রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। অতঃপর ১৯৯১ সালের শেষার্ধে পুনঃসংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা হয় যা অদ্যাবধি বিদ্যমান।

সংবিধান প্রণয়নকালীন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানবিষয়ক বিধানে উল্লেখ ছিল- মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে সংসদ ভেঙে যায়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ এ পাঁচটি সংসদ মেয়াদ অবসানের আগেই ভেঙে যাওয়ায় সংসদ বহাল রেখে অথবা বহাল না রেখে ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার অথবা দলীয় সরকার বর্হির্ভূত অপর কোন ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এ আলোচনাটি মুখ্য হিসেবে দেখা দেয়নি। দলীয় সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত এ পাঁচটি নির্বাচনের প্রতিটিতেই ক্ষমতাসীনরা দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নিজেদের জয় হাসিল করে। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনটি জনঅভিপ্রায়ে সংবিধানের নির্দেশনার ব্যত্যয়ে কর্মরত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নির্বাচনটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল এবং দেশের বড় দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কোনোটিই সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে।

পঞ্চম সংসদ বহাল থাকাকালীন অবস্থায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী দেশব্যাপী ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলে। গণআন্দোলনটিকে তীব্রতর করার প্রয়াসে এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে অগত্যা ক্ষমতাসীন বিএনপিকে সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সংসদ ভেঙে দিয়ে আগাম নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়। ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর বর্জনে ব্যাপক গোলযোগ ও সহিংসতার মুখে একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আসনে বিএনপির প্রার্থীরা বিজয় লাভ করে। নির্বাচন-পরবর্তী বিএনপি নেতৃত্ব প্রজ্ঞার পরিচয় দেয় এবং দেশের স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বার্থে স্বীয় উদ্যোগে বিরোধী দলের দাবিকে জনঅভিপ্রায় বিবেচনায় নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিধান সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশনকরত নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে এ ব্যবস্থাটিকে স্থায়ী রূপ দেয়।



পরবর্তীতে সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচন সাংবিধানিকভাবে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত হয়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত এ দু'টি সংসদ নির্বাচন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। এর প্রথমটিতে জাতীয় পার্টি ও জাসদের (রব) সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। দ্বিতীয়টিতে বিএনপি ও এর জোটভুক্ত দল দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন-পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে আগেকার বিধান রদ করে নতুন বিধানের প্রবর্তন করা হয়। প্রবর্তিত বিধানে বলা হয়- মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম সংসদের মেয়াদ অবসানের পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগ-বিষয়ক সব বিকল্প নিঃশেষিত না করে বিদ্যমান রাষ্ট্রপতিকে প্রধান করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারটি সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে পদত্যাগে বাধ্য হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত গভর্নরের নেতৃত্বাধীন সেনাসমর্থিত অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমন ঘটে। অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও এর জোটভুক্ত দলের ভূমিধস বিজয় ঘটে এবং আওয়ামী লীগ এককভাবে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আসনে বিজয় হাসিলে সমর্থ হয়।

অসাংবিধানিক সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি এ যাবৎকাল পর্যন্ত সংসদ কর্তৃক বৈধতা প্রাপ্ত না হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল-বিষয়ক রিট মামলাটির আপিলের রায়ে বিচার্য বিষয় বর্হির্ভূত অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণায় সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কৃতকর্মকে বৈধতা দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়। এ ধরনের বৈধতা দেয়া কতটুকু আইনানুগ এর সমাধান ভবিষ্যতের অনুকূল পরিবেশে নির্ধারিত হবে, এমটিই প্রতিভাত।

অসাংবিধানিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত নবম সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী গঠিত সংসদে আওয়ামী লীগ জনমত এবং জনঅভিপ্রায়কে অবজ্ঞা ও উপেক্ষাপূর্বক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা-বিষয়ক ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের বিতর্কিত রায়কে উপলক্ষ বিবেচনায় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রবর্তনের মাধ্যমে একতরফা সিদ্ধান্তে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অবসান ঘটায়।

সংসদ গঠন-বিষয়ক সংবিধানের বিধানাবলিতে উল্লেখ রয়েছে- একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ ও তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভোটে নির্বাচিত ৫০ জন মহিলা সদস্য, সর্বমোট ৩৫০ সদস্য সমন্বয়ে সংসদ গঠিত হবে। দশম সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী প্রত্যক্ষ করা যায়, সংসদের উন্মুক্ত ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৪টি আসনের প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। এরূপ নির্বাচিত সংসদ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত সংসদ সাংবিধানিক না কি অসাংবিধানিক সে প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ভবিষ্যতের প্রভাবমুক্ত বিচারব্যবস্থার কাছেই প্রত্যাশিত।

একাদশ সংসদ নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের ভোট আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের তারিখের আগেকার রাত পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সম্পন্ন করায় সে সংসদ নির্বাচন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে বিতর্ক রয়েছে তার কোনো সদুত্তর ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। এরূপ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ সাংবিধানিকভাবে বৈধ কি না সে বিতর্ক অসাড়।

সংবিধানসহ দেশের অপরাপর আইন জনঅভিপ্রায়ে প্রণীত হয় এবং জনঅভিপ্রায়েই সংবিধান ও আইনসমূহের সংযোজন, বিয়োজন ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়। গতিশীল সমাজে স্থবির আইন সময় ও যুগের চাহিদা মেটাতে পারে না। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৭(খ) সন্নিবেশন করে যেভাবে সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সব অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ, নবম (ক) ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য করা হয়েছে তা কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও জনঅভিপ্রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নবম, দশম ও একাদশ সংসদ যে সংবিধান ও আইনের বিধানাবলির অবজ্ঞায় ও উপেক্ষায় গঠিত হয়েছে তাকে অস্বীকার করা হলে সংবিধানের স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা বিপন্ন হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক বিরোধ তা হলো- সংসদ ভেঙে যাওয়া পরবর্তী কোন ধরনের সরকারের অধীন জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীনদের অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতাসীনরা কখনো পরাভূত হয়নি। জনসমর্থন বা জনমত যা-ই হোক না কেন, ভবিষ্যতের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ক্ষমতাসীনদের অধীনে হলে তাদের বিজয় যে সুনিশ্চিত তা দেশবাসী আগাম অনুধাবনে সক্ষম।

জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন-পরবর্তী সরকার পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা শপথের অধীন। শপথ গ্রহণ করাকালীন তাদেরকে সুস্পষ্টরূপে অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি ব্যক্ত করতে হয় যে, তারা সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করবেন। নবম, দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও সামগ্রিক কার্যক্রম বিবেচনায় নেয়া হলে উপরোক্ত শপথবাক্য অনুসৃত হয়েছে কি হয়নি তা অতি সহজেই অনুমেয়। আর অনুসৃত না হয়ে থাকলে এর পরিণতি কী হবে তা দেখার জন্য দেশবাসী আগামীর পথপানের অপেক্ষায়। জনঅভিপ্রায়ে সংবিধানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সন্নিবেশন ঘটলেও জনঅভিপ্রায়কে অবদমিত করে স্বেচ্ছাচারিতার বহিঃপ্রকাশে এর বিলোপসাধন করা হয়েছে। আর তাই সংবিধানের দোহাই দিয়ে এর অবমাননায় নবম, দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনের মতো অনুরূপ নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি বায়ুকোণের কালো মেঘের ধ্বংসলীলার আড়ালে নবকেতন উড্ডয়নের পদধ্বনি।

লেখক: সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

ঢাকা এসেছিলেন টিকা বিজ্ঞানী সারা গিলবার্ট

সৈয়দ আবদাল আহমদ

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারী চলছে গত তিন বছর ধরে। এই মহামারীর লাগাম টেনে ধরেছে কোভিড ভ্যাক্সিন বা টিকা। বিশ্বে প্রায় ৩০০ ধরনের টিকা নিয়ে গবেষণা চললেও দেড় ডজন টিকা সাফল্যের মুখ দেখেছে। এর মধ্যে তিনটি টিকা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এগুলো হলো- ফাইজার-বায়োএনটেক, মডার্না ও অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা।

বিশ্বে এ প্রথম এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে ফাইজার ও মডার্নার টিকা। অন্য দিকে অক্সফোর্ডের টিকাটি তৈরি হয়েছে প্রচলিত ডিএনএভিত্তিক ভাইরাল ভেক্টর প্রযুক্তিতে। এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ১৩ বিলিয়ন ডোজ (এক বিলিয়নে ১০০ কোটি) টিকাদান করা হয়েছে। এত টিকা এর আগে কোনো মহামারী বা রোগের জন্য দেয়া হয়নি।

আলোচিত তিনটি টিকার একটি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড টিকা। এ টিকা প্রকল্পের প্রধান অধ্যাপক ডেম সারা গিলবার্ট। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনার ইনস্টিটিউটের টিকা বিজ্ঞানের অধ্যাপক। নতুন টিকা উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধনে তার রয়েছে ২৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা। মহামারীর ভীতিকর সময়ে অধ্যাপক সারা গিলবার্ট ও তার সহযোগী ক্যাথেরিন গ্রিন মিলে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা উদ্ভাবন করেন।

বিশ্বের সাড়া জাগানো এ টিকা বিজ্ঞানী অধ্যাপক সারা গিলবার্ট ঢাকা ঘুরে গেলেন। বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত 'ঢাকা লিট ফেস্ট' বা সাহিত্য উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এসেছিলেন তিনি। শুক্র ও শনিবার লিট ফেস্ট অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ এ টিকা বিজ্ঞানী বক্তৃতা করেন এবং শ্রোতাদের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দেন। উল্লেখ্য, বাংলা একাডেমিতে এটি দশম লিট ফেস্ট। করোনা মহামারীর কারণে গত তিন বছর এই লিট ফেস্ট আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

স্বাভাবিকভাবে কোভিড টিকার বিষয়টি ছিল এবারের লিট ফেস্টে আকর্ষণীয় আলোচনা। সারা গিলবার্ট বলেন, করোনার ভিন্ন ভিন্ন ধরন বা ভ্যারিয়েন্টের জন্য একই ভ্যাকসিন বা টিকা নিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আশাবাদী নন।

তিনি বলেন, আমরা যে টিকাটি উদ্ভাবন করেছি সেটি নির্দিষ্ট স্পাইক প্রোটিনে কাজ করে। এটি অ্যান্টিবডি তৈরিতে সহায়তা করে যা ভাইরাসকে অবরুদ্ধ করে। স্পাইক প্রোটিন বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে বদলায়। সব ভ্যারিয়েন্টের জন্য একই ভ্যাকসিন তৈরি করতে গেলে হয় তো আমাদের ভাইরাসের মূলে যেতে হবে। আমার কাছে এটি অসম্ভব মনে হয়। তাই এ মুহূর্তে ব্যাপক হারে ভ্যাকসিন প্রয়োগের ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

শুক্রবার লিট ফেস্টের 'সায়েন্স ভেক্সার্স' শীর্ষক অধিবেশনটির সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশের তরুণ জিন বিজ্ঞানী ড. সেজুতি সাহা। এতে মধ্যমণি হিসেবে ছিলেন যুক্তরাজ্যের টিকা বিজ্ঞানী ড. সারা গিলবার্ট। আরো অংশ নেন বাংলাদেশে পাটের জিন আবিষ্কারক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাসিনা খান ও গবেষক অধ্যাপক ইয়াসমিন হক।

ব্রিটিশ টিকা বিজ্ঞানী সারা গিলবার্ট করোনা মহামারীর দুঃসহ সময়ে কীভাবে তারা টিকাটি আবিষ্কার করেন এবং টিকা উৎপাদনের পেছনের গল্পটা কী তা শোনান শ্রোতাদের। গল্পটি শুনিয়ে তিনি বলেন, 'আরো মহামারী হওয়ার ঝুঁকি আছে। আপনাদের দুশ্চিন্তায় ফেলার জন্য দুঃখিত। কিন্তু এটি ঠিক, সব সময়ই আরেকটি মহামারী হতে পারে। এ জন্য রাষ্ট্রগুলোকে এবং বিজ্ঞানীদের সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে আমি এ কথা বলতে পারি, আগামী মহামারীতে খুব কম সময়ে টিকা উদ্ভাবিত হবে।'

অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকাটি বিশ্বের সম্পদ উল্লেখ করে ড. সারা গিলবার্ট বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমরা চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠান। টিকা থেকে আমরা টাকা উপার্জন করতে পারি না। এ কারণে আমরা চেয়েছি এটিকে যতটুকু বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছানো যায়। তাই সব সময়ই বলেছি- এ টিকা বিশ্বের জন্য, এটি শুধু যুক্তরাজ্যের কিংবা ইউরোপের টিকা নয়। এটি বিশ্বের টিকা। অ্যাস্ট্রাজেনেকার মতো উৎপাদকের সাথে সংযুক্তি হয়েছি বিস্তৃত পরিসরে টিকা উৎপাদনের জন্য।' তিনি জানান, ২০২২ সালের শুরুতে এসে আমাদের এই টিকা ৩০০ কোটি ডোজ উৎপাদিত হয়েছে। এখনো উৎপাদন চলছে। বিপুল এই টিকা ব্রাজিলে গেছে। আপনাদের এখানেও এসেছে। লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও গেছে।

করোনার টিকার এখন কোনো ঘাটতি নেই বলেও জানান ড. সারা গিলবার্ট। তিনি বলেন, 'আমাদের টিকা ছাড়াও অনেকগুলো ভালো টিকার উৎপাদন চলছে। এখন চতুর্থ, পঞ্চম ডোজ বা বুস্টার ডোজ টিকা দেয়া হচ্ছে। বলা যায়, অনেক মানুষ টিকা পেয়েছে। বিশ্বের অনেক মানুষ এখন টিকার আওতায়। তবে বাকিদেরও টিকার আওতায় আনতে হবে।'

করোনাভাইরাস ল্যাবে তৈরি এমন অভিযোগ সম্পর্কে সারা গিলবার্ট বলেন, 'না, এটি আমি বিশ্বাস করি না।' তিনি শুধু বলেন, 'সুরক্ষার জন্য টিকার বিরাট মজুদ গড়ে তোলা দরকার। ভয়ের কারণ নেই, নতুন কোনো ভাইরাসের আবির্ভাব ঘটলে কিংবা নতুন মহামারীর পূর্বাভাস পেলে আমরা আরো কম সময়ে নতুন টিকা তৈরি করতে পারব। কারণ করোনা মহামারী থেকে সারা বিশ্ব শিক্ষা নিয়েছে, বিজ্ঞানীরা শিক্ষা নিয়েছেন। টিকা বিজ্ঞানীদেরও অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

মহামারীর শেষের দিকে এসে চীনে করোনা সংক্রমণ এত বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? সহকর্মী সাংবাদিক শিশির মোড়লকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ড. সারা গিলবার্ট বলেন, 'একটি বড় কারণ হতে পারে এই যে, চীনের টিকাগুলো তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর। নতুন যে উপধরনে চীনের মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে সেই উপধরনের বিরুদ্ধে চীনে ব্যবহৃত টিকা কম কার্যকর।'

এর আগে স্কাই নিউজে দেয়া সাক্ষাৎকারে সারা গিলবার্ট মহামারীর অবসান সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'পৃথিবী থেকে করোনাভাইরাস একেবারে নির্মূল না হলেও ছোঁয়াচে করোনাভাইরাস আগামী বছরের মধ্যে সাধারণ সর্দি-জ্বরে রূপ নেবে।'

ঢাকা লিট ফেস্টে দর্শক-শ্রোতাদের অন্যতম আকর্ষণ টিকা বিজ্ঞানী সারা গিলবার্ট নিজের বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার গল্পও শোনান। তিনি বলেন, 'বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে দরকার ইচ্ছা।' তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'জীবনে যখন যেটার প্রতি আগ্রহ থাকবে, সেটার জন্য কঠিন সাধনা করার ইচ্ছা থাকতে হবে। এটি থাকলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া এখন অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- আগে টেস্ট কিট ছিল না, এখন আছে। পরীক্ষার সময় কমে এসেছে।

অ্যানালাইসিস করার জন্য অনেক সময় পাই। আগে পরীক্ষায় শুধু অনেক সময় চলে যেত। বিনিয়োগ আছে। আগে অর্থায়ন পাওয়া যেত না।

চীনের উহানে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এরপর অতিক্ষুদ্র অদৃশ্য এ ভাইরাস সারা বিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। তিন বছর ধরে চলছে এর দাপট। ইতোমধ্যে ২৩০টি দেশ ও অঞ্চলে করোনাভাইরাসে সংক্রমণ ছড়িয়েছে। ওয়ার্ল্ডোমিটারের হিসাব অনুযায়ী, শনিবার রাত ৮টা পর্যন্ত বিশ্বে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬৬ কোটি ৮১ লাখ ৫৮ হাজার ২৯ জন। করোনাভাইরাসে এ সময়ে বিশ্বে মৃত্যু হয়েছে ৬৭ লাখ ১০ হাজার ৫০৪ জনের। আক্রান্তের শীর্ষে পাঁচটি দেশ হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রাজিল। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত ১০ কোটি ৩০ লাখ, মারা গেছে ১১ লাখ ২১ হাজার। ভারতে আক্রান্ত সাড়ে চার কোটি, মারা গেছে পাঁচ লাখ ৩০ হাজার। ফ্রান্সে আক্রান্ত তিন কোটি ৯৩ লাখ, মারা গেছে এক লাখ ৬২ হাজার। জার্মানিতে আক্রান্ত তিন কোটি ৭৫ লাখ, মারা গেছে এক লাখ ৬২ হাজার। মারা গেছে ছয় লাখ ৯৪ হাজার।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেসক্লাব

GRAND OPENING SALE



Regular Chicken



Chicken Leg

FREE PARKING

Rohu



3kg Upto $2.19 lb
4kg Upto $2.39 lb
5kg Upto $2.89 lb

Mrigel



3kg Upto $3.19 lb
4kg Upto $2.99 lb
5kg Upto $3.89 lb

Hilsa



12 Up $9.99 lb



$29.99
Riceland Parboiled Rice 20 lb



$20.99
Roshni Basmati Rice 20 lb



$15.99
Bilash Premium Parboiled Rice 20 lb



$19.99
Laxmi Sella P Basmati Rice 20 lb



$20.99
Begum Basmati Rice 20 lb



$21.99
Rupsha Basmati Rice 20 lb



$21.99
Neela Parboiled Basmati Rice 20lb



$17.99
Ruposhi Basmati Rice 20lb



$20.99
Shapla Minicate rice 20lb



$11.99
Bahar E L Grade Basmati Rice 10lb


$2.99 lb
Beef with Bone


$9.99 lb
Baby Goat

AFTAB
Super Market

144-01 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Phone: (718) 301-8510
Email: Aftabsm8@gmail.com
Website: aftabsm.com

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ডোনাল্ড লু'র বৈঠক

(প্রথম পাতার পর)

আনিসুল হক উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ায় এটি তার দুদেশ সফরের অংশ। রুটিন সফর হলেও এটিকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। আমেরিকান এ কর্মকর্তার সঙ্গে আজ ঢাকায় একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এবং পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে পৃথক বৈঠক হবে। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলাদা সভা হবে। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সঙ্গেও তার প্রাতঃরাশ বৈঠকের কথা রয়েছে। হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সন্ধ্যায় ডোনাল্ড লুকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (আমেরিকা) নাঈম উদ্দিন আহমেদ।

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও মার্কিন দূতাবাসের কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ এবং আগামী সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে তার এই সফরে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা থাকতে পারে।

লু'র সফর ঘোষণা করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মিডিয়া নোটে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার, অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি শোনার জন্য লু বৈঠক করবেন। জ্বালানি, বাণিজ্য, নিরাপত্তা সহযোগিতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শ্রম অধিকার ও মানবাধিকারসহ অগ্রাধিকারের ইস্যুতে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি আলোচনা করবেন।

জানতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির শনিবার বলেন, 'ডোনাল্ড লুর সফরকে আমি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখি। কারণ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের পরিচালক ঢাকা সফর করেছেন। এখন লু সফর করছেন। এরপর ২৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরেকটি উচ্চপর্যায়ের সফর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সিরিজ বৈঠকের প্রেক্ষাপটে এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।'

সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির এই সফরে যুক্তরাষ্ট্রের তরফে তিনটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে বলে মনে করেন। এক. শাসন ব্যবস্থা তথা মানবাধিকার থেকে নির্বাচন পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যু। দুই. অর্থনৈতিক সহযোগিতা। বিশেষ করে বাংলাদেশ যে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সম্পৃক্ত হতে চাইবে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে উচ্চপ্রযুক্তির পণ্য, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রির আগ্রহ দেখাতে পারে। তার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত আকসা ও জিসোমিয়ার মতো সামরিক চুক্তির বিষয়েও আলোচনায় তুলতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। তিন. ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত লক্ষ্য পূরণে আগ্রহী হতে পারে।'

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক এই রাষ্ট্রদূত ঢাকার আগ্রহের বিষয়গুলোও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাংলাদেশ আগ্রহ দেখাতে পারে। জিএসপি পুনর্বহালে অনুরোধ জানাতে পারে বাংলাদেশ। ব্লু ইকোনমি থেকে সম্পদ আহরণ এবং রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কীভাবে পাওয়া যায় সে বিষয়ে ঢাকার আগ্রহ থাকতে পারে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের দিকও ঢাকার তরফে আলোচনায় আসতে পারে। জলবায়ু সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা কীভাবে পাওয়া যেতে পারে এসব বিষয় বাংলাদেশ নজরে আনতে পারে। কোভিডের সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য অবকাঠামোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার দিক নিয়ে বাংলাদেশ আগ্রহ দেখাতে পারে।'

এদিকে লুর সফরের উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে জানতে চাইলে ঢাকার একজন উচ্চপর্যায়ের কূটনীতিক বলেন, 'এই সফরের সবকিছুই উল্লেখযোগ্য।'

ডোনাল্ড লু ২০২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। এই পদে দায়িত্ব লাভের আগে লু কিরগিজ প্রজাতন্ত্রে ২০১৮ থেকে ২০২১ এবং আলবেনিয়াতে ২০১৫ থেকে ২০১৮ মেয়াদকালে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। আলবেনিয়াতে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগের আগে লু যুক্তরাষ্ট্রের ইবোলা রেসপন্সের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর হিসাবে পশ্চিম আফ্রিকায় দায়িত্ব পালন করেন।

ফরেন সার্ভিস অফিসার হিসাবে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীনে কাজ করছেন। তিনি ভারতে ডেপুটি চিফ অব মিশন (ডিসিএম) (২০১০-২০১৩) ও চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (২০০৯-২০১০), আজারবাইজানে ডিসিএম (২০০৭-২০০৯) এবং কিরগিজস্তানে ডিসিএম (২০০৩-২০০৬) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কর্মজীবনের শুরুতে মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ ককেশাস দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর, ইউরোপীয়বিষয়ক ব্যুরোর (২০০১-২০০৩), স্টেট সেক্রেটারি কার্যালয়ের অধীনে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোবিষয়ক রাষ্ট্রদূতের বিশেষ সহকারী (২০০০-২০০১), ভারতের নয়াদিল্লিতে পলিটিক্যাল অফিসার (১৯৯৭-২০০০), ভারতের নয়াদিল্লিতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের বিশেষ সহকারী (১৯৯৬-১৯৯৭), জর্জিয়ার তিবলিসিতে কনসুলার অফিসার (১৯৯৪-৯৬) এবং পাকিস্তানের পেশোয়ারে পলিটিক্যাল অফিসার (১৯৯২-১৯৯৪) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ১৯৮৮-১৯৯০ সময়কালে পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরা লিওনে পিস কর্পসের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে হাতে খনন করা পানির কূপ পুনরুদ্ধার এবং স্বাস্থ্য শিক্ষাদান ও ল্যাট্রিন নির্মাণে সহায়তা করেছেন।

লু ক্যালিফোর্নিয়ার হান্টিংটন বিচ থেকে আগত। তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি আলবেনিয়ান, রাশিয়ান, জর্জিয়ান, আজারবাইজানি, উর্দু, হিন্দি ও পশ্চিম আফ্রিকার ক্রিয় ভাষা জানেন। তিনি বাইক চালানো, সিনেমা দেখা, ভ্রমণ ও নিজ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন আগেই ডোনাল্ড লুর সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন। মন্ত্রী আশা করেন, তার সফরের মাধ্যমে দুদেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। তিনি বলেন, মার্কিন সহকারী মন্ত্রীর সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনা হবে।

প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি স্টাডি করছে বাংলাদেশ। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্নে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র অভিন্ন মূল্যবোধে বিশ্বাস করে।

যুক্তরাষ্ট্রের তরফে বরাবরই বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দেওয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানানো হয়ে থাকে। পাশাপাশি, জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল, যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রিত বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে আবারও ফেরত চাওয়া হতে পারে।

লু ঢাকায় : আগ্রহ সব পক্ষের

আরেক খবরে প্রকাশ: মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু শনিবার রাতে দু'দিনের সফরে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। আলোচিত এই সফরে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারে রয়েছে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র। এ ছাড়া অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচনের সহায়ক পরিবেশ, শ্রম অধিকার, নিরাপত্তা সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক দরপত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করাসহ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা হবে। অন্য দিকে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারে রয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা, জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল, আর্থিক ও পণ্য সরবরাহ খাতে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব মোকাবেলাসহ দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যু।

এ দিকে ডোনাল্ড লুর সফর নিয়ে সরকারের তৎপরতার পাশাপাশি দেশের বিরোধী দলগুলোও সতর্ক নজর রাখছে। এ সফর নিয়ে সক্রিয় বিএনপিও। দলটির শীর্ষ নেতারা লুর আগমনকে গুরুত্বসহকারে দেখছেন। তাদের নেতাকর্মীদের মধ্যেও গুঞ্জন ছড়িয়েছে যে, বিরোধী দলকে হয়রানি না করার বিষয়ে ডোনাল্ড লু সরকারকে আহ্বান জানাতে পারেন।

ডোনাল্ড লু আজ পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এ ছাড়া তিনি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করবেন। রাতে তিনি ঢাকা ছেড়ে যাবেন।

শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের এক সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ডোনাল্ড লুর সাথে বৈঠকে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রসঙ্গটি তোলা হবে। নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ আমাদের থাকবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পরামর্শে র‍্যাব গঠন করা হয়েছিল। তখনকার পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশ দু'টি র‍্যাব গঠনের কনসেপ্ট দেয়। তাদের সরবরাহ করা সরঞ্জাম দিয়েই র‍্যাবের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। সময়ের সাথে সাথে র‍্যাব এখন অনেক পরিপক্ব। সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য দেশের মানুষ র‍্যাবকে চায়। যুক্তরাষ্ট্র অন্যের বুদ্ধিতে র‍্যাবের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যে সরকার অস্বস্তিতে রয়েছে কি না জানতে চাইলে ড. মোমেন বলেন, আমাদের কোনো অস্বস্তি নেই। অন্যরা যদি পরামর্শ দেয় এবং সেটি যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করব। আর পরামর্শ দিলেই তো হবে না, বাস্তবায়ন একটা বড় বিষয়। আমরা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেব। আওয়ামী লীগ সবসময় একটা স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চায়।

এ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন, সফরটি দুই দেশের নিয়মিত যোগাযোগের অংশ হিসেবে দেখছি। গত বছর পুরোটাই আমরা যোগাযোগের মধ্যে ছিলাম। অনেকের শঙ্কা ছিল, বছর শেষে বাংলাদেশের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। তেমন কিছু হয়নি। তিনি বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চলছে। সম্পর্কে যে দূরত্ব ও উদ্বেগগুলো রয়েছে, তা নিরসন করে সঠিক পথে থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিটি বৈঠকেই তুলে ধরি। একই সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রম অধিকারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের একটি বোঝাপড়া হচ্ছে। ডোনাল্ড লুর সফরে যুক্তরাষ্ট্র তার অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো তুলে ধরবে। বাংলাদেশও তার অগ্রাধিকারগুলো উত্থাপন করবে।

ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে যোগ দেয়া বা না দেয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরস্পরবিরোধী চাপ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, বৃহৎ শক্তিগুলো বাংলাদেশের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতে চাইছে, এটা ভালো লক্ষণ। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ইন্দো-প্যাসিফিক নিয়ে কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা জাপানের নিজস্ব কৌশল করেছে। আমরা কারো সাথে যুক্ত হচ্ছি বা হচ্ছি না- বিষয়টা এমন নয়। বঙ্গোপসাগর বা তার বাইরের এলাকাকে আমরা কিভাবে দেখতে চাই তার কিছু উপাদান নিয়ে আমরা কাজ করছি।

ডোনাল্ড লু ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক, বিশেষ করে রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ঢাকা সফরে তিনি বিষয়টি আবারো উত্থাপন করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

'নজর' রয়েছে বিএনপির: আমেরিকান এই মন্ত্রীর সফর ঘিরে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে রয়েছে নানা আলোচনা। আগামী জাতীয় নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। আলোচনার সম্ভাব্য ইস্যুগুলোর মধ্যে অসমর্থিত সূত্রে ছড়াচ্ছে নানা গুঞ্জনও। ডোনাল্ড লুর সফর নিয়ে সরকার যেমন তৎপর, তেমনি দেশের বিরোধী দলগুলোও সতর্ক নজর রাখছে। এমন পরিস্থিতিতে বসে নেই বিএনপিও। তাদের শীর্ষ নেতারা এ সফরকে গুরুত্বসহকারে দেখছেন। আর তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, ডোনাল্ড লু বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের হয়রানি না করার বিষয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাতে পারেন। ফলে তাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়েছে। দলের তৃণমূলের অনেক নেতাকর্মী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের স্ট্যাটাসও দিচ্ছেন। এসব স্ট্যাটাসে বিএনপি নেতাকর্মীদের প্রত্যাশা- বিশ্বের মোড়ল রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কট কিছুটা হলেও নিরসন হবে। জাগো নিউজ।

বিএনপির তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে নানা গুঞ্জন ছড়ালেও ডোনাল্ড লুর সাথে বিএনপির কোনো প্রতিনিধিদলের বৈঠক হবে কি না, তা নিশ্চিত করতে পারেননি কেন্দ্রীয় নেতারা। সরকারের সাথে 'দ্বিপক্ষীয় বৈঠক' বলে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন দলটির শীর্ষ নেতারা। তবে ভেতরে ভেতরে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছে বিএনপি। যেভাবেই হোক, ডোনাল্ড লুর সাথে বৈঠক আয়োজনে তৎপর বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির নেতারা। তবে লুর সাথে শেষ পর্যন্ত বিএনপির বৈঠক হবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ও রয়েছে। তবে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা মনে করেন, দেশের বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির উচিত ডোনাল্ড লুর সাথে বৈঠকের জন্য তৎপর হওয়া। বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের যেভাবে হয়রানি-নির্যাতন-নিপীড়ন করা হচ্ছে, তা মার্কিন এ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবগত করা খুবই জরুরি।

দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রফিক শিকদার বলেন, 'ডোনাল্ড লুর সফর বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করে। তাকে আমরা বাংলাদেশে স্বাগত জানাই। লুর এ সফর হোক গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সফর। তার পরামর্শে সরকার ইতিবাচক ধারায় ফিরুক। আগামী দিনে যাতে আমরা সবাই মিলেমিশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারি সেই পদক্ষেপ বেরিয়ে আসুক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করে জবাবদিহিতামূলক সরকার যেন দেশে প্রতিষ্ঠা পায়।'

বিএনপির দলের ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান মনে করেন ডোনাল্ড লুর সাথে বিএনপির বৈঠক হওয়া উচিত। গত ১৪ বছরে বর্তমান সরকারের অধীনে দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে দাবি করে তা ফেরানোর একটি পদক্ষেপ নেয়া হোক বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইস্যুতে তার এ সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, রাশিয়া ও ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্র মনে করি। তারা বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কোনো বিশেষ দলকে বিশেষভাবে সুবিধা করে দেয়ার মতো অবস্থান তাদের কাছে প্রত্যাশা করি না। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য ভারত, চীন, রাশিয়া বাংলাদেশের বর্তমান অনির্বাচিত সরকারকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ফলে দানবীয় কায়দায় দেশ চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ। এখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন জরুরি।'

ডোনাল্ড লুর সাথে বিএনপির বৈঠক হবে কি না, তা জানেন না দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির প্রধান ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

সেলিমা রহমান বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সবসময় গণতন্ত্র দেখতে চায়। সে জন্য দেশটির প্রতিনিধির বাংলাদেশ সফরে আমরা স্বাগত জানাই; কিন্তু এ সফরে তিনি বিএনপির প্রতিনিধিদলের সাথে কোনো বৈঠক করবেন কি না, তা এখনো আমি জানি না।'

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'ডোনাল্ড লু আসছেন, সেটি তো জানি। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আসছেন। বাংলাদেশ সরকারের সাথে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করবেন। এ জন্য আমাদের সাথে তার বৈঠক বা আলোচনার কোনো প্রসঙ্গ থাকছে বলে মনে হয় না। তবে গণতন্ত্রকামী একটি দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসায় বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

ডোনাল্ড লু গত বছরের মার্চে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সে সময় তিনি ওয়াশিংটনের আন্ডার সেক্রেটারি ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ডের সফরসঙ্গী ছিলেন। ওই সময় সেভাবে তার সফর আলোচনায় আসেনি। তবে এবার তিনি সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন। তার এ সফর ঘিরে ব্যাপক আলোচনা চলছে। এর কারণ ২০২২ সালে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে লু কলকাঠি নেড়েছেন। পাকিস্তানে ইমরান খানের সরকার পতন, নেপালের নির্বাচন, শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক দৈন্যদশার মধ্যে দেশটির সরকারকে উৎসাহ দেয়ার পেছনে তার বড় ভূমিকা রয়েছে।

এ দিকে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের সাথে ওয়াশিংটনে গত ১৫ ডিসেম্বর আলোচনায় বসেন ডোনাল্ড লু। কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দাবি, গত ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার শাহীনবাগের একটি বাড়িতে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের বৈঠক চলাকালে বাইরে হট্টগোলের ঘটনায় মোহাম্মদ ইমরানকে যুবকরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরে তলব করা হয়েছিল। যদিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, এটি ছিল পূর্বনির্ধারিত আলোচনা।

চীনা বংশোদ্ভূত ডোনাল্ড লু পড়াশোনা করেছেন নিউজার্সির প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে। আমেরিকান প্রশাসনের ফরেন সার্ভিসে ১৯৯০ সালে যোগ দেন তিনি। দীর্ঘ কূটনৈতিক জীবনে পাকিস্তানের পেশওয়ার কনসুলেটে পলিটিক্যাল অফিসার, জর্জিয়ার তিবলিসিতে কনসুলার অফিসার, ভারতের নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রদূতের বিশেষ সহকারী ও পলিটিক্যাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এ ছাড়া কিরগিজস্তান, আজারবাইজানসহ কয়েক জায়গায় কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। ২০১০ সালে ভারতে আমেরিকান দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশনের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। ২০১৫ সালে আলবেনিয়ায় প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পান লু। ২০২১ সালে ডোনাল্ড লু বাইডেন প্রশাসনের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

অভিবাসীদের মানবাধিকার বিষয়ক র‍্যাপোর্টিয়ার ঢাকা আসছেন: অভিবাসীদের মানবাধিকারবিষয়ক জাতিসঙ্ঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার ফেলিপ গঞ্জালেজ আগামী ২০ জানুয়ারি ঢাকা আসছেন। জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার পরিষদের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সফরকালে অভিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়টি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবেন ফেলিপ গঞ্জালেজ। এ ছাড়া তিনি সরকার এবং অভিবাসন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করবেন।

এতে বলা হয়, ফেলিপ গঞ্জালেজ বাংলাদেশে অভিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা এবং এ সংক্রান্ত উদ্যোগের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন। তিনি অভিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করবেন। গঞ্জালেজ অভিবাসীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র এবং অংশীজনদের কাছে সুপারিশ তুলে ধরবেন। তিনি আগামী জুনে বাংলাদেশ সফরের ওপর প্রতিবেদন মানবাধিকার পরিষদে উত্থাপন করবেন।

আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হলো

(প্রথম পাতার পর)

মুসল্লি। রোববার সকাল ১০টার দিকে আখেরি মোনাজাত শুরু হয়। প্রায় ২০ মিনিটের মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বাদ ফজর বাংলাদেশের মাওলানা রবিউল হকের বয়ানের মধ্য দিয়ে আজ ইজতেমা ময়দানের কার্যক্রম শুরু হয়। কাঙ্খিত আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করেন কাকরাইল জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ জুবায়ের। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের নিরাপত্তা, ঐক্য, মুক্তি এবং ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি জানানো হয়।

এদিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী, চেরাগ আলী, টঙ্গী-কালীগঞ্জ সড়কের আমতলী কেরানিরটেক, টঙ্গী-কামারপাড়া রোডসহ চারপাশের অলিগলি, বহুতল ভবন, ভবনের ছাদ, ময়দানের চারপাশে হুগলা-পাটি বিছিয়ে অবস্থান নিয়েছেন। ইতোমধ্যে ময়দানের চারপাশে নির্মিত বহুতল টয়লেটগুলোতে আগে থেকেই মুসল্লিরা অবস্থান নিয়ে মোনাজাতে অংশ নেন।

প্রসঙ্গত, তাবলিগ জামাতের বিরোধের কারণে এবারও বিশ্ব ইজতেমা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাওলানা জুবায়েরের অনুসারীরা আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে ইজতেমার প্রথম পর্ব শেষ করেন রোববার। আর দিল্লির মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসারীরা ইজতেমা পালন করবেন জানুয়ারির ২০, ২১ ও ২২ তারিখে।

ইজতেমায় ৭ মুসল্লির মৃত্যু

এদিকে টঙ্গীতে প্রথম পর্বের ইজতেমা ময়দানে শনিবার (১৪ জানুয়ারী) বিকেল পর্যন্ত আরও চার মুসল্লির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সাত জনে মুসল্লির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটি। মৃতরা হলেন, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার মলমদিয়া গ্রামের মোবারক হোসেন খানের ছেলে মোফাজ্জল হোসেন খান (৭০), ঢাকা কেরানীগঞ্জের হাজী হাবিবুল্লাহ হবি (৬৮), চট্টগ্রাম সদরের রাউযান এলাকার আ. রশিদ মিয়ার ছেলে আ. রাজ্জাক (৭০) ও নরসিংদীর মনোহরদীর মাছিমপুর গ্রামের মৃত রহমতুল্লার ছেলে হাবিবুর রহমান (৭০)। এর আগে ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকার আক্কাস আলি সিকদার (৫০), সিলেটের জৈন্তাপুরের নুরুল হক (৬৩) ও গাজীপুরের ভিরুলিয়ার তৈয়ব আবু তালেব (৯০) মারা যান।

মৃতদের মধ্যে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগে তাবলিগ জামায়াতের গাজীপুর মারকাজের শূরা সদস্য তৈয়ব আবু তালেব মারা যান। আর নুরুল হক অ্যাজমা রোগে ভুগছিলেন। সকালে ইজতেমা ময়দানের ৬২ নম্বর খিত্তায় অবস্থানকালে নুরুল হকের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং এর কিছু সময়ের মধ্যেই তিনিও মারা যান। ওইদিন দুপুরে ইজতেমা ময়দানে জানাজা শেষে দুজনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ইজতেমার আয়োজক কমিটির সদস্য ও মিডিয়া সমন্বয়ক মুফতি জহির ইবনে মুসলিম বিষয়টি নিশ্চত করেছেন।

সরকারের অত্যাচারে বিএনপি'র আন্দোলনে অংশগ্রহণ বাড়ছে : ফখরুল

(প্রথম পাতার পর)

এই ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রাজপথে নামছেন। এজন্য বিএনপি'র ঘোষিত ১০ দফার মাধ্যমে আমরা সত্যিকার অর্থে একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। গতকাল রাজধানীর নয়াপল্টনে সবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যৌথসভা

স্মার্ট অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পথরেখা

॥ অজিত কুমার সরকার ॥

স্বাধীনতার পর প্রায় ২৯ বছর দেশ শাসিত হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল ও উন্নয়নবিমুখ প্রগতিবিরোধী ধারায়। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্র পরিচালনার মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সম্প্রসারণ করে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের যে ভিত রচনা করেন; তার ওপর দাঁড়িয়ে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আধুনিক ও প্রেরণাদায়ী রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেন, যার মূল ভিত্তি ডিজিটাল বাংলাদেশ। দেশের মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় ডিজিটাল বাংলাদেশের মতো আধুনিক কর্মসূচির প্রতিও আস্থা রাখে।

গত ১৩ বছরে এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পর ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে আরেকটি আধুনিক কর্মসূচি 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্মার্ট বাংলাদেশ ধারণার চারটি ভিত্তি- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট অর্থনীতি এবং স্মার্ট সোসাইটি। বলা বাহুল্য, স্মার্ট বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিটি হচ্ছে স্মার্ট অর্থনীতি। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি- এসবই স্মার্ট অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। এ নিবন্ধের আলোচনা মূলত স্মার্ট অর্থনীতি নিয়েই সীমিত থাকবে।

স্মার্ট অর্থনীতি- দুটি শব্দ থেকে সহজেই বোঝা যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সনাতনী ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বা রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনীতি গতিশীল করা। এর ফলে শুধু শিল্প উৎপাদনই বৃদ্ধি পাবে না; আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করবে দেশ। এই আধুনিকায়ন করা হবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), ব্লকচেইনের মতো অগ্রসর প্রযুক্তির দ্বারা। কৃষি, শিল্প, শিক্ষাসহ প্রায় সব খাতেই এসব প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে ভ্যালু যোগ হবে। এর ফলে ডিজিটাল অর্থনীতিও দ্রুত বিকশিত হবে।

সম্প্রতি জাইকা এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (বিসিজি) সহযোগিতায় আইসিটি বিভাগ প্রণীত 'স্মার্ট বাংলাদেশ : আইসিটি ২০৪১ মাস্টারপ্ল্যান' স্মার্ট অর্থনীতি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেয়। মাস্টারপ্ল্যানে ২০৪১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলার এবং জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের অবদান ২০ শতাংশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এখানে সার্কুলার অর্থনীতি নামে নতুন একটি বিষয় যোগ করা হয়েছে। অগ্রসর বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন এআই, আইওটির সঙ্গে স্টার্টআপ ইকো-সিস্টেম এবং শক্তিশালী প্রযুক্তি অবকাঠামো দ্বারা একটি বৃত্তাকার অর্থনীতি তৈরি করা হবে। এই অগ্রসর প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প উৎপাদনে শূন্য কার্বন বর্জ্য হবে। আর শিল্পে ব্যবহৃত উপাদান এবং উৎপাদিত পণ্যগুলো যতটা সম্ভব পুনর্ব্যবহার করা হবে। প্রশ্ন হলো, স্মার্ট অর্থনীতিতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত এবং জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের অবদান ২০ শতাংশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী কিনা? যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) ২০১৪ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের তৈরি করা কোম্পানির মাধ্যমেই সিলিকনভ্যালি প্রতিষ্ঠিত হয়। এমআইটির শিক্ষার্থীরা ৩০ হাজার ২০০ কোম্পানি তৈরি করে, যেখানে ৪ দশমিক ৬ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং কোম্পানিগুলোর সম্মিলিত আয় বছরে ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার। এটা সম্ভব হয় এমআইটি তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য স্টার্টআপ, বিজনেস ইনকিউবেশন, উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের (আরঅ্যান্ডডি) সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার ফলে।

এ থেকে প্রতিভাত- বাংলাদেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ আইসিটি খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনিবার্যভাবে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্টার্টআপ, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং ইনকিউবেশন সুবিধা এবং গবেষণা ও উন্নয়নের (আরঅ্যান্ডডি) সুযোগ সৃষ্টি করা। সরকার কতটা এই সুযোগ সৃষ্টি করছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আশাব্যঞ্জক দিক হচ্ছে, সরকার ২০২৫ সাল নাগাদ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অন্তত পাঁচটি ইউনিকর্ন কোম্পানি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ইউনিকর্ন বলতে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের স্টার্টআপগুলো বোঝায়। ইউনিকর্ন কোম্পানি তৈরিতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিসিসির এনহেন্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি (ইডিজিই) প্রকল্প স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানির মাধ্যমে স্টার্টআপে সহযোগিতা করছে। এর আগে স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিকাশে আইডিয়া প্রকল্প ও বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট (বিগ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে দেশে দেড় হাজারের বেশি স্টার্টআপ রয়েছে। সেগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগ ৮০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিজ্ঞতা এবং চলমান উদ্যোগগুলোর সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন উদ্যোগের বাস্তবায়ন করেই সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে যাচ্ছে। এটি শীর্ষ নেতৃত্বের চিন্তাপ্রসূত উদ্যোগ। তাই এর বাস্তবায়নে তাঁরা আন্তরিক হবেন, সেটাই প্রত্যাশিত। এরই মধ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নের পর্যবেক্ষণকারী সজীব ওয়াজেদ জয় মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন, এআই, রোবটিক্স এবং সাইবার সিকিউরিটি- এই চারটি প্রযুক্তির বিকাশ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), ব্লকচেইন সাইবার সিকিউরিটি এবং মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের ওপর আইসিটি বিভাগ জোরেশোরে কাজ শুরু করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে কুয়েটে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এবং চুয়েটে শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের ৬৪ জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এবং শরীয়তপুরে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান। ইডিজিই প্রকল্প আইসিটি শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে পাঁচ বছরে এককভাবে কমপক্ষে ৩০০ মিলিয়ন আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার (আরআইসি)।

এ দেশের মানুষ বরাবরই সমৃদ্ধ ও আনন্দময় জীবনের স্বপ্ন লালন করেছে। তাদের সেই স্বপ্ন পূরণে যারা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে; তা যত আধুনিকই হোক না কেন, তার প্রতি সমর্থন ও আস্থা রেখেছে। তার প্রমাণ ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ তাদের আস্থা আরও সুদৃঢ় করেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নেও জনগণের সমর্থন থাকবে, আশা করা যায়। কারণ এর মধ্য দিয়ে স্মার্ট অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটবে, যা তাদের জন্য সমৃদ্ধ ও আনন্দময় জীবনের পথ দেখাবে। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ত্বরান্বিত করবে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

স্মার্ট অর্থনীতি- দুটি শব্দ থেকে সহজেই বোঝা যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সনাতনী ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বা রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনীতি গতিশীল করা। এর ফলে শুধু শিল্প উৎপাদনই বৃদ্ধি পাবে না; আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করবে দেশ। এই আধুনিকায়ন করা হবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), ব্লকচেইনের মতো অগ্রসর প্রযুক্তির দ্বারা। কৃষি, শিল্প, শিক্ষাসহ প্রায় সব খাতেই এসব প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে ভ্যালু যোগ হবে। এর ফলে ডিজিটাল অর্থনীতিও দ্রুত বিকশিত হবে।

পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ, ইন্‌ক
PARKCHESTER JAME MASJID, INC.
1203 Virginia Avenue, Bronx, NY 10472, Tel: 718-824-4194



হাফেজ নিয়োগ



আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ ২২শে জানুয়ারী, ২০২৩ইং, রবিবার।

ব্রঙ্কসের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে প্রাচীনতম ও স্বনামধন্য পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে ১৪৪৪ হিজরীর রামাদান মাসে তারাবী নামাজে ইমামতি করার জন্য কোরানে হাফেজ নিয়োগ করা হবে।



ঃ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ

- ইমাম হিসাবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, স্পষ্ট উচ্চারণে পারদর্শী কোরানে হাফেজ হতে হবে।
- ইংরেজী, আরবী ও বাংলায় স্পষ্ট উচ্চারণে পারদর্শীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- সুন্নী আকিদায় বিশ্বাসী ও হানাফি মাযহাব-এর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।।

ইন্টারভিউ গ্রহণ করা শুরু হবে ২৩শে জানুয়ারী, ২০২৩ ইং বাদ মাগরিব
চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে ৩১শে জানুয়ারী, ২০২৩ ইং বাদ মাগরিব

ঃ বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ঃ

জয়নাল আবেদীন চৌধুরী
৩৪৭-৯৬৮-৮৭৭৭

তারেক আহমদ
৩৪৭-৫৪৭-৫৬৯৮

মোহাম্মদ নূরুল আহিয়া
৭১৮-৮৬৪-৫০০২

বাইফোকাল লেন্স

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের সম্ভাবনা কতটুকু

॥ একেএম শামসুদ্দিন ॥

দিন যতই গড়াচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি যেন ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য ততই জটিল আকার ধারণ করছে। যে পরিকল্পনা নিয়ে তারা যুদ্ধ শুরু করেছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে-রাশিয়া তাদের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তো দূরে থাক, যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এ যুদ্ধের জন্য অবশ্য রাশিয়াকে এককভাবে দোষ দেওয়া যায় না। যুদ্ধ লাগানোর জন্য পেছন থেকে যুক্তরাষ্ট্রও কম কলকবজা নাড়ায়নি। যুদ্ধের এ পর্যায়ে মনে হচ্ছে, রাশিয়া যেন যুক্তরাষ্ট্রের ফাঁদেই পা দিয়েছে। এ যুদ্ধে যদিও যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুক্ত নয়; তবে এটা পরিষ্কার-যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইউক্রেনের মাধ্যমে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'প্রক্সি যুদ্ধে' লিপ্ত। রাশিয়াকে মোকাবিলা করতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা ইউক্রেনকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সব ধরনের আধুনিক সামরিক সরঞ্জামের সরবরাহ দিয়ে এ যুদ্ধকে জিইয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য অব্যাহত রাখার ঘোষণাও দিয়েছে ন্যাটোগোষ্ঠী। ন্যাটোর মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ বলেছেন, রাশিয়ার পক্ষ থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের কোনো আলামত দেখা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ইউক্রেনকে দীর্ঘমেয়াদে সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'সামরিক সহায়তার মধ্য দিয়ে সার্বভৌম দেশ হিসাবে ইউক্রেনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। ইউক্রেন যুদ্ধকে দীর্ঘমেয়াদি করতে পশ্চিমা দেশগুলো অবশ্য নানা কারণ দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আপৎকালীন মজুত সেনা সদস্যদের ডেকে পাঠানোর মধ্য দিয়ে রাশিয়া বুঝিয়ে দিয়েছে, এ মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধ করার কোনো ইচ্ছা নেই তাদের; বরং তারা নতুন করে আক্রমণ শুরুর চেষ্টা করছে।'

যুদ্ধের এগারো মাস অতিবাহিত হতে চলেছে। এরই মধ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রাশিয়াকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। যুদ্ধের খরচ চালাতে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক খারাপের দিকে গেছে। ভারী ও হালকা সামরিক সরঞ্জামও কম খরচ হয়নি। তাছাড়া সম্প্রতি বেশকিছু দখলকৃত এলাকা ইউক্রেনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ায় এ যুদ্ধে রাশিয়ার দুর্বলতা ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে বলে প্রতিয়মান হয়। অতি সম্প্রতি ইউক্রেনীয় বাহিনীর হিমার্স রকেটের আঘাতে অধিকৃত দোনেৎস্কের মাকিইভকা নগরীতে ৬৩ জন রুশ সৈন্য মারা যাওয়ায় রাশিয়া কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ইউক্রেনের দাবি, ওইদিন প্রায় ৪০০ রুশ সেনা নিহত ও ৩০০ জন আহত হয়েছেন। নতুন বছরের প্রথম দিনেই এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে জানা যায়, ব্যারাকে থাকা রুশ সৈন্যরা লুকিয়ে মোবাইল সেল ফোন ব্যবহার করে। যুদ্ধের ময়দানে সেলফোন ব্যবহার করা নিষেধ। কারণ, সেলফোন স্যাটেলাইট থেকে সহজেই ট্র্যাক করা যায়। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন বাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্য করেছে। তারাই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে রুশ সেনাদের সেলফোন ট্র্যাক করে তাদের লোকেশন ইউক্রেন বাহিনীকে জানিয়ে দিলে তারা সহজেই গোলা মেরে এ হতাহতের ঘটনা ঘটায়। তবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রাশিয়ার সৈন্যদের হতাহতের ব্যাপারে ইউক্রেন যে দাবি করেছে, সে তথ্য স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। দোনেৎস্কে রাশিয়াপন্থি কর্তৃপক্ষ অবশ্য হতাহতের কথা স্বীকার করেছে; তবে সঠিক সংখ্যার কথা নিশ্চিত করেনি। যাই হোক, যুদ্ধের ময়দানে রুশ বাহিনীর যে দিনকাল ভালো যাচ্ছে না, তা পরিস্থিতির বিবেচনায় অনুমান করতে কষ্ট হয় না। সম্ভবত এসব কিছু বিবেচনা করেই পুতিন যুদ্ধ অবসানের উপায় খুঁজছেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পুতিন আবারও ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে আলোচনার জন্য ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের অধিকৃত চার অঞ্চলকে স্বীকৃতি দেওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়েছেন পুতিন। এ ব্যাপারে গত ৫ জানুয়ারী পুতিন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানের সঙ্গে ফোনালাপে বসেছিলেন। এ অবস্থায় এরদোগান রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান। একই দিনে রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের প্রধান প্যাট্রিয়ার্ক কিরিল সংঘাতের সঙ্গে জড়িত সব পক্ষকে অস্ত্রসংবরণ করার অনুরোধ করেন; বিশেষ করে বড়দিনে। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চ ৭ জানুয়ারি বড়দিন উদ্যাপন করে। চার্চপ্রধানের অনুরোধে সাড়া দিয়ে পুতিন ৬ জানুয়ারি থেকে ৩৬ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, ইউক্রেনের বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থোডক্স খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী। তারা এমন এলাকায় বসবাস করছেন, যেখানে সংঘাত চলছে। পুতিনের যুদ্ধবিরতির আহ্বানকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করে এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, মস্কো বারবার কিয়েভের শান্তি পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করেছে। তারা এখন ক্রিসমাসের দোহাই দিয়ে নতুন কৌশল অবলম্বন করতে চায়। এ যুদ্ধবিরতির তাৎপর্য হলো, দনবাস অঞ্চলে ইউক্রেন বাহিনীর অগ্রগতি রুখে দিয়ে মস্কো আরও সেনা ও গোলাবারুদ আনার পাঁয়তারা করছে। জেলেনস্কির উপদেষ্টা পোদোলিয়াক অন্য এক বার্তায় বলেছেন, যতক্ষণ দখলকৃত সব এলাকা থেকে রুশ বাহিনী প্রত্যাহার না হচ্ছে, ততক্ষণ কোনো 'অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি' হতে পারে না। ওদিকে যুদ্ধবিরতির ঘোষণাকে পুতিনের 'শেষ অবস্থায় বাঁচার তাগিদে কিছু অক্সিজেন খোঁজার চেষ্টা' বলে মন্তব্য করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পুতিনের যুদ্ধবিরতির ঘোষণাকে ইউক্রেন যে পাত্তা দিচ্ছে না, তার নমুনা হিসাবে ইউক্রেন সৈন্যরা ৬ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি ভেঙে লুহানস্ক, দোনেস্ক এবং ঝাপোরিঝিয়া অঞ্চলে রুশ সেনাদের ওপর হামলা চালায়। পালটা জবাব হিসাবে রুশ পক্ষও ইউক্রেন সেনাদের ওপর গোলাবর্ষণ করে।

যে যাই বলুক, ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যে সবচেয়ে লাভবান, তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। এ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউক্রেন ও সে দেশের জনগণ। রাশিয়ারও কম ক্ষতি হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা চাচ্ছে এ যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদি হোক। তাতে রাশিয়ার ব্যাপক মজুত অস্ত্রভান্ডার থেকে ক্ষেপণাস্ত্রসহ অধিক পরিমাণে যুদ্ধসরঞ্জাম খরচ হবে এবং এতে রাশিয়া সামরিক দিক দিয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। অপরদিকে এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটবে। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোয় অস্ত্র বিক্রি দ্বিগুণ করেছে। ২০২১ সালে তারা ন্যাটো দেশগুলোয় যে পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করেছিল, ২০২২ সালে এসে তা প্রায় দুইগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ন্যাটো দেশগুলো দুহাত খুলে ইউক্রেনকে অস্ত্র পাঠাচ্ছে। এ কারণে নিজেদের অস্ত্রভান্ডারেও টান পড়েছে। সে ঘাটতি পূরণেই তাদের যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ১৪টি বড় ধরনের অস্ত্র বিক্রির চুক্তি করেছিল ন্যাটো দেশগুলোর সঙ্গে, যার মূল্য ছিল ১৫.৫ বিলিয়ন ডলার। আর ২০২২ সালে সেটি গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ বিলিয়ন ডলারে। অনেক আগে থেকেই ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছে প্রধান অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ২০২২ সালে এসে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে যে অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, সে চাহিদাও পূরণ করছে যুক্তরাষ্ট্র।

যে যাই বলুক, ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যে সবচেয়ে লাভবান, তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। এ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউক্রেন ও সে দেশের জনগণ। রাশিয়ারও কম ক্ষতি হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা চাচ্ছে এ যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদি হোক। তাতে রাশিয়ার ব্যাপক মজুত অস্ত্রভান্ডার থেকে ক্ষেপণাস্ত্রসহ অধিক পরিমাণে যুদ্ধসরঞ্জাম খরচ হবে এবং এতে রাশিয়া সামরিক দিক দিয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। অপরদিকে এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটবে।

আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পর বাইডেন নতুন কোনো ইস্যু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিছু ভুল সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিল। বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর সে দূরত্ব কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। ইউক্রেন সংকট যেন তাকে সে সুযোগ করে দিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পুরোনো মিত্রদের সঙ্গে ঐক্য যেন আরও দৃঢ় হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধে কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য তৈরি হয়নি; ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যেও ঐক্য গড়ে দিয়েছে। এদিকে শিগগিরই ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান হবে-তার কোনো আলামতও দেখা যাচ্ছে না। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভও তাই মনে করেন। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের হীন ভূমিকাকেই দায়ী করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ইউক্রেনে সংঘাত জিইয়ে রাখতে ওয়াশিংটন সম্ভব সবকিছু করছে। এমনকি সংঘাতকে আরও ভয়াবহ রূপ দিতে চাইছে। আর এটা করা হচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা শিল্পকে চাঙা করার জন্য।'

পুতিন শান্তি আলোচনার কথা বললেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি ঠিকই অব্যাহত রেখেছেন। রাশিয়া এরই মধ্যে হাইপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত একটি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছে। এ যুদ্ধজাহাজটি আটলান্টিক, ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের দিকে তৎপর থাকবে। এ জাহাজে যে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা 'জিরকন' রয়েছে, তা যে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করে হাজার কিলোমিটার দূরের টার্গেটে আঘাত হানতে পারে। জিরকন জল ও স্থলে শত্রুর নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। এ ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা শব্দের চেয়েও পাঁচগুণ গতিতে ছুটে যায়। এটি ঘণ্টায় ৬ হাজার ১৭৪ কিলোমিটার বেগে ছুটে গিয়ে আঘাত করে। এটি এতই গতিসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা যে, একবার ছুটে গেলে শত্রুপক্ষ আগে থেকে সতর্ক হওয়ার জন্য বা এটির আঘাত থেকে বাঁচার জন্য রিঅ্যাকশন টাইম পায় না।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ যুদ্ধের শেষ কোথায়? এ যুদ্ধ বন্ধের সম্ভাবনা কতটুকু? যুদ্ধবিশারদদের মতে, শিগগির এ যুদ্ধের অবসান হওয়ার সম্ভাবনা কম। রাশিয়া যতই যুদ্ধবিরতির কথা বলুক না কেন, ইউক্রেন এ মুহূর্তে তা চাইবে না। তাদের দখলকৃত ভূমি থেকে রাশিয়ার সেনাবাহিনী সরে না যাওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এখন ইউক্রেন আরও ভালোভাবে সুসজ্জিত ও অনুপ্রাণিত। তারা বরং অব্যাহতভাবে রাশিয়ার ওপর চাপ বজায় রাখার চেষ্টা করে যাবে। অপরদিকে রাশিয়া শীতের পর নতুন করে বড় কোনো হামলা চালাতে পারে। আর সে হামালাই চলমান যুদ্ধের ভাগ্যনির্ধারক হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, আলোচনা করে সমঝোতার কি কোনো সম্ভাবনাই নেই? এর উত্তর হলো, এ মুহূর্তে সে সম্ভাবনা কম। কারণ রাশিয়া ও ইউক্রেন সমঝোতার যে পূর্বশর্ত জুড়ে দিয়েছে, তাতে আলোচনা ও সমঝোতার সম্ভাবনা খুবই কম। আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা না হলে ইউক্রেনে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্র, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে যুদ্ধ শেষ করেছে, শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনেও হয়তো তেমনটাই হবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

কোরীয় উপদ্বীপের অস্থিরতা

ড. ফরিদুল আলম

কোরীয় উপদ্বীপের অস্থিরতা যেন কাটছেই না। বছরের শেষ দিনেও উত্তর কোরিয়া এক দিনে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলো পতিত হয়েছে জাপানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জলসীমায়, যা জাপানের উপকূল থেকে মাত্র ৩৭০ কিলোমিটার দূরে। এর আগে গত বছর এক দিনে ২৬টি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন কিম জং উন। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনকে নিবৃত্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র নানা রকম প্রচেষ্টা নেয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ওই সময় সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনামে দুই নেতার মধ্যে একান্ত বৈঠক হলেও কোনো ধরনের মীমাংসা ছাড়াই সেগুলো শেষ হয়; যদিও ওই সময় থেকে উত্তর কোরিয়ার তরফ থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে হুমকির মাত্রা কম ছিল, তবে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো প্রতিবেশী দেশগুলোর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন করে হুমকি সৃষ্টি করছে। সর্বশেষ গত বছরের নভেম্বর মাসে উত্তর কোরিয়া এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে, যেটি জাপানের হোক্কাইডোর ২১০ কিলোমিটার পশ্চিমে জাপান সাগরে গিয়ে পড়ে। এত দিন ধরে উত্তর কোরিয়া নিজ থেকে দাবি করে এলেও এবার জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে উত্তর কোরিয়ার হাতে বর্তমানে যে ধরনের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, সেগুলো দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানা সম্ভব।

গত চার মাস সময়ের মধ্যে উত্তর কোরিয়া প্রায় ৭০টিরও অধিক এ ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছে, যদিও বেশির ভাগ পরীক্ষাই ছিল স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। এসব পরীক্ষা চালানো ক্ষেপণাস্ত্রের বেশির ভাগই পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম। ধারণা করা হচ্ছে, গেল বছর এক দিনে কিম যে ২৬টি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, সেগুলোর জন্য দেশটিকে গুনতে হয়েছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মার্কিন ডলার, যা ২০১৯ সালে চীন থেকে দেশটির খাদ্য আমদানি ব্যয়ের প্রায় সমান। কোরীয় উপদ্বীপের অস্থিরতা শুরু এবং উত্তর কোরিয়ার তরফ থেকে এযাবৎকালে যত ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয়েছে, এর এক-চতুর্থাংশের পরীক্ষাই চালানো হয়েছে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে। এর মধ্য দিয়ে উত্তর কোরিয়া বড় কিছুর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে বলে ধারণা করা যায়। বিষয়টি যে যুক্তরাষ্ট্র এবং কোরীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এর প্রমাণ মেলে যখন দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে কোরিয়া উপদ্বীপে যৌথ মহড়া চালানোর ঘোষণা দিয়েছে। এই ঘোষণার পরপরই দেশ দুটির বিমানবাহিনীর শত শত যুদ্ধবিমান এই মহড়ায় অংশ নেয়, যেখানে ২০১৭ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের কমপক্ষে একটি সুপারসনিক বি-১বি বোমারু বিমান (যার গতি ঘণ্টায় এক হাজার ২৩৬ কিলোমিটার) অংশ নেয়। এই মহড়ার দিন পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর কোরিয়া আরো চারটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। উত্তর কোরিয়ার তরফ থেকে একের পর এক এসব ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জেরে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উত্তরাঞ্চলের মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার এই যৌথ সামরিক মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্য ভিজিল্যান্ট স্টর্ম'। যৌথ মহড়ায় দুই পক্ষের প্রায় ২৪০টি যুদ্ধবিমান অংশ নেয়। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানও রয়েছে। দুই পক্ষ থেকেই এফ-৩৫ মহড়ায় অংশ নেয়। বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করে উত্তর কোরীয় নেতা এ বছরের শুরুতে ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির এক সম্মেলনে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে দক্ষিণ কোরিয়া তাদের 'নিশ্চিত শত্রু' হয়ে উঠেছে।

এদিকে গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর সামরিক গুপ্তচর স্যাটেলাইট উৎক্ষপণের 'গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত ধাপের' পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া। আগামী বছরের এপ্রিল নাগাদ এই স্যাটেলাইট উৎক্ষপণ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে দেশটির। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ কথা জানিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ভিজিল্যান্ট স্টর্ম নামে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া যে যৌথ সামরিক মহড়া চালাচ্ছে, এর জবাব দিতেই সামরিক এই তৎপরতা চালিয়েছে তারা। ওয়াশিংটন ও সিউলের যৌথ সামরিক মহড়াকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীন সামরিক তৎপরতার প্রদর্শন বলেছে উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার সামরিক তৎপরতা নিয়ে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে দক্ষিণ কোরিয়া। সাম্প্রতিক তৎপরতায় এই উদ্বেগ বেড়েছে। এ জন্য সিউল যুক্তরাষ্ট্রকে ওই অঞ্চলে কৌশলগত সমরাস্ত্রের মোতায়েন বাড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছে। এর মধ্যে আছে বিমানবাহী রণতরি, পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন ও বি-১বি বোমারু বিমান।

২০০৬ সাল থেকে জাতিসংঘের আরোপ করা কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়া আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে। গত বছরের নভেম্বর মাসে 'মনস্টার মিসাইল হোয়াসোং ১৭'-এর উৎক্ষপণ দেখতে গিয়ে দেশটির নেতা কিম জং উন ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, তিনি চান উত্তর কোরিয়া বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর পরমাণু দেশ হোক। পিয়ংইয়ংয়ের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র তাদের মিত্র দেশগুলোকে নিয়ে নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক হুমকির মাধ্যমে উত্তর কোরিয়াকে একেবারে নিরস্ত্র করার একটি কৌশল নিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের উসকানি দেওয়া হলে উত্তর কোরিয়া একই রকম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।

এখানে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, সেটি হলো উত্তর কোরিয়া কেন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এভাবে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে এবং সেই সঙ্গে এটিও জানা গুরুত্বপূর্ণ যে কেনই বা গেল বছর এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পরিমাণ সংখ্যাগত দিক দিয়ে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে উত্তর কোরিয়া যা করছে সেটির পেছনে যদিও প্রতিবেশী দেশের (চীনের) উসকানি রয়েছে, তবে সর্বাগ্রে তার আত্মরক্ষার প্রয়োজনবোধ থেকে এ ধরনের কর্মকান্ডে সে আরো বেশি সক্রিয় হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘ সময়ের যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে কোরীয় উপদ্বীপের শান্তি ও স্থিতিশীলতার নামে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে সেখানে সেনা মোতায়েনের যে আকাঙ্ক্ষা, সেটি প্রকারান্তরে উত্তর কোরিয়ার নিরাপত্তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। এমনটি যাতে না হয়, সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে এ অঞ্চলে সে চীনের দিক থেকে সব ধরনের সামরিক সহায়তাপুষ্ট হয়ে এ ধরনের আগ্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সাম্প্রতিক তৎপরতার মাধ্যমে তিনি বিশ্ববাসীকে জানান দিতে চান যে তাঁর দেশ বর্তমানে একটি পূর্ণ পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, আর যুক্তরাষ্ট্র সেটির স্বীকৃতি দিক। এমনটি হলে দীর্ঘ পরিসরে তার নিরাপত্তাভীতি অনেকাংশেই দূরীভূত হবে। আর যদি না হয়, তাহলেও তার নিরাপত্তা শঙ্কার দিকটি সে রকম নেই এই অর্থে যে চীনভীতি এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে যেকোনো সম্ভাব্য মার্কিন আগ্রাসনকে রোধ করতে সক্ষম।

কোরীয় উপদ্বীপের সাম্প্রতিক অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নিশ্চিতভাবে একটি বাড়তি উদ্বেগ হিসেবে কাজ করছে। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিনির্ধারণী কর্মকান্ড ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যখন ব্যস্ত সময় পার করছে, সেই সময়ে কোরীয় উপদ্বীপে যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়েছে, এটি উত্তর কোরিয়াকে সে রকম আতঙ্কগ্রস্ত করতে পারেনি। দেশটি দীর্ঘ সময় ধরে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে মোকাবেলা করছে। সর্বশেষ সামরিক শক্তির বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুধু এই অঞ্চলে নয়, ভবিষ্যতে তাদের নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি হতে থাকলে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে দ্বিধা করবে না। আর সে উদ্দেশ্যেই তাদের/পারমাণবিক কর্মসূচিকে আরো সমৃদ্ধ করছে, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আঘাত হানতে সক্ষম এ ধরনের প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করছে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আগামী দিনগুলো নিশ্চিতভাবেই কোরীয় উপদ্বীপের অস্থিরতা নতুন ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একদিকে তাদের দীর্ঘদিনের মিত্র জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার তরফ থেকে উপদ্বীপের নিরাপত্তা নিশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান, অন্যদিকে নিজেদের নিরাপত্তার সম্ভাব্য শঙ্কা–এ সব কিছুকে সমন্বয় করে একটি গ্রহণযোগ্য পন্থা অন্বেষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। আগামী দিনের বিশ্বনিরাপত্তার ছকটি কেমন হবে, কোরীয় উপদ্বীপের সাম্প্রতিক উত্তেজনা সামালের ওপরও তা অনেকাংশে নির্ভর করছে। উত্তর কোরিয়ার এসব শক্তির উৎস যে রাষ্ট্রটি, সেই চীন কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি দেখে মুচকি হাসছে।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশে দমনপীড়ন বেড়েছে : এইচআরডব্লিউ

ঢাকা ডেস্ক: জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ওপর সহিংসতা ও দমনপীড়ন বেড়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংস্থাটির প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০২৩' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এ উদ্বেগের কথা উঠে আসে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নিরাপদে ও স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারছে না। তারা দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশি নিরাপত্তা বাহিনী এবং অন্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর চাঁদাবাজি, হুমকি ও দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছে রোহিঙ্গারা।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেছেন, আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর চাপে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অন্যদিকে দমনপীড়ন বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে তাদের প্রতিশ্রুতি মিথ্যায় পর্যবসিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ যেন আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে নির্ভয়ে নিজেদের মতপ্রকাশ করতে পারে এবং নেতা নির্বাচন করতে পারে, সে ব্যাপারে জোর দিতে দাতাগোষ্ঠী ও অন্য কৌশলগত অংশীদারদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক এই মানবাধিকার সংগঠন তাদের ৭১২ পৃষ্ঠার ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০২৩-এর ৩৩তম সংস্করণে বিশ্বের ১০০টি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনটির সূচনা প্রবন্ধে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তিরানা হাসান বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধকে ঘিরে বিশ্বের সংঘবদ্ধতা আমাদের অসাধারণ সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা উপলব্ধি করতে পারছে। ছোট-বড় সব দেশের উচিত মানবাধিকার রক্ষার নীতিতে অটল থাকা এবং মানবাধিকার রক্ষায় একযোগে কাজ করা।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং এর কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও বলপূর্বক গুমের ঘটনা কমেছে। তবে সরকার র‍্যাবের সংস্কারের পরিবর্তে নিষেধাজ্ঞার অভিযোগগুলো খারিজ করে দিয়েছে এবং গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে ভয়ভীতি দেখানো শুরু করেছে বলেও অভিযোগ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

বাংলাদেশের সরকার কঠোর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (ডিএসএ) অধীনে গ্রেফতার অব্যাহত রেখেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে। গত বছরের নভেম্বরে বিরোধীদলীয় নেত্রী সুলতানা আহমেদকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। সুলতানা আহমেদের বিরুদ্ধে র‍্যাবের অভিযোগ, তিনি গত বছরের সেপ্টেম্বরে এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করেছিলেন।

বিরোধী দল বিএনপি দাবি করেছে, তাদের দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার অন্তত ২০ হাজার মামলা দিয়েছে। বেশির ভাগ মামলাই অজ্ঞাতনামা। এই মামলাগুলোকে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা রাজনৈতিক বিরোধী দলের সদস্যদের বাড়িতে অভিযান চালানোর জন্য ওয়ারেন্ট হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের আচরণকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক হয়রানি ও ভীতিপ্রদর্শন বলে অভিহিত করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের ভিন্নমতাবলম্বীদেরও ছাড়ছে না ক্ষমতাসীন সরকার। গত বছরের নভেম্বরে ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট ফেসবুকে 'রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার' অভিযোগে প্যারিসে বসবাসরত বাংলাদেশের ব্লগার পিনাকী ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ডিএসএর অধীনে মামলা দিয়েছে। এছাড়া একই সময়ে ঢাকায়ও দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ।

স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো বলেছে, বিদেশে বসে যারা 'রাষ্ট্রবিরোধী' কার্যকলাপ করছে, তাদের তালিকা তৈরি করেছে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকার মানবাধিকার সংস্থাগুলোর ওপরও চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংগঠনটি বলেছে, মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর নিবন্ধন নবায়ন করেনি সরকার।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অভিযোগ করে বলেছে, বাংলাদেশের কর্মকর্তারা রোহিঙ্গা শরণার্থীশিবিরগুলোয় স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে, নির্বিচারে দোকানপাট ভেঙে ফেলছে এবং রোহিঙ্গাদের চলাফেরায় বাধা দিচ্ছে। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবি) সদস্যরা শরণার্থীদের কাছে চাঁদাবাজি করছে, নির্বিচারে গ্রেফতার ও নির্যাতন করছে।

গত বছর বাংলাদেশ সরকার প্রায় ৮ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ভাসানচরে স্থানান্তর করেছে। সেখানে সব মিলিয়ে অন্তত ২৮ হাজার শরণার্থী রয়েছে। কিন্তু সেখানে খাদ্য ও ওষুধের চরম ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

শরণার্থীরা নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাদের অবাধ চলাচলে বাধা দেওয়া হচ্ছে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) চাইলেও শরণার্থীদের মূল ভূখণ্ডে ফিরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা তৃতীয়

ঢাকা ডেস্ক: দূষিত শহরের তালিকায় বৃহস্পতিবার (১২ জনুয়ারী) ঢাকা বিশ্বের তৃতীয় স্থানে ছিল। সকাল ৯টায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর ২৩৯ নিয়ে এই অবস্থানে ছিল ঢাকা নগরী। এর মধ্যে পাকিস্তানের করাচি ও ভারতের দিল্লি যথাক্রমে একিউআই ৪২৮ ও ২৪১ স্কোর নিয়ে তালিকার প্রথম দুটি স্থান দখল করেছে।

২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে থাকা একিউআই স্কোরকে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়। আর ৩০১ থেকে ৪০০ এর মধ্যে থাকা একিউআইকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। অন্যদিকে, ১০১ থেকে ২০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোরকে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য 'অস্বাস্থ্যকর' বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে, সেগুলো হলো- বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২, সিও, এসও২ এবং ওজোন (ও৩)। দীর্ঘদিন ধরে বায়ু দূষণে ভুগছে ঢাকা। এর বাতাসের গুণমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় এবং বর্ষাকালে কিছুটা উন্নত হয়।



চিত্রে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র ওজনপার্ক অফিস উদ্বোধন

ছবি: বাংলা পত্রিকা























চিত্রে অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিস'র ওজনপার্ক অফিস উদ্বোধন

ছবি: বাংলা পত্রিকা











ওজনপার্কে অ্যালাগ্রা হোম কেয়ারের 'কাচারী ঘর' উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

শাখাটিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্থিতি ভিন্ন মাত্রার যোগ করে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের গ্রামবাংলার ঐতিহ্য বৈঠকখানা তথা কাচারী ঘরের মতো এই প্রবাসেও বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র অফিস হয়ে উঠবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আরেক 'কাচারী ঘর'। যেখানে ভালোবাসার ছোঁয়ায় পাওয়া যাবে স্বাস্থ্য সেবা। খবর ইউএনএ'র।

'ভালোবাসার সাথে সেবা' এই শ্লোগান নিয়ে ওজনপার্কে স্বাস্থসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র নতুন শাখা 'কাচারী ঘর' নামের নতুন অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ঐদিন সন্ধ্যায় শাখাটিতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্থিতি ভিন্ন মাত্রার যোগ করে।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরুর পর নিউইয়র্কেও বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সার্ভিস-এর পথিকৃত, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের কর্মকান্ড ভিডিও'র মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এরপর নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সম্পাদকদের সাথে নিয়ে ফিতা কেটে 'কাচারী ঘর' এর উদ্বোধন করেন আবু জাফর মাহমুদ। 'কাচারী ঘর' উদ্বোধনকালে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, 'ভালোবাসার সাথে সেবা' প্রদানই আমাদের লক্ষ্য। পরিবার থেকে যে ভালোবাসা-সেবা আমরা পেয়েছি তাই আমরা নিউইয়র্কের সকল প্রবাসীর মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, হোম কেয়ার সার্ভিস শুধু ব্যবসাই নয়, এটা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সেবা।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ-এর কর্মকান্ড, সমাজসেবা, দেশপ্রেমের প্রশংসা করেন বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলওম্যান 'বাঙালী কন্যা' শাহানা হানিফ, প্রবীণ অভিনেতা আহমদ শরীফ, বিশিষ্ট চি-কিৎসক ডা. মঞ্জুরুল হক প্রমুখ। যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন আদিত্য শাহীন ও এস এম ফেরদৌস।

এর আগে ইউএস হাউজের মাইনরিটি লীডার কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফরিস প্রদত্ত সম্মাননা আবু জাফর মাহমুদের হাতে তুল দেন টাইম টিভি'র সিই এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের। এছাড়াও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান ও নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা আবু জাফর মাহমুদের হাতে তুলে দেন যথাক্রমে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান এবং অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনি-ফার রাজকুমারের অফিসের লিয়োজোন অফিসার ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ আলী।





সাহিত্য সাময়িকী

বিমল গুহের দুটি কবিতা

এই পৃথিবীকে ভালোবেসে

পৃথিবীকে ভালোবেসে মৃত্যুবুহ্য ফিরে আসি বারংবার-
একবার দুইবার তিন-তিনবার-এইবার ।
এই পৃথিবীর রূপ অন্য-অন্য গ্রহ থেকে কিছুটা আলাদা
বিজ্ঞানীরা এ গ্রহের নানান কাহিনি শোনায় আমাদের ।
মঙ্গলের কথা ওঠে
মঙ্গল তো লালগ্রহ- উষ্ণ উষ্ণ বায়ুস্তর
মানুষের জন্য খুব উপযোগী নয় ।

যদিও জেনেছি এই পৃথিবীর বায়ুমন্ডল পূর্ণ নানা জীবাণুতে-
কিন্তু তা জীবিত প্রাণের জন্য বড়বেশি ক্ষতি ডেকে আনতে পারে না;
বরং আমরা দেখি চক্রাকার ঘূর্ণাবর্তে
প্রকৃত তান্ডব যেন এসেছে এখানে- প্লেগ, ফ্লু নানা কিছু!
তবু এই গ্রহটিকে ভালোবেসে মরিবার সাধ নাহি হয় ।

পৃথিবীর মায়া বড় লোভনীয়-
দিনের উল্লাস আর আঁধারের শোভা জাগিয়ে রেখেছে আমাদের
পৃথিবীর মোহচক্র শিশিরের ঘ্রাণ, শৈশব-কৈশোর
ভরবেলা দীর্ঘ বালুচর আমাদের দিয়েছে আশ্বাস-
পৃথিবীকে ভালোবেসে মৃত্যুবুহ্য থেকে ফিরে আসি বারংবার

রৌদ্রদিন

প্রচন্ড রোদের রং ঘরে ঢুকে পড়েছে প্রত্যুষে
কী তির্যক লাল
দুইচোখে রক্তজবা রোদ-
মৃত্যুপূর্বে মানুষের চোখ যেরকম স্থির হয়ে থাকে
সেরকম স্থিরচোখে তাকিয়ে রয়েছি সারাবেলা
দেখছি অবাক নবভোর ।

মানুষের জন্ম হয়-জন্মদিন হয়
মানুষের মৃত্যু হয়- মৃত্যুদিন হয়
রৌদ্রদিন বলে কিছু আছে?
আজ পুরোদিন রৌদ্রদিন-
রোদের লালিমা নিয়ে সূর্য এঁকেছি সারাবেলা
কী ভয়ানক লাল ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়
আজ রৌদ্রদিন ।

শুক্রবার

দ্বীপ সরকার

শুক্রবার আসলে পত্রিকার সাহিত্য পাতাগুলো ঝকমকি আলো ছড়ায় । ভাঁজ খসালে কবিতার পা আস্তে আস্তে পৃথিবী দেখে-যেমন পৃথিবী দেখে ভূমিষ্টরত সন্তান । সে সন্তানের পিতা অনেক । আমিও পিতার দাবী নিয়ে ভাঁজ খুলি,

কবিতা নামক সন্তানের মুখ দেখি, কবিতাও আমাকে চেনে । শুক্রবার আসলে ভোর শুকানোর আগে থেকে আমি জাগি-চোখে চশমা পরি । এভাবে প্রতিটি পত্রিকার হয়ে উঠি নিরব পাঠক-

সময়ের সমান্তরাল এক একমুখী ট্রেনে

কাজী আতীক

এক বিরল একমুখী ট্রেন, একই গতিতে ধাবমান,
শেষের স্টেশন ছাড়া এ ট্রেন থামবে না কোথাও?
যাত্রীরা উঠবে নামবে- ট্রেন চলতে থাকবে-
কেবল একবারই সুযোগ হয় এই ট্রেনে উঠা কিংবা নামার ।

কোনো দৃশ্যমান ইঞ্জিন কিংবা বগি নেই ট্রেনের,
গার্ড টিটি কন্ডাক্টর এমনকি অদৃশ্য ড্রাইভারও,
কার কতো দূরের যাত্রা পথ- জানা নেই কারো,
যার যখোন যাত্রা শেষ- কেউ এসে নামিয়ে দিয়ে যাবে!

তবু চলছে নিত্য উঠানামা যাত্রীর, একমুখী অজানা পথে
সময়ের সমান্তরাল- এক অদ্ভুত ট্রেনে চড়ে চলেছি সবাই ।

অবেলা

শারমিন সুলতানা রীনা

তোমার জীবনে যে এসেছে অবেলায়
থাকবে কি তোমার মনে

দেখা হয়নি তবু চুম্বক হয়ে
টেনে নিচ্ছো আঙিনায়
তাইতো বারবার ছুটে আসি
তোমার কাছে

আমার শাড়ির আঁচলে ঢেকে দেই
তোমার শ্যামলিম মুখ
অপেক্ষায় থাকি হাতছানির
অবশেষে ফিরে আসি
পথভ্রষ্ট পথিকের মতো হাওয়ায় হাওয়ায়
উড়াই কলংকের উচ্ছলতা

হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে শূন্যতা
দু'চোখ ভরে যায় সমুদ্রের লোনা জলে
মাতাল সমিরনে একাকার অনুভূতি

কতো বসন্ত এসেছে জীবনে
কতো ফুলে গেঁথেছি মালা
অথচ যে মালাটি হqনি গাঁথা
তার জন্য আজন্ম দুঃখ আমার

জলপ্রপাতে স্নাত তবু পুড়ে যাই
জ্যৈষ্ঠের খরতাপে
ক্রমশঃ ঝাপসা হয় চেতনা
একাকী বিলাপে মেতে উঠি
রাখাল বালক তুমি অচিন মাঠে নিরবেই বাজালে বাঁশি...

নিশিকাব্য

সায়ীদ আবুবকর

এ কেমন স্তব্ধ নিশি, শুনতে পাই কান পেতে হৃদয়ের ধুকপুক!
কুসুমের কানে কানে মধুপ যে-কথা কয়, শোনা যায় তা-ও আজ;
দূর কোন অন্তরীক্ষে সোনালি ঘোমটা খুলে নক্ষত্র দেখায় মুখ,
আর ওড়ে খদ্যোতিকা অথৈ অন্ধকারে, পাই তারও ডানার আওয়াজ ।

এখানে নিঃশ্বাসও বাজে নূপুরের মতো, তুমি অস্থির হয়ো না, মেয়ে,
হৃদয়ের যত কথা হৃদয়ই বলবে আজ, কান পেতে তুমি শোনো;
কথা তুমি কোয়ো না হে, কান দিয়ে শোনো আর চোখ খুলে দ্যাখো চেয়ে
ভাষার কী স্বর্ণরূপ, লাগে না অক্ষর এর, লাগে না শব্দও কোনো ।

নদীর পানির মতো ছলাৎ ছলাৎ করে কখনো বাজে এ ভাষা,
কখনো তোমার নীল চোখের মণির মতো করে শুধু জ্বলজ্বল;
নিকষ এ অন্ধকারে এসো আজ দেখে নেই আমাদের ভালবাসা
কতখানি তার পানি, উথালপাতাল পানি আর কতখানি স্থল ।

আফরি

আদিল মাহমুদ

সামনে এসে দাঁড়ালে-আমি তোমাকে দেখি না
বুজুর্গের মতো লজ্জা পাই ।
মুখোমুখি হবে না
যতদূর পারো; দূরে থাকো
এতেই হৃৎপিন্ডের কাছে অনুভবে দেখতে পাই ।
তুমি কাছে এলে আমি যেনো জন্মান্ধ হয়ে যাই!

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



দর্শক কোনটা রেখে কোনটা দেখবেন ধাঁধায় থাকেন: মোশাররফ

বিনোদন ডেস্ক: সময়ের জনপ্রিয় ও ব্যস্ত অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম মোশাররফ করিম। মঞ্চ, টেলিভিশন এবং সিনেমা-তিন মাধ্যমেই অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছেন। সিনেমা নিয়ে এ অভিনেতার ব্যস্ততা রয়েছে বাংলাদেশ ও কলকাতায় সমানতালে। বর্তমান ব্যস্ততা ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে যুগান্তরের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। কথা বলেছেন হাসান সাইদুল

* নতুন বছর নিয়ে আপনার প্রত্যাশা কী?

** প্রতিটি দিনই আমার কাছে নতুন। তাই চেষ্টা করি দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার। এ বছরও সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

* ওয়েবেই আপনাকে বেশি ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে...

** শুধু ওয়েব কনটেন্ট নিয়েই যে ব্যস্ত থাকি এটা ঠিক নয়। টেলিভিশন নাটকেও কাজ করছি। পাশাপাশি সিনেমারও কাজ চলছে।

* নতুন কোন সিনেমায় কাজ করছেন?

** নেত্রকোনার বিরিসিরি দুর্গাপুরের বিভিন্ন লোকেশনে নেয়ামুল মুক্তার পরিচালনায় 'বৈদ্য' নামে একটি সিনেমার শুটিং করেছি। খুব ভালো একটি কাজ হচ্ছে। এ ছাড়াও দুটি সিনেমার কাজ শেষ করেছি।

* আপনার অভিনীত মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সিনেমাগুলোর খবর কী?

** ফজলুল হক তুহিনের পরিচালনায় 'গাঙকুমারী' ও 'বিলডাকিনি' নামে দুটি সিনেমার শুটিং অনেক আগেই শেষ হয়েছে। এগুলো কবে নাগাদ মুক্তি পাবে নিশ্চিত বলতে পারছি না। এছাড়া কলকাতার 'গু-কাকু' ও 'হুব্বা' নামে দুটি সিনেমার কাজও শেষ। এ সিনেমা দুটিও শিগ্‌গির মুক্তি দেওয়া হবে।

* সিনেমা কিংবা ওয়েব কনটেন্টের ব্যস্ততায় টিভি নাটকে কি অভিনয় কমিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা আছে?

** তেমন কিছু নয়। আগে যে খুব বেশি নাটকে অভিনয় করা হতো বিষয়টি এমনও ছিল না। অভিনয় নিয়মিত করা হয়, তবে সেটি এখন নাটক, ওটিটি, ওয়েব ফিল্ম নামে হয়তো বলা হয়। বিশেষ দিবসের নাটক করেছি। একক কয়েকটি নাটক আগামীতে প্রচার হবে শুনেছি। ঈদুল ফিতরের জন্য নির্মিত কয়েকটি নাটকেও অভিনয় করেছি।

* বর্তমানে অনেক নাটক হচ্ছে কিন্তু চরিত্র স্থায়ী হচ্ছে না। এ নিয়ে আপনার বক্তব্য কী?

** স্থায়ী চরিত্র হচ্ছে না এটা শতভাগ বলা যাবে না। তবে আগের মতো দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না এটা বলা যায়। এখন দর্শক কোনটা রেখে কোনটা দেখবেন এ নিয়ে ধাঁধায় থাকেন। অন্যদিকে নির্মাতাদের আরও যত্নবান হওয়া দরকার। গল্পকারদের সচেতন হতে হবে। আমরা তো অভিনয় শিল্পী। আমাদের যে চরিত্র দেওয়া হবে তাই করার চেষ্টা করি। হয়তো অনেক সময় চরিত্রকে ভাঙার চেষ্টা করি।

* নতুন চরিত্র নিজের ভেতর ধারণ করেন কীভাবে?

** সব সময়ই চেষ্টা করি দর্শকদের ভিন্ন কিছু দেওয়ার। এটাই তো আমার কাজ। নতুন নতুন চরিত্র নিজের ভেতর ধারণ করার ক্ষেত্রে বলা যায়, নির্মাতা আমাকে যে চরিত্রে অভিনয় করার কথা বলেন তা নিজের ভেতর ধারণ করার চেষ্টা করি। নির্মাতার পাশাপাশি গল্পকারের ভূমিকাও অনেক।

তাদের ভালোবাসাই আমার বড় প্রাপ্তি

বিনোদন ডেস্ক: গেল বছরে কুরবানি ঈদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি ঢালিউড ইন্ডাস্ট্রি। সে সময় অনন্ত জলিলের 'দিন : দ্য ডে', বিদ্যা সিনহা মিম ও শরীফুল রাজ অভিনীত 'পরাণ' যে ধামাকার সৃষ্টি করেছিল সেটা ধারাবাহিকতা শুধু ঈদ পরবর্তী চঞ্চল চৌধুরী অভিনীত 'হাওয়া'ই ধরে রেখেছিল। এরপর আবারও খুঁড়িয়ে চলা শুরু হয়। বছরের শেষ পর্যন্ত বলা যায় ছোট-বড় সব তারকাশিল্পীর সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু কোনোটিই কুরবানি ঈদের সেই সচল চাকাকে আর গতিশীল করতে পারেনি। তাই সবার আশা নতুন বছর। ধারণা হচ্ছে ২০২৩ সাল ধুম ধারাক্কায় কাটাবে ঢালিউড অভিনয়শিল্পীরা। আর তাদের মধ্যে অন্যতম আরেফিন শুভ। গত বছর তার অভিনীত কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি। এবার ওটিটি ও বড় পর্দা মিলিয়ে বছরজুড়ে দর্শকের সঙ্গে থাকবেন তিনি। বলা যায়, ২০২৩ হবে শুভময়!



চলতি বছর শুভর শুরু হচ্ছে অ্যাকশন থ্রিলার গল্পের সিনেমা 'মিশন এক্সট্রিম'-এর দ্বিতীয় পর্ব 'ব্ল্যাক ওয়ার' দিয়ে। আগামীকাল মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। সানী সানোয়ার ও ফয়সাল আহমেদের পরিচালনায় নির্মিত এ সিনেমার জন্য দীর্ঘ সময় শারীরিক পরিশ্রম করে নিজেকে তৈরি করেছেন।

এদিকে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা শুভ অভিনীত আরও দুটি সিনেমা হচ্ছে 'মুজিব : একটি জাতির রূপকার' ও 'নূর'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে নির্মিত 'মুজিব : একটি জাতির রূপকার' সিনেমার পরিচালক ভারতের শ্যাম বেনেগাল। এতে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন শুভ। অন্যদিকে 'নূর' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রায়হান রাফি। সিনেমাটি ইতোমধ্যে সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছে।

ভ্যালেন্টাইন ডে'তেও উপস্থিত থাকবেন শুভ। শুটিং চলছে 'উনিশ ২০' নামের একটি ওয়েব ফিল্মের, যেটি ভ্যালেন্টাইনে ওটিটি প্ল্যাটফরমে মুক্তি দেওয়া হবে। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন মিজানুর রহমান আরিয়ান। এতে শুভর বিপরীতে কাজ করছেন আফসান আরা বিন্দু। এ সিনেমার কাজ শেষ করেই আরেফিন শুভ শুরু করবেন অনম বিশ্বাসের 'ফুটরল ৭১' নামের আরেকটি সিনেমার শুটিং। অন্যদিকে নতুন আরও দুটি সিনেমায় কাজ করার কথা চূড়ান্ত করেছেন তিনি। এ দুটি সিনেমা সম্পর্কে শিগ্‌গির বিস্তারিত জানাবেন তিনি।

চলতি বছর নিজের কাজের প্রসঙ্গে আরেফিন শুভ বলেন, 'এ বছর আমার প্রস্তুতি একটু ভিন্ন। আমার অভিনীত কয়েকটি সিনেমা দর্শক দেখতে পাবেন। ওটিটির জন্যও একটি ভালো কাজ করতে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস প্রতিটি কাজেই নতুন আরেফিন শুভকে দর্শক আবিষ্কার করতে পারবেন। আশা করি দর্শকও আমাকে ভালোবাসা দিয়ে আপ্লুত করবেন। কারণ তাদের ভালোবাসাই আমার বড় প্রাপ্তি। এ ভালোবাসাকে সঙ্গী করে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাই।'

জেলেনস্কির প্রাসাদের সামনেই হয়েছিল আরআরআর ছবির সেই গানের শুটিং

বিনোদন ডেস্ক: গত বছর মুক্তির পর ভারতের চেয়ে বিদেশে আরও বেশি সমাদৃত হয় এসএস রাজামৌলির সিনেমা 'আরআরআর'। সেটি এতটাই যে হলিউডের প্রথম সারির অনেক পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনয়শিল্পী সিনেমাটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন।



প্রথম ভারতীয় গান হিসেবে গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার জিতেছে 'আরআরআর' সিনেমার 'নাটু নাটু' গান। সেরা মৌলিক গান ক্যাটাগরিতে সেরার পুরস্কার জিতে নেয় গানটি। এই গানের পেছনে কত শ্রম দিতে হয়েছে, তা বোঝানোর জন্য একটা পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। টানা ২০ দিন শুটিং করতে হয়েছে এই গানের জন্য। তার আগে এক মাস ধরে করা হয়েছে গানটির কোরিওগ্রাফির পরিকল্পনা।

জানা গেছে, এই গানটির শুটিং করা হয়েছিল ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রাসাদের সামনে। মুভিটির পরিচালক নিজেই বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

গানটির দৃশ্যায়ন ইউক্রেনের কিয়েভের মারিনস্কি প্যালেসের সামনে হয়েছে। এটি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ। শুটিং হয়েছিল ২০২১ সালের আগস্টে। আর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। তেলেগু গান নাটু নাটু লিখেছেন চন্দ্রবোস, গানটিতে সুর করেছেন এমএম কিরাবাণী, গানটি গেয়েছেন রাহুল সিপ্লিগুঞ্জ ও কালা ভৈরব।

এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক জানান, গানটি রিয়েল লোকেশনে শুট করা। লোকেশনটি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রাসাদের সামনে। প্রাসাদটির পাশেই দেশটির পার্লামেন্ট। তিনি আরও জানান, ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট নিজেই একজন অভিনেতা হওয়ায় তিনি ওই লোকেশনে গানের শুট করার অনুমতি দিতে দুবার ভাবেননি।



ডিভোর্সের গুঞ্জনের মধ্যেই সানিয়ার সঙ্গে ছবি প্রকাশ করলেন শোয়েব মালিক

বিনোদন ডেস্ক: শোয়েব মালিক ও সানিয়া মির্জার সংসার ভেঙে গেছে– এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে কয়েক মাস ধরেই। এর মধ্যেই হঠাৎ সানিয়ার সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করলেন সাবেক এ পাকিস্তানি ক্রিকেটার। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ওই ছবিতে দেখা যায় স্ত্রী সানিয়া মির্জা ও বান্ধবী ফারাহ খানের কাঁধে হাত দিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন শোয়েব। যদিও ছবিটি শেয়ার করে ক্যাপশনে ফারাহ খানকে জন্মদিনের উইশ করেছেন শোয়েব মালিক।

এতে আলোচনার ঝড় উঠেছে সামাজিক মাধ্যমে। নেটিজেনরা বিভিন্ন মন্তব্য করছেন এ ছবি নিয়ে। একজন মন্তব্যকারী ইনস্টাগ্রামে শোয়েব মালিকের ছবির নিচে লিখেছেন– ফের তাদের মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে তাই শুকরিয়া। অন্য একজন লিখেছেন– রিল্যাক্স, সব কিছু ঠিক আছে।

শোয়েব মালিকের ওপর অভিযোগ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণে শোয়েব-সানিয়ার মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শোয়েবের সঙ্গে জড়িয়ে যায় পাকিস্তানের অভিনেত্রী আয়েশা ওমরের নাম। শোনা যায়, তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েই সানিয়ার সঙ্গে বেইমানি করেছেন শোয়েব মালিক।

ফিফার বর্ষসেরার তালিকায় আছেন যারা

স্পোর্টস ডেস্ক: ২০২২ সালের বিশ্বসেরা ১৪ ফুটবলারের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে ফিফা। তবে এ তালিকায় মেসি, এমবাপ্পের নাম থাকলেও জায়গা হয়নি সম্প্রতি সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেয়া পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। বিদায়ী বছরের ফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন ১৪ ফুটবলারের মধ্যে বিশ্বকাপজয়ী লিওনেল মেসির পাশাপাশি কিলিয়ান এমবাপ্পে, নেইমার, আর্লিং হালান্ডদের নাম উঠে এসেছে।



ফিফার প্রকাশিত তালিকা থেকে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারী সেরা ফুটবলারের নাম ঘোষণা করা হবে। এর আগে চলবে ভোট গ্রহণ। ফিফার সদস্য দেশগুলোর কোচ, অধিনায়ক, গণমাধ্যম প্রতিনিধি এবং সমর্থকেরা সেখানে ভোট দিতে পারবেন।

১২ জানুয়ারী থেকে ৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভোট গ্রহণ শেষে সবকিছু পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে বছরের সেরা ফুটবলারের নাম। আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানিয়েছে, ফিফা দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ডে মনোনয়নের ক্ষেত্রে ২০২১-২০২২ মৌসুমের শুরু থেকে কাতার বিশ্বকাপ পর্যন্ত পারফরম্যান্সকে আমলে নেয়া হয়েছে।

অনুমিতভাবে তালিকায় রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী তারকা লিওনেল মেসি। আছেন মেসির আর্জেন্টাইন সতীর্থ ও ম্যানচেস্টার সিটির ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজও।

ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে বেলজিয়ামের কেভিন ডি ব্রুইনা আর আর্লিং হালান্ডও আছেন বর্সসেরার দৌড়ে। প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড়দের মধ্যে আরেকজন হচ্ছেন লিভারপুলের মিসরীয় ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। তবে মনোনয়ন পাওয়া ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছেন পিএসজি থেকে। মেসি, এমবাপ্পে ও নেইমারের সঙ্গে মরোক্কান ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমি।

এছাড়াও, চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্তমান শিরোপাধারী রিয়াল মাদ্রিদের আছেন তিনজন–লুকা মদ্রিচ, ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও করিম বেনজেমা। মনোনীতদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের ইংলিশ মিডফিল্ডার জুডে বেলিংহাম।

মনোনয়ন পাওয়া ১৪ ফুটবলার হলেন:
হুলিয়ান আলভারেজ, জুডে বেলিংহাম, করিম বেনজেমা, কেভিন ডি ব্রুইনা, আর্লিং হালান্ড, আশরাফ হাকিমি, রবার্ট লেভানদোভস্কি , সাদিও মানে, কিলিয়ান এমবাপ্পে, লিওনেল মেসি, লুকা মদরিচ, নেইমার, মোহাম্মদ সালাহ ও ভিনিসিয়স জুনিয়র।

সেরা কোচের মনোনয়ন পেলেন যারা : কার্লো আনচেলত্তি, দিদিয়ের দেশম, পেপ গার্দিওলা, ওয়ালিদ রেগরাগুই ও লিওনেল স্কালোনি।

বিসিবি কর্মকর্তাদের নিয়ে হঠাৎ বৈঠক পাপনের



স্পোর্টস ডেস্ক: শুক্রবার থেকে বিপিএলের চট্টগ্রামপর্ব শুরু হয়েছে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে। সাত দলের ক্রিকেটার, কোচ ও ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের গন্তব্য ও অবস্থান এখন বন্দরনগরীর রেডিসন ব্লু আর পেনিনসুলা হোটেল।

ঠিক এই সময় ঢাকায় ওয়েস্টিন হোটেলে বসেছে বিসিবির শীর্ষ কর্তাদের মেলা। বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন, প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন, পরিচালক জালাল ইউনুস, খালেদ মাহমুদ সুজন, ইসমাইল হায়দার মল্লিকসহ শীর্ষ কর্তারা রাজধানীর ওই পাঁচতারকা হোটেলে বৈঠক করেন।

চট্টগ্রামে বিপিএল রেখে সবাই হঠাৎ রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে সমবেত কেন? এনিয়ে চলছে গুঞ্জন, প্রাণচাঞ্চল্য। বৈঠক শেষে মাঠের বাইরের বিতর্ক-বিশৃঙ্খলা একপাশে সরিয়ে রেখে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকে (বিপিএল) সফল আয়োজন বলে দাবি বিসিবি গভর্নিং কাউন্সিলের। তাদের দৃষ্টিতে তেমন কোনো সমস্যাই হয়নি।

ঢাকার একটি হোটেলে বৃহস্পতিবার বিপিএল গভর্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসানও। সভা শেষে এক প্রশ্নের উত্তরে বিসিবির প্রধান নির্বাহী ও বিপিএল গভর্নিং বডির সদস্য নিজাম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'বিপিএল নিয়ে আজ আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় ছিল না।' তিনি বলেন, 'আমরা মিরপুরে প্রথম পর্বের আয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট। পরের পর্বগুলোও ভালোভাবে শেষ করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।'

ফিক্সিং নিয়ে ওঠা অভিযোগ দেখার জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিটি রয়েছে বলে জানান সিইও। তিনি জানান, জাতীয় দলের জন্য প্রধান কোচ নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। প্রধান কোচ নিয়োগ দেওয়ার পর সাপোর্টিং স্টাফদের নেওয়া হবে।

শেখ সোহেল বলেন, 'মাঠে যা হচ্ছে সেটা সবাই দেখছে। এরজন্য ম্যাচ রেফারি আছেন। আমরাও দেখছি। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কমিটি মিলে সভা হয়েছে। যেন সব কিছু ঠিকঠাক মতো এগোতে পারে। সব টুর্নামেন্টেই কিছু ভুল-ত্রুটি হয়। সেসব ঠিক করে কিভাবে সামনে এগিয়ে নেওয়া যায় সেজন্যই সবার সঙ্গে আলোচনা করেছি।'



বিগ ব্যাশে না খেলার হুমকি রশিদ খানের

স্পোর্টস ডেস্ক: হঠাৎ করেই আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ বাতিল করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আফগানিস্তানে নারীদের ক্রিকেট খেলায় তালেবান সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে আফগান সফর বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া। প্রতিবাদে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বিগ ব্যাশ লিগ না খেলার সিদ্ধান্ত নেন আফগান তারকা রশিদ খান। শুধু রশিদ খানই নন, নাভিন-উল হকও বিগ ব্যাশে না খেলার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

টুইট করে আফগান অধিনায়ক রশিদ খান লেখেন, 'ক্রিকেট আফগানিস্তানের একমাত্র আশা। রাজনীতিকে এটার বাইরে রাখা উচিত। অস্ট্রেলিয়া মার্চ মাসে আমাদের সঙ্গে খেলতে আসবে না শুনে আমি হতাশ। নিজের দেশের হয়ে খেলতে আমি গর্ব বোধ করি। বিশ্বমঞ্চে আমরা উন্নতি করেছি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এই না খেলার সিদ্ধান্ত আমাদের পিছিয়ে দেবে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নামা যদি এতই অস্বস্তির হয়, তাহলে আমি বিগ ব্যাশ খেলতে গিয়ে কোনও অস্বস্তি বাড়াবো না। বিগ ব্যাশে লিগে তাই ভবিষ্যতে আমি খেলব না।'

আফগানিস্তান পেসার নাভিন-উল হক টুইট করে লেখেন, 'বিগ ব্যাশ লিগে আর খেলব না। অস্ট্রেলিয়ার আচরণ শিশুসুলভ। এর আগে টেস্ট খেলেনি ওরা। এবার এক দিনের সিরিজ খেলতে চাইছে না। আমাদের দেশ যখন এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় সাহায্য প্রয়োজন ছিল আমাদের। দেশের একমাত্র আনন্দের জায়গা ক্রিকেট। সেটাও কেড়ে নিচ্ছে এরা।'

মার্চ মাসে ওয়ানডে সিরিজে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়া এবং আফগানিস্তানের।

সফর বাতিল করা প্রসঙ্গে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানায়, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া মেয়ে এবং ছেলেদের খেলাকে সমর্থন করে। আফগানিস্তানসহ পুরো বিশ্ব খেলার সুযোগ পাক, এটা চায় বোর্ড। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে মেয়েদের খেলার পরিস্থিতির উন্নতি করার সুযোগ করার জন্য রাজি অস্ট্রেলিয়া। সরকারের থেকেও সাহায্য পাচ্ছি আমরা।

টানা দ্বিতীয় জয়ে ওয়ানডে সিরিজও ভারতের

স্পোর্টস ডেস্ক: টি-টোয়েন্টির পর ওয়ানডে সিরিজও জিতে নিল ভারত। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জয় পায় স্বাগতিকরা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই খেলায় টানা জিতে এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিজেদের করে নেয় ভারত। বৃহস্পতিবার (১২ জানুয়ারী) কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে দারুণ খেলে শ্রীলংকা। এক উইকেটে ১০২ রান করা লংকান দলটি এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৩৯.৪ ওভারে ২১৫ রানে অলআউট হয়। শ্রীলংকার হয়ে সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন নুয়ান্দু ফার্নান্দো। ৩৪ বলে ৩৪ রান করেন কুশাল মেন্ডিস। ভারতের হয়ে হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন মোহাম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব। টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৬ উইকেট হারালেও ১০৩ বলে ৬৪ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন লোকেশ রাহুল। এছাড়া ৫৩ বলে ৩৬ রান করেন হার্দিক পান্ডিয়া। ৩৩ বলে ২৮ রান করেন শ্রেয়াস আইয়ার।





রাষ্ট্রপতি পদে যাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই: ওবায়দুল কাদের

ঢাকা ডেস্ক: রাষ্ট্রপতি পদে যাওয়ার যোগ্যতা তার নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আছেন, তিনি নিশ্চয় আলাপ-আলোচনা করছেন, খোঁজখবর নিচ্ছেন। সময় হলে জানতে পারবেন। তবে আমি আমার নিজেরটা জানি, ওই পদে (রাষ্ট্রপতি) যাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।

গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। 'জামায়াতের সঙ্গে সরকারের কোনো সমঝোতা হয়েছে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, কোনো সমঝোতা না। যেহেতু জামায়াত নিষিদ্ধের বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। সেহেতু ভিন্ন কোনো উদ্যোগ নেওয়া যুক্তিসংগত নয় বলে আমরা মনে করি। আমরা আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

জামায়াতকে নিয়েই বিএনপির যুগপৎ আন্দোলন। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, তা সবাই জানেন। জামায়াত ছাড়া বিএনপির টিকে থাকাই দুষ্কর। নেতিবাচক রাজনীতি করতে করতে বিএনপি যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে, তাদের বড় সমাবেশ, বড় মিছিল করতে হলে জামায়াতকে দরকার। জামায়াতের আবার একটি সমর্থক-কর্মীর ব্যাংক আছে। কাজেই সমাবেশ বড় করতে হলে, মিছিলে লোক বেশি আনতে হলে জামায়াত ছাড়া তাদের (বিএনপি) চলবে না।

ফরিদপুরে বিএনপির গণ-অবস্থান কর্মসূচিতে সংঘর্ষ নিয়ে জানতে চাইলে কাদের বলেন, বুধবার কোথাও সহিংস পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ফরিদপুরে যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে তাদের মিটিং থেকে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে সেটা বেশি দূর গড়ায়নি। সমাধান হয়ে গেছে। আর ময়মনসিংহে স্পটে কিছু হয়নি। তবে তাদের গাড়ি নাকি আক্রান্ত হয়েছে। ঢিল ছুড়েছে, এ রকম কিছু হয়েছে। ঢাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি।

বিএনপির সঙ্গে পালটা কোনো কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে কি-না জানতে চাইলে ওবায়দুল কাদের বলেন, ১০ জানুয়ারী কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা কর্মসূচি পালন করেছি। পরের দিন ১১ জানুয়ারি আমাদের কর্মসূচি ছিল। মহানগরী উত্তর-দক্ষিণ আমাদের যুবলীগ-ছাত্রলীগ, অন্য



সহযোগী সংগঠন, মফস্বলের উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচি পালন করেছি। এটি সবসময় হয়ে আসছে। এখানে পালটাপালটির কোনো বিষয় না।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমরা রাজপথে আছি। রাজপথ ছাড়ব না। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে, আমাদের বিক্ষোভ করার কিছু নেই। তবে শান্তি সমাবেশ করব। শান্তির শোভাযাত্রা করব। জনগণের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। আমরা সতর্ক অবস্থানে থাকব।

তিনি আরও বলেন, তারা (বিএনপি) কর্মসূচি দিতে পারে, তাদের দফা আছে। একবার বলে দশ দফা আবার বলে এক দফা। তারপর দেখলাম, ২৩ দল, আবার ৫৪ দল। এখন শুনলাম আবার ৫২ দল একসঙ্গে ১৬ জানুয়ারি কর্মসূচি পালন করবে। এখন তাদের এই জগাখিচুড়ি ঐক্যের শেষ কোথায়? পরিণতি আমরা গত নির্বাচনে দেখেছি। অতিবাম, অতিডান মিলেমিশে একাকার।

বিএনপির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, তাদের তো কোনো নেতা নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচনের নেতৃত্ব দেবেন। রাজনৈতিকভাবে তিনি আমাদের সভাপতি। তিনি আমাদের পরবর্তী নির্বাচনের নেতা। তাদের কে? তারা কখনো বলে বেগম জিয়া, কখনো বলে তারেক রহমান তাদের নেতা। কিন্তু তাদের নির্বাচন করার যোগ্যতা নেই। তারা অভিযুক্ত আসামি। কাকে তারা নেতা বানাবেন? গতবার কামাল হোসেন ছিলেন। পরে তাদের মানসম্মানও বিঘ্নিত হয়ে গেছে। সবাই জানেন, শেষ পর্যন্ত তিনিও (কামাল) হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এবার কী হবে, সময় বলে দেবে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

৬ মাসে এলসি খোলা কমেছে ২৬.৫০ শতাংশ

ঢাকা ডেস্ক: ডলার সংকট কাটাতে আমদানি নিয়ন্ত্রণে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কড়াকড়ির ফল বেশ কিছুটা মিলছে। আমদানি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরায় কমতে শুরু করেছে পণ্য আমদানির ঋণপত্র বা এলসি খোলার পরিমাণ। এতে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের ওপর চাপ কমছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পণ্য আমদানির হালনাগাদ তথ্যে দেখা গেছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) পণ্য আমদানিতে ঋণপত্র বা এলসি খোলা কমেছে ২৬.৫০ শতাংশ। আর একই সময়ে নিষ্পত্তি কমেছে ১.৫৬ শতাংশ। বর্তমান অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমদানি কমাকে দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা। তারা বলছেন, আমদানি কমলে ডলারের বাজারও স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

যদিও সম্প্রতি এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে (আকু) আমদানি বিল পরিশোধের পর বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ কমে ৩২ বিলিয়ন (৩ হাজার ২০০ কোটি)এর ঘরে নেমে এসেছে। গত রোববার দিন শেষে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.৫৭ বিলিয়ন (৩ হাজার ২৫৭ কোটি) ডলার। এর আগে বুধবার দিন শেষে রিজার্ভ ছিল ৩৩.৬৩ বিলিয়ন ডলার। গতকাল আকু'র নভেম্বর-ডিসেম্বর মেয়াদের ১১২ কোটি (১.১২ বিলিয়ন) ডলার পরিশোধ করা হয়। রোববার তা সমন্বয়ের পর ৩২.৫৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে।

সূত্রমতে, রিজার্ভের উপর চাপ কমাতে আমদানির দায় কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নতুন এলসি কমলেও আগের দায় পরিশোধের চাপের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ কমেনি। এদিকে মঙ্গলবার আসন্ন রমজানকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী এলসি খুলতে রাষ্ট্রায়ত্ত ৪ বাণিজ্যিক সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার।

ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসেন বলেন, এলসি খোলার পাশাপাশি এবার নিষ্পত্তির হারও কমতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসপণ্যের আমদানি অনেক কমেছে। এতে আমদানির খরচ কমে আসায় বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে খুব শিগগিরই স্থিতিশীলতা আসবে।

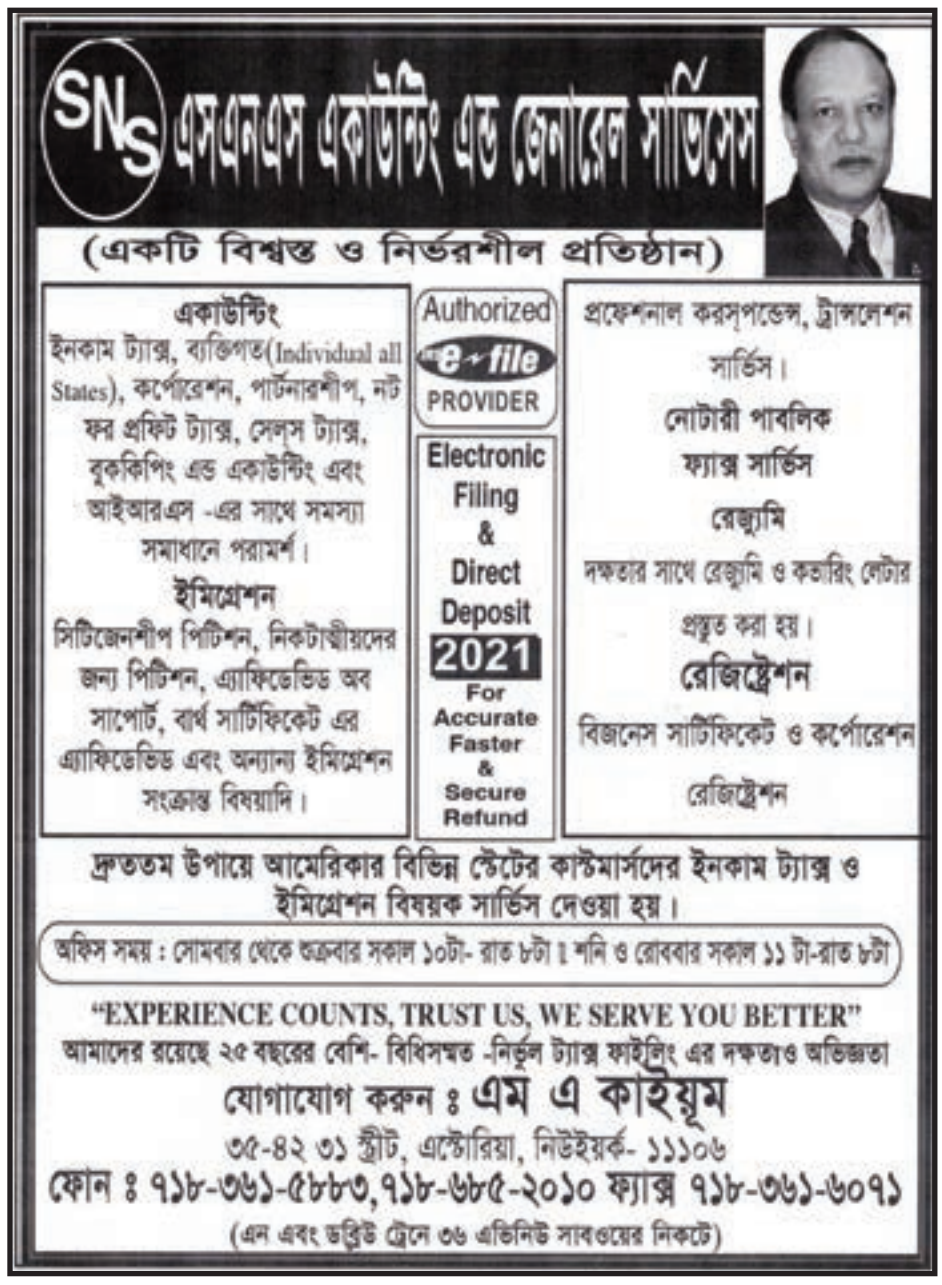
এলসি খোলার হার: বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আমদানির জন্য ৩ হাজার ২৩৯ কোটি ডলারের এলসি খুলেছেন ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তারা। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬.৫০ শতাংশ কম। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে এলসি খোলার পরিমাণ ছিল ৬৩৯ কোটি ডলার। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে খোলা হয় যথাক্রমে ৬৬২ কোটি ও ৬৫১ কোটি ডলারের এলসি। অক্টোবরে তা এক ধাক্কায় ৪৭৪ কোটি ডলারে নেমে আসে। নভেম্বরে সেটা আরও কমে ৪০২ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। ডিসেম্বরে সেটা সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১১ কোটি ডলার।

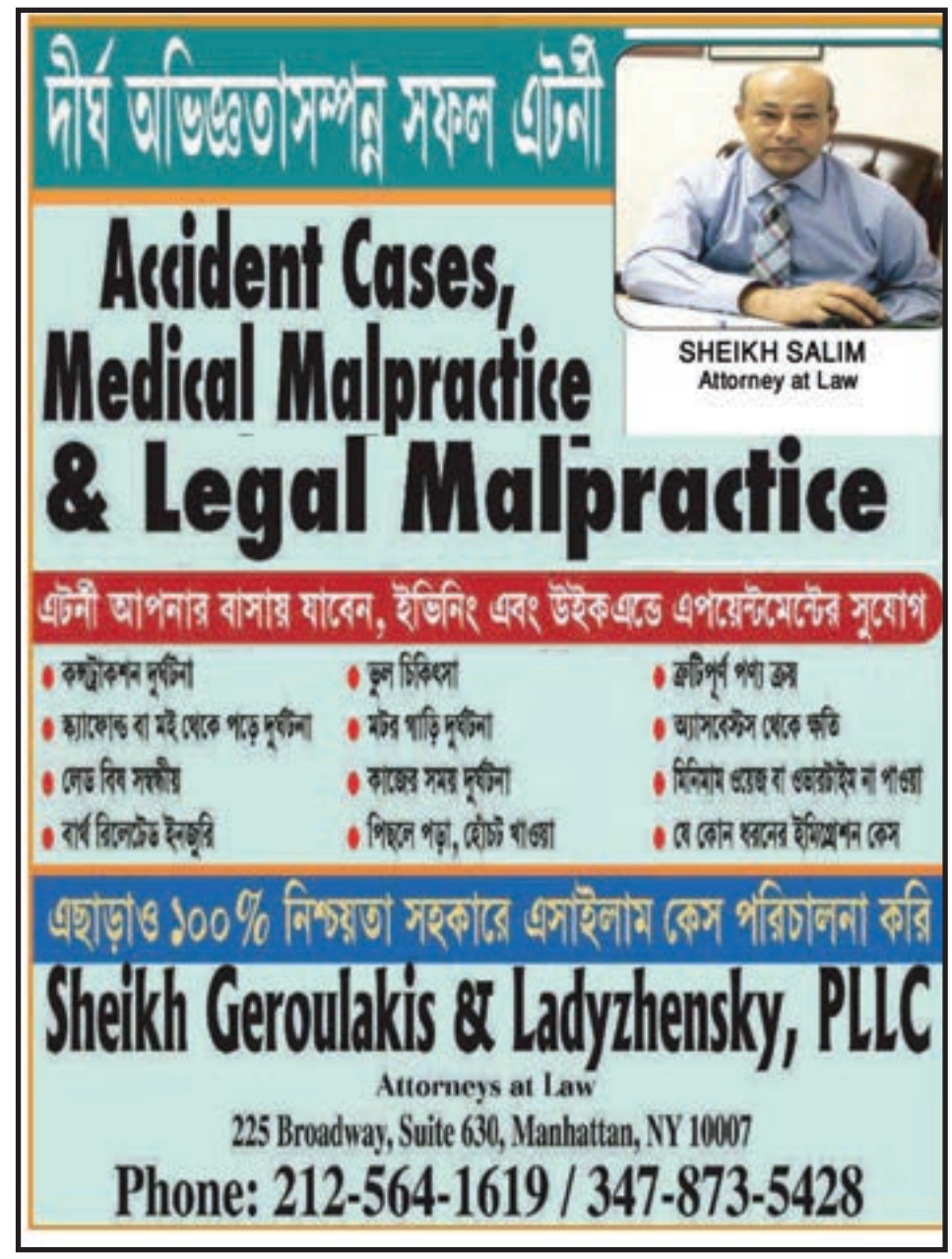
এদিকে অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে এলসি নিষ্পত্তি হয়েছে ৩ হাজার ৭৭৮ কোটি ডলার। যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৩ হাজার ৮৩৮ কোটি ডলার। সেই হিসাবে এলসি নিষ্পত্তি কমেছে ১.৫৬ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এলসি খোলার সঙ্গে সঙ্গে কোনো পণ্য আমদানি হয় না। বেশিরভাগ এলসি'র দেনা পরিশোধ হয় পণ্য দেশে আসার পর। অবশ্য সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বেশিরভাগ আমদানি হচ্ছে বায়ার্স ক্রেডিট বা ডেফার্ড পেমেন্টের মাধ্যমে। এ উপায়ে পণ্য পাওয়ার পর নির্ধারিত সময় শেষে এলসি'র দায় পরিশোধ করতে হয়।

এর আগে আমদানি কমাতে প্রথম পদক্ষেপ নেয়া হয় ১৭ই এপ্রিল। ওইদিন এক সার্কুলারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শিশুখাদ্য, জ্বালানিসহ অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য, জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী শিল্প এবং কৃষিখাত সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানি ছাড়া অন্য সব পণ্য আমদানির বিপরীতে ঋণপত্র স্থাপনের (এলসি) নগদ মার্জিন হার ন্যূনতম ২৫ শতাংশ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর ১০ই মে বিলাসপণ্য আমদানি কমাতে আরও কড়াকড়ি আরোপ করে আরেকটি সার্কুলার জারি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

সর্বশেষ গত ৫ই জুলাই আরও কড়াকড়ি আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সব ধরনের মোটরকার, হোম অ্যাপ্লায়েন্স হিসেবে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিকস সামগ্রী, প্রসাধনী, স্বর্ণালঙ্কার, তৈরি পোশাক, গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক সামগ্রী বা হোম অ্যাপ্লায়েন্স, পানীয়সহ বেশকিছু পণ্য আমদানিতে এখন থেকে ব্যাংক থেকে কোনো ধরনের ঋণ সুবিধা পাবেন না আমদানিকারকরা। এসব পণ্যের আমদানি ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে শতভাগ নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করতে হবে, এর আগে যা ছিল ৭৫ শতাংশ।







Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

মুদ্রানীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই বড় চ্যালেঞ্জ

ঢাকা ডেস্ক: নতুন মুদ্রানীতি অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ব্যাংকের পর্ষদসভায় এটি অনুমোদন দেওয়া হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রকাশ করা হয় রোববার। এবারও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে মুদ্রানীতিতে। গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্ষদসভায় পরিচালক ও ডেপুটি গভর্নররা উপস্থিত ছিলেন। জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, বরাবরের মতো এবারও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই বড় চ্যালেঞ্জ। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নতুন মুদ্রানীতি পাশ করেছে। রোববার তা ঘোষণা করা হবে।

জানা যায়, একদিকে বাজারে তারল্য সংকট, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ-এ দুই চ্যালেঞ্জ নিয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারী-জুন) নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, ১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে 'মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট (এমপিএস)' প্রকাশ করবেন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার। গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটা তার প্রথম মুদ্রানীতি ঘোষণা। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নরসহ বিএফআইইউ-এর প্রধান কর্মকর্তা, চিফ ইকোনমিস্ট, গবেষণা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও সহকারী মুখপাত্র উপস্থিত থাকবেন।

আগে সাধারণত সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মুদ্রানীতি ঘোষণা করতেন। কিন্তু করোনার কারণে গত দুই বছর আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া শুধু ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক আগে প্রতি ছয় মাসের আগাম মুদ্রানীতি ঘোষণা করলেও গত দুই অর্থবছর তা এক বছরের জন্য করা হয়।

তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতি অনলাইনের পরিবর্তে সরাসরি ঘোষণা করেন বিদায়ি গভর্নর ফজলে কবির। নতুন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার দায়িত্ব নেওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয় আগের মতো আবারও ছয় মাস পরপর মুদ্রানীতি ঘোষণা হবে। অবশ্য বছরে দুটি মুদ্রানীতি দেওয়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত রয়েছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মুদ্রানীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ঋণ, মুদ্রা সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ, বৈদেশিক সম্পদ কতটুকু বাড়বে বা কমবে এর একটি পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

নতুন মুদ্রানীতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও তারল্য সরবরাহ ঠিক রাখা মুদ্রানীতির মূল কাজ। সেভাবেই সব সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, ডলারের সংকট চলছে। আবার ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রি করায় প্রচুর টাকা চলে এসেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। কমেছে টাকার সরবরাহ। ফলে তারল্য সংকটে পড়েছে বেশকিছু ব্যাংক। এ অবস্থায় বাজারে টাকার প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে মূল্যস্ফীতি মোকাবিলা করাও বড় চ্যালেঞ্জ। এ দুটির সমন্বয় করে কিছুটা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির দিকে জোর দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিনিয়োগের পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাত, বিশেষ করে কৃষি খাতে ঋণ সরবরাহ বাড়াতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নতুন নীতিতে।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতিকে ৫ দশমিক ৬ শতাংশের মধ্যে রাখার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। কিন্তু সবশেষ নভেম্বর শেষে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এদিকে বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার ব্যাংক ঋণে ঝুঁকছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২) নতুন করে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে ঋণ দিয়েছে ৬৫ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা।

এ সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ শোধ করেছে ৩৩ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা। ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের নিট ঋণ ৩২ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক আগামী জুন পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করেছে ১৪ দশমিক ১০ শতাংশ। আগের মুদ্রানীতিতে যা ১৪ দশমিক ৮০ শতাংশ ছিল। মূলত সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ বৃদ্ধির প্রবণতা বিশ্লেষণ করে মুদ্রানীতিতে প্রাক্কলন কিছুটা কমানো হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের পঞ্চম মাস নভেম্বরে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি ১৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। আগের মাস অক্টোবর শেষে যা ছিল ১৩ দশমিক ৯১ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ১৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। আগস্টে ছিল ১৪ দশমিক ০৭ শতাংশ এবং জুলাইয়ে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

বিশ্ব মন্দা ও ডলারের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব

সরকারের ৯ খাতের ব্যয়ে কঠোর মনিটরিং

ঢাকা ডেস্ক: বিশ্ব মন্দা ও ডলারের উর্ধ্বমুখী মূল্যের ঢেউয়ের প্রভাব মোকাবিলায় বাজেটে থোক বরাদ্দসহ ৯ খাতের ব্যয়ের ক্ষেত্রে কঠোর হচ্ছে অর্থ বিভাগ। বরাদ্দের বেশি বা বিধিনিষেধ এড়িয়ে ব্যয় বন্ধ করতে এসব খাতে মনিটরিং জোরদার করা হচ্ছে। পাশাপাশি আগামী জুন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যয়ের পরিকল্পনা চাওয়া হয়েছে সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কাছে। পুরো প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়নের জন্য বৃহস্পতিবার থেকে অর্থ বিভাগ ধারাবাহিক বৈঠক শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে। এর আগে কৃচ্ছ্রসাধন কর্মসূচির আওতায় বিদেশ ভ্রমণসহ ছয়টি খাতের ব্যয় স্থগিত এবং পাঁচ খাতের ব্যয় হ্রাস করে অর্থ মন্ত্রণালয়। সেখান থেকে বড় অঙ্কের অর্থ সাশ্রয় হবে।

সূত্র জানায়, ব্যয়ে কঠোর নজরদারির মাধ্যমে চলতি বাজেট থেকে কমপক্ষে ২০ হাজার ৯৩ কোটি টাকা ব্যয় কমানোর চিন্তা রয়েছে অর্থ বিভাগের। এ ব্যয়হ্রাসের পর সংশোধিত বাজেটের আকার ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি থেকে কমে ৬ লাখ ৫৭ হাজার ৯৭১ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত অর্থ বিভাগের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, ব্যয় করতে হলে আয় থাকতে হয়। এ বছর রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হচ্ছে না। অপরদিকে ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমদানিসহ অন্যান্য ব্যয় বেড়েছে। ফলে ব্যয় ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখতে কয়েকটি খাতের বরাদ্দ নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

এ বিষয়ে সাবেক অর্থসচিব (সিনিয়র) মাহবুব আহমেদ বলেন, অর্থনীতিতে শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্ব একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। ব্যয় কমাতে সরকার কৃচ্ছ্র সাধনের উদ্যোগ নিয়েছে। কারণ, যে অনুপাতে রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা, সেটি হচ্ছে না। এজন্য ব্যয়ে কঠোর নজরদারির পাশাপাশি রাজস্ব আয় বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

সূত্রমতে, কঠোর নজরদারির আওতায় আনা খাতগুলো হচ্ছে-বৈদেশিক ঋণ ও ঋণের সুদ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাঁদা পরিশোধ খাত। এছাড়া বাজেটে থোক বরাদ্দ, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতনভাতা, পিআরএল ও শ্রান্তি বিনোদনসংক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেছনে ব্যয়। পাশাপাশি সরকারের গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিফোন খাতের বিল পরিশোধ, ভূমি উন্নয়ন কর, জ্বালানি খাতে ব্যয় খাতও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে মার্কিন ডলার সংকট সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এক ডলারের মূল্য ৮৮ টাকা থেকে ১১৯ টাকা পর্যন্ত ওঠে। যদিও সরকারিভাবে এটি এখন আমদানি ব্যয়ের ক্ষেত্রে ১০৪.৬৮ টাকা ধরা আছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে এক ডলারের পেছনে টাকার মান কমেছে প্রায় ১৭ টাকা। যার প্রভাব গিয়ে পড়েছে বৈদেশিক ঋণ ও ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে। সূত্রমতে, মন্ত্রণালয়গুলোকে বৈদেশিক ঋণ ও ঋণের সুদ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাঁদা পরিশোধের ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে অর্থ বিভাগ। এই তিনটি খাতে চলতি বাজেটের শুরুতে বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা সংস্থান রাখতে বলা হয়েছে সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে।

এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত অর্থ বিভাগের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, চলতি বাজেট প্রণয়নের সময় (এপ্রিল-জুন) প্রতি ডলারের মূল্য ৮৬ টাকা ধরে সব ধরনের হিসাবনিকাশ করা হয়। এখন ডলারের মূল্য ১০৪ টাকা। আর বৈদেশিক ঋণ, ঋণের সুদ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা পরিশোধের ক্ষেত্রে বেশি দাম দিয়ে ডলার কিনতে হবে সরকারকে। এতে ব্যয়বৃদ্ধির কারণে মন্ত্রণালয়গুলোর টাকা বেশি দরকার হবে।

সূত্র আরও জানায়, এ বছর বাজেটের থোক বরাদ্দের টাকা ব্যয় করতে নিরুৎসাহিত করছে অর্থ বিভাগ। এ খাতে ৭ হাজার ৬৮৪ কোটি টাকা সংরক্ষণ রাখা আছে। থোক বরাদ্দের টাকা ব্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আলাদা কোড আছে। ওই কোড থেকে থোক বরাদ্দের টাকা সরিয়ে আনা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। কৃচ্ছ্রসাধন কর্মসূচির আওতায় থোক বরাদ্দের অর্থ ব্যয় না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থ বিভাগ।

এদিকে নির্বাচন সামনে রেখে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই-এটি সংসদে বলেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নগদ মজুরি ও বেতন খাতে আর বাড়ছে না। এ বছর ৩৯ হাজার ৬৬১ কোটি টাকা বেতন খাতে বরাদ্দ আছে। অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ দিয়ে বলেছে, যেহেতু বেতন খাতে বরাদ্দ বাড়বে না, তাই বিষয়টি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করতে হবে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেলপস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যালমন স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সাংবাদিক লাবলু আনসারের বক্তব্য ভাইরাল, কমিউনিটিতে তোলপাড়

(শেষের পাতার পর)

আকস্মিকভাবে নিজেকে 'মুক্তিযোদ্ধা দাবী' আর দীর্ঘ ২২ বছর কমব্রত সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকার মালিক সম্পর্কে অতি সম্প্রতি তার 'বির্তকিত বক্তব্য' নিয়ে কমিউনিটিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তার দাবী তিনি মুক্তযোদ্ধা এবং জামালপুরে যুদ্ধ করেছেন এবং সাপ্তাহিক ঠিকানার মালিক রাজাকার। তার দাবী তিনি নিউইয়র্কে মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সভাপতি। বিভক্ত আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব নিউইয়র্ক-এর সাবেক সভাপতি। বর্তমানে তিনি ঢাকার বসুন্ধরা গ্রুপের অন্যতম প্রিন্ট মিডিয়া বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর উত্তর আমেরিকা সংস্করনের (সাপ্তাহিক) নির্বাহী সম্পাদক। তার সাবেক কর্মস্থল সাপ্তাহিক ঠিকানা। সেখানে তিনি টানা ২২টি বছর বিভিন্ন পদে থেকে কাজ করেছেন। রিপোর্টার থেকে শুরু করে সম্পাদকের দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করেছেন।

সাংবাদিক লাবলু আনসার সম্প্রতি পবিত্র ওমরাহ হজ্ব পালন শেষে বাংলাদেশ সফরে যান। দেশে নিজ জেলা জামালপুরে স্থানীয় প্রেসক্লাবের দেয়া এক সংবর্ধনায় সাপ্তাহিক ঠিকানা-কে 'রাজাকারদের পত্রিকা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার এই বক্তব্যের ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

ইতিপূর্বে কমিউনিটির অনেকেই সাংবাদিক লাবলু আনসারের দাবী 'তিনি মুক্তিযোদ্ধা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কমান্ডের অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা তার দাবীকে 'ভুয়া হিসেবে' পাল্টা দাবী করেছেন। সর্বশেষ অতি সম্প্রতি কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, উদীচী যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস সাংবাদিক লাবলু আনসারের মুক্তিযোদ্ধার দাবী প্রসঙ্গে তার ফেসবুক পেজে একটি দীর্ঘ স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যা নিয়েও কমিউনিটিতে ঝড় উঠেছে।

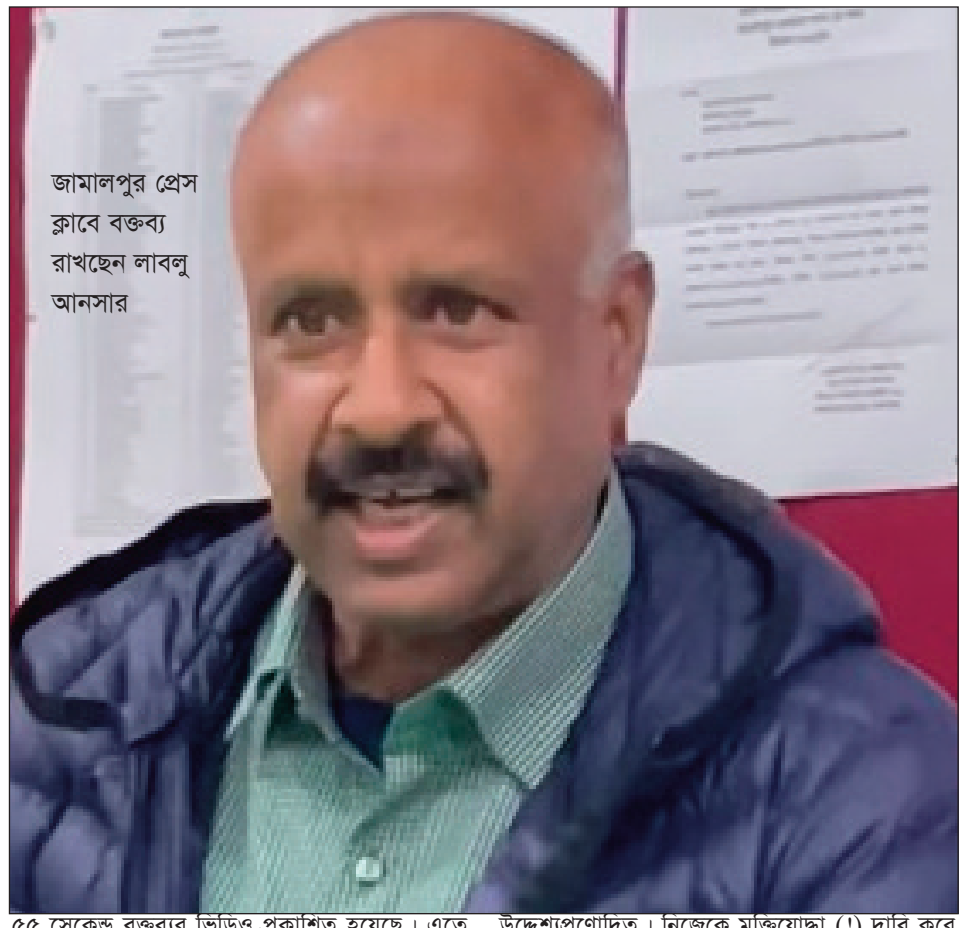
উল্লেখ্য, সাংবাদিক লাবলু আনসার যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাস জীবনের আগে বাংলাদেশে নিজ জেলা জামালপুরের দৈনিক বাংলা (অধুনালুপ্ত) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এর জেলা সংবাদদাতা ছিলেন। তৎকালীন সময়ে বিএনপি'র মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদারের (মরহুম) সাথে তার (লাবলু আনসার) বিরোধ হয় এবং তিনি প্রবাসে চলে আসেন বলে কমিউনিটিতে জনশ্রুতি রয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ প্রকাশিত নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক আজকাল-এ 'ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ কমিউনিটি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এর আগে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তার ফেসবুক পেইজে '৯ বছর বয়সে সাংবাদিক লাবলু আনসার মুক্তিযোদ্ধা ও নিউইয়র্কের দু'নম্বারী মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশ করেন। যা নিয়ে কমিউনিটিতে তোলপাড় শুরু হয়। তবে সাংবাদিক লাবলু আনসার তার বিরুদ্ধে উঠা 'ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা'র অভিযোগ বিষয়ে কোন বক্তব্য বা প্রতিবাদ দেননি।

এদিকে সাপ্তাহিক ঠিকানা ও ঠিকানা'র মালিক সম্পর্কে সাংবাদিক লাবলু আনসারের বক্তব্যও প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাবেক এমপি এম এম শাহিন। লাবলু আনসারের বক্তব্য ও এম এম শাহিনের প্রতিক্রিয়া এখন নিউইয়র্ক সিটিতে টক অব দ্য কমিউনিটিতে পরিনত হয়েছে। হককথা'র পাঠকদের জন্য ভাইরাল ভিডিও এবং এম এম শাহিনের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হলো।

লাবলু আনসারের বক্তব্য:

জামালপুর প্রেসক্লাবে সাংবাদিক লাবলু আনসারের মাত্র



জামালপুর প্রেস ক্লাবে বক্তব্য রাখছেন লাবলু আনসার

৫৫ সেকেন্ড বক্তব্যর ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। এতে লাবলু আনসার বলেন- 'ঠিকানা পত্রিকায় কাজ করেছি, সেটা হলো রাজাকারের পত্রিকা। কিন্তু আমি যখন আমার কথা বলছি তখন আমি আমার কথাই বলছি, মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছি। কিন্তু সাংবাদিকতার প্রয়োজনে, জীবিকার প্রয়োজনে সেটা আমি তখন ঐভাবে করছি কিন্তু কখনোই এই ২২ বছরে ঐখানে চাকরি করা অবস্থায় কখনোই আমার নিজের নামে কোন আর্টিকেল ওখানে ছাপিনি। এটার জন্য ঐ মালিক পক্ষ বহুবার বলেছেন যে আপনি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ হচ্ছে একটা লেখা দেন। আমি বলেছি আমার নামে লেখার মতো কিছু নেই। সুতরাং অটুট রাখার চেষ্টা করছি এবং ফাইনালি আমি কাজ করছি। এখন আমি আমার। দুই হাত খুইলা লিখছি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসে কি হচ্ছে, কি করা দরকার, ষড়যন্ত্র চলছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, এভরি আমি এখন সরাসরি লিখি।'

এম এম শাহিনের প্রতিক্রিয়া

এম এম শাহিন নিজস্ব ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন "সাংবাদিক লাবলু আনসার : যেই থালায় খায় সেই থালা ফুটো করা যার স্বভাব। জামালপুর প্রেসক্লাবের এক অনুষ্ঠানে গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক লাবলু আনসার, যিনি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বহির্বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র ঠিকানায় দীর্ঘ ২২ বছর কর্মরত ছিলেন। ঠিকানা ছেড়ে বর্তমানে তিনি কর্মরত আছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের আমেরিকা সংস্করণে। ওই অনুষ্ঠানে জামালপুরের স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লাবলু আনসার ঠিকানা সম্পর্কে এমন এক আপত্তিকর কথা বলেন, যা চরম মানহানিকর, অসত্য, ধৃষ্ঠতাপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা (!) দাবি করে তিনি বলেন, ঠিকানা রাজাকারদের পত্রিকা। বাঁচার তাগিদে ওই পত্রিকায় দীর্ঘ ২২ বছর চাকরি করলেও কোনো দিন তার স্বনামে কোনো সংবাদ বা লেখা তাতে ছাপা হয়নি।

লাবলু আনসারের ওই ঢাহা মিথ্যা কথাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তার সম্পর্কে শুধু একটি শব্দই প্রযোজ্য, অকৃতজ্ঞ।

২২ বছর যে থালায় খেল, তাকে মুহূর্তের মধ্যে ফুটো করে দেওয়া একমাত্র লাবলুর মতো অকৃতজ্ঞদের পক্ষেই সম্ভব। আর তার স্বনামে ঠিকানার পাতায় অসংখ্য লেখা ছাপা হয়েছে, যা ঠিকানা কর্তৃপক্ষের হাতে সংরক্ষিত আছে। মুখে মিথ্যার ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে মানুষকে সাময়িক বিভ্রান্ত করা যায়, কিন্তু ছাপার অক্ষরকে তো আর অস্বীকার যায় না। লাবলু আনসারের নামে ঠিকানায় প্রকাশিত একেকটি লেখা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তিনি কত বড় মিথ্যাবাদী ও বেইমান।

আজ থেকে তিন দশক আগে সাংবাদিকতার এবিসি শিখে নিউইয়র্কে পাড়ি জমিয়ে যখন এক বেলা পেটের ভাতের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে লাবলু আনসারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল ঠিকানা। ঠিকানা তাকে দিয়েছিল অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। ঠিকানাই তাকে হাতেকলমে সাংবাদিকতার পাঠ দিয়েছিল। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিচর্যার মাধ্যমে অচেনা-অখ্যাত এক লাবলুকে ঠিকানাই পরিচিত করে তুলেছিল প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে। ঠিকানাই তাকে দিয়েছিল একের পর এক পরিচিতি। সাধারণ একজন রিপোর্টার থেকে শুরু করে সিনিয়র রিপোর্টার, বার্তা সম্পাদক এবং সর্বশেষ সম্পাদকের মতো আসনে ঠিকানাই তাকে বসিয়েছিল। কিন্তু এত সুখ-সম্মান-সমৃদ্ধি লাবলুর মতো অকৃতজ্ঞ, লোভী, অহংকারী, নির্লজ্জ, অপদার্থ বহন করতে ব্যর্থ হলো। দিনকে দিন তার চাওয়া-পাওয়ার উদগ্র বাসনা তাকে মানুষরূপী পিচাশে পরিণত করল। অতি লোভী লাভলু ঠিকানার মতো পত্রিকার সম্পাদক পদ ছেড়ে তিনি যোগ দিলো বাংলাদেশ প্রতিদিনের নিউইয়র্ক সংস্করণের নির্বাহী সম্পাদক পদে। একটি পত্রিকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সম্পাদক। পত্রিকার সকল সফলতা-ব্যর্থতা সম্পাদকের ওপরই বর্তায়। ঠিকানা যদি রাজাকারদের পত্রিকাই হয়, তাহলে লাবলু আনসার ঠিকানার সম্পাদকের মতো সর্বোচ্চ পদে আসীন থেকে নিজেকে কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করতে পারেন? একজন মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে কি ২২ বছর ধরে কোনো রাজাকারের পত্রিকায় কাজ করা সম্ভব? আসলে প্রতিহিংসাপরায়ণ লাবলু ঠিকানার সঙ্গে পেরে উঠতে না পারায় এখন আবোলতাবোল বকছেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি, স্বার্থ ফুরোলে যিনি বাবাকেও ভুলে যান। সিলেটি একটি প্রবাদ আছে "কার হগদায় খাওগো বান্দি ঠাকুর চিনো না"

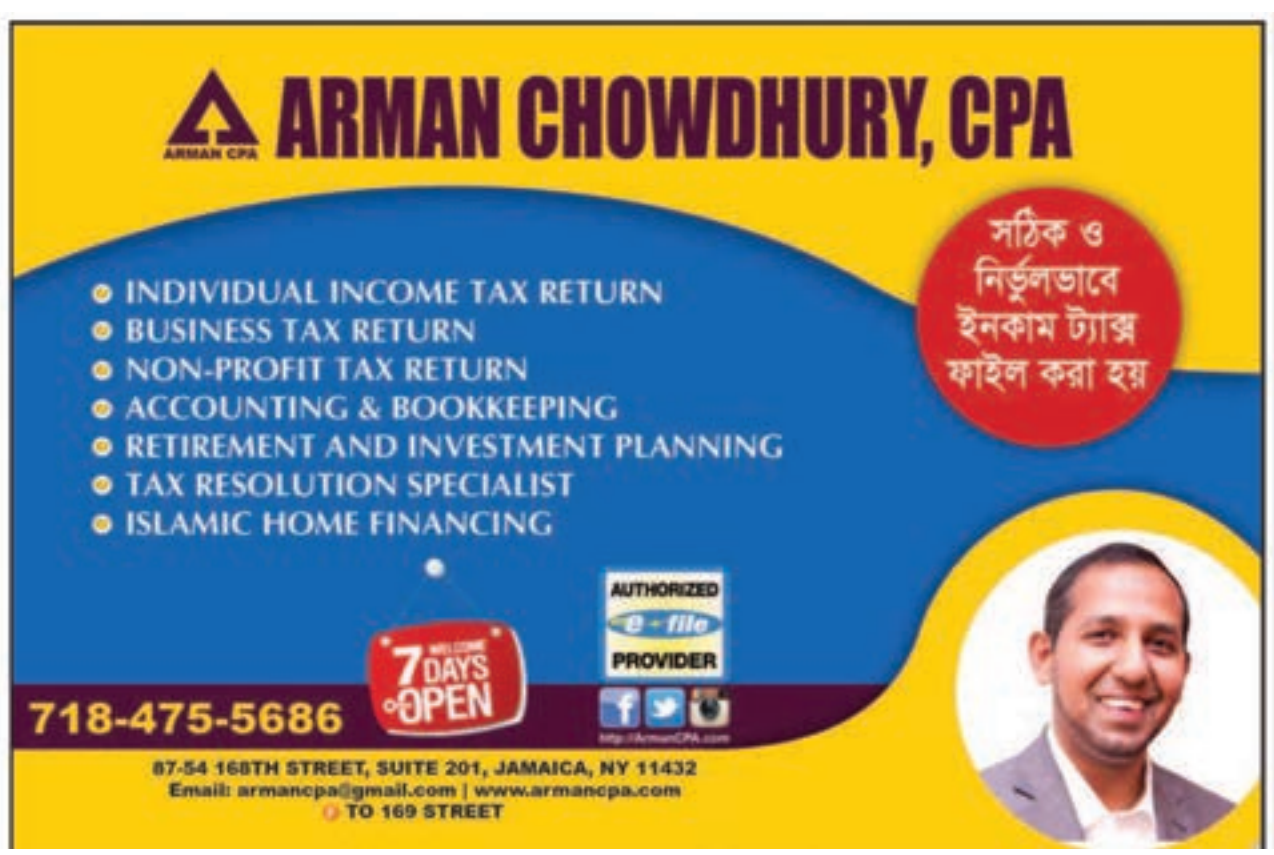
বাংলার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ শেরেবাংলা একে ফজলুল হক বলেছিলেন, একেবারে নিঃস্ব কাউকে সাহায্য করলে সঙ্গে তার হাতে একটি লাঠিও দিয়ে দিয়ো। কারণ বড় হয়ে একদিন ওই ব্যক্তি উপকারীর পিঠেই প্রথম লাঠির আঘাতটা করবে। লাবলু আনসারের ক্ষেত্রে শেরেবাংলার এই উক্তি একেবারেই যথার্থ। ঠিকানা ছেড়ে দিয়ে লাবলু শুরুতেই নেমে পড়লেন ঠিকানার বিষোদগারে। কিন্তু প্রবাসীদের প্রিয় মুখপত্র ঠিকানাকে হার মানাতে গিয়ে তিনি নিজেই কাহিল হয়ে পড়লেন। ঠিকানার সঙ্গে কোনোভাবেই না পেরে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিলেন মিথ্যার। বললেন, ঠিকানা রাজাকারের পত্রিকা।

অথচ একুশের চেতনা বুকে ধারণ করে আজ থেকে প্রায় ৩৪ বছর আগে ঠিকানার জন্ম। দলমত-নির্বিশেষে প্রবাসীমাত্রই জানেন, ঠিকানা কারো তাঁবেদারি করে না। ঠিকানা কোনো ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের লিফলেট নয়। ঠিকানা কথা বলে প্রবাসীদের পক্ষে, বাংলা ভাষার পক্ষে, বাংলাদেশের পক্ষে। আর যে পরিবারের হাতে ঠিকানা প্রতিষ্ঠিত, সেই পরিবারটি একটি মুক্তিযোদ্ধা পরিবার। একটি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের হাতে প্রতিষ্ঠিত একটি পত্রিকার গায়ে রাজাকারের তকমা এঁটে দেওয়া লাবলু আনসারের মতো অর্বাচীন, বিবেকবর্জিত, নীতিভ্রষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ঠিকানা নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে, এখনো হচ্ছে। লাবলু আনসারদের মতো গুটি কয়েক কুচক্রীর হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা বরাবরই সইতে হচ্ছে। কিন্তু সূর্যকে যেমন মেঘ ঢেকে রাখতে পারে না, ঠিকানার এগিয়ে চলাও তেমনি কোনো চোখরাঙানি, চক্রান্ত ও হীনম্মন্যতা রুদ্ধ করতে পারেনি। একুশের জাতক ঠিকানা সব সংকট সততা, ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আমার বিশ্বাস, অকৃতজ্ঞ লাবলু আনসাররা একদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেই আর পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, লেখক, শুভাকাঙ্খীদের ভালোবাসা ও সমর্থনে ঠিকানা তার শীর্ষ অবস্থান অটুট রেখে এগিয়ে যাবে যুগ-যুগান্তর।"

এদিকে এই রিপোর্ট লেখার সময় সাংবাদিক লাবলু আনসার বাংলাদেশে থাকায় তার সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। ফলে তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি। তিনি নিউইয়র্কে ফেরার পর তার বক্তব্য নিয়ে তা হককথা'য় প্রকাশ করা হবে।





মানবাধিকার, অপচয়-অপব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগ

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

মানবিক-মানসিক-সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি, সাম্য এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে সব ধর্মের মহান শিক্ষায় এ সত্য প্রতিফলিত হয় যে, কোনো মানুষ অপর মানুষকে যেন নিচু ও ঘৃণ্য মনে না করে বরং নিজের বংশগত মর্যাদা, পরিবার অথবা ধনসম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা, এগুলো প্রকৃত গর্বের বিষয় নয়। এহেন গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সব ধর্মের শিক্ষা হলো সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র অথবা ধনদৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ সৃষ্টিকর্তা রেখেছেন, তা গর্বের জন্য নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য।

আল কুরআনে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক রীতিনীতি নির্দেশ করা হয়েছে- 'তাদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোনো কাজে আসে না। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত' (১০ সংখ্যক সূরা ইউনুস, আয়াত ৩৬)। 'তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যে মু-মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান করা থেকে দূরে থাকো, কারণ অনুমান কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং অপরের পশ্চাতে নিন্দা করে না' (৪৯ সংখ্যক সূরা হুজুরাত, আয়াত ১১-১২)। আয়াতগুলোতে ১. অনুমান করা ২. কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করা ৩. কাউকে ঠাট্টা ও উপহাস করা ৪. কাউকে দোষারোপ করা এবং ৫. কারো পশ্চাতে নিন্দা করা বা গীবতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুমান বা ধারণা করা থেকে বিরত থাকার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব কোন ধারণা পাপ তা জানা জরুরি সাব্যস্ত করতে সাবধানতা অবলম্বনের এ নির্দেশ। কুরতবি তার তাফসিরে নিখেছেন- নিষিদ্ধ ধারণা বলতে এ ক্ষেত্রে যেমন অপবাদ বোঝানো হয়েছে। কোনো ব্যক্তির প্রতি শক্তিশালী প্রমাণ ছাড়া কোনো দোষ আরোপ করা।

কারো গোপনীয় বিষয় বা দোষ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে ভাষ্য এই যে, যে দোষ প্রকাশ্য তা ধরা যায়, কিন্তু যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা উচিত কর্ম নয়। হাদিস শরিফে আছে রাসূল সা: বলেছেন, 'মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।' কাউকে ঠাট্টা বা উপহাসের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির দেহে, আকার আকৃতিতে কিংবা কর্মকাণ্ডে কোনো দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়েও কারো হাসাহাসি বা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা এটা হয়তো জানা নেই যে, এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর কাছে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করিম সা:-এর একটি হাদিস বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 'আল্লাহ্ মুসলমানদের আকার আকৃতি ও ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন।' কারো দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে তিরস্কার করাকে আত্মঘাতী প্রবণতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। 'একে অপরের প্রতি দোষারোপ'কে 'একে অন্যকে হত্যা করা'র সাথে সমার্থক আকারে প্রকাশ করার রহস্য এ কথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা যেমন নিজেকে হত্যা করার শামিল, তেমনি কেউ অন্যের দোষ বের করলে সেও তার দোষ বের করবে। পারস্পরিক দোষারোপের ফলে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। সুস্থ ও সম্মানজনক সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে এক দুঃখজনক প্রতিবন্ধকতা।

যেকোনো সমাজ সংসার অর্থনীতিতে অপচয় অপব্যয় ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামগ্রিক অবয়বে অনির্বচনীয় দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সময়, সম্পদ ও সুযোগের সুষম ব্যবহারের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। আল কুরআনে অপচয়, অপব্যয় ও অমিতচার থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'এবং যারা মানুষকে দেখাবার জন্য তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ আখিরাতে বিশ্বাস করে না; আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না, আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ' (৪ সংখ্যক সূরা নিসা, আয়াত ৩৮)। 'অপচয় করবে না, কারণ আল্লাহ্ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না' (৬ সংখ্যক সূরা আল আনআম, আয়াত ১৪১)। 'হে বনি আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করবে। আহার করবে ও পান করবে। কিন্তু অমিতচার করবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না' (৭ সংখ্যক সূরা আরাফ, আয়াত ৩১)। আত্মীয়স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় 'কৃতঘ্ন' (১৭ সংখ্যক সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৬-২৭)। 'এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়' (২৫ সংখ্যক সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৭)। অপব্যয়ের ফলে স্বভাবত অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায্য দায় পরিশোধে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে বলে ব্যয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুষম অবস্থা অবলম্বনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। সম্পদ সসীম, চাহিদা অসীম। সসীম সম্পদের সুষম ব্যবহারের দ্বারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা মেটানো যেখানে জরুরি সেখানে অপব্যয়ের অবকাশ নেই। ব্যষ্টির অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা। অপব্যয় অপচয়ে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়, বৈষম্য প্রকাশ্য হয়ে ওঠে ভোগ ও বণ্টন প্রক্রিয়ায়।

পানাহারের ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনী-য়তা অনস্বীকার্য। ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চেয়ে অধিক খাদ্যগ্রহণ অনুচিত। ফিকাহবিদরা উদরপূর্তি ও অস্বাভাবিক ভক্ষণ করাকে না-জায়েজ লিখেছেন। হজরত উমর (রা:) বলেন, 'বেশি পানাহার থেকে বেঁচে থাকো। কারণ অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, নানান রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী।'

পানাহারের ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চেয়ে অধিক খাদ্যগ্রহণ অনুচিত। ফিকাহবিদরা উদরপূর্তি ও অস্বাভাবিক ভক্ষণ করাকে না-জায়েজ লিখেছেন। হজরত উমর (রা:) বলেন, 'বেশি পান-াহার থেকে বেঁচে থাকো। কারণ অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, নানান রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী।'

কুরআনে তাদের শয়তানের দোসর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার অনুপ্রেরণা জোগায়, অথচ তারা অপচয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। অন্যের অধিকার, প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দোষণীয় তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাণ্ড যারা একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে তাদের আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। হাদিসে এমন কাজকে শিরিক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদে সঙ্কলিত এবং সাদ্দাম ইবনে আওর্স বর্ণিত হাদিসে আছে 'আমি রাসূল সা:কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ল সে শিরিক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোজা রাখল সে শিরিক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সাদাকা খয়রাত করল সে শিরিক করল' (মুসনাদে আহমদ)।

ব্যবসায়-বাণিজ্য-বিনিয়োগ প্রসঙ্গে ইসলামের বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট। ইসলাম নির্ভেজাল এবং পারস্পরিক কল্যাণ ও সমঝোতার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসায়-বাণিজ্যকে গুরুত্বসহকারে শুধু অনুমোদনই করে না, বরং ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনাকে কল্যাণকর আখ্যা দিয়েছে। এতদসংক্রান্ত আল কুরআনের ভাষ্য এই- 'আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন' (২ সংখ্যক সূরা বাকারা, আয়াত ৭৫)। 'নগদ আদান প্রদান ব্যতীত যেকোনো লেনদেন তা ছোট হোক আর বড় হক, মেয়াদসহ লিখতে কোনো বিরক্ত না হওয়া' (২ সংখ্যক সূরা বাকারা, আয়াতাংশ ২৮২)। 'পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ' (৪ সংখ্যক সূরা নিসা, আয়াত ২৯)। 'সেসব লোক, যাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে' (২৪ সংখ্যক সূরা নূর, আয়াত ৩৭)। ' সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে বেশি স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও' (৬২ সংখ্যক সূরা জুমু'আ, আয়াত ১০)। 'আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর' (২৪ সংখ্যক সূরা আন নূর, আয়াত ৩৯; ৬ সংখ্যক সূরা আনআম, আয়াত ৬২; ৪ সংখ্যক সূরা নিসা, আয়াত ৬; ৩ সংখ্যক সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৯৯)।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোজগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে না। কোনো আমানতের খেয়ানত করবে না। কোনো পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের মাল বিক্রি করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের কাছে অন্যের ধার থাকলে পাওনাদার অযথা ঘুরাবে না। অপর পক্ষে সে কারো কাছে কিছু পাওনা হলে তাকে উত্যক্ত করবে না।' অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে লেনদেন করে এবং সত্য বলে- সেসব লোক ছাড়া কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা গোনাহগারদের কাতারে উত্থিত হবে।' বস্তুত যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল ও হারাম।

সর্বজনীন দৃষ্টিতে ব্যবসায়, বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেনদেনে স্বচ্ছতা, বৈধতা ও সুষ্ঠুতা যেসব মৌলিক নীতিমালার ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য-

১. পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মনোভাব। মুনাফার ক্ষেত্রে একজনের বেশি মুনাফা আর অপরজনের বেশি লোকসান- এ মনোভাব অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

২. পারস্পরিক স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি। জোর করে সম্মতি আদায় বৈধ বলে গণ্য হবে না।

৩. লেনদেনে উভয়পক্ষকে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন হতে হবে। অবুঝ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল হলে ব্যবসার চুক্তি সম্পাদন বৈধ সাব্যস্ত হবে না।

৪. কোনো প্রকার প্রতারণা, আত্মসাৎ, ক্ষতি ও পাপাচারের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। যেসব বস্তুর কারবার হারাম, সে সবের ব্যবসা করা যাবে না।

সালাত শেষ হলে 'আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে' বেরিয়ে পড়ার নির্দেশনার মধ্যে ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার প্রতি মনোযোগ দেয়াকে কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোনো ধর্মেই বৈরাগ্যসাধনার স্বীকৃতি নেই। ব্যবহারিক সংসার যাত্রার দাবিকে জীবনের জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। ইবাদত বন্দেগি উপাসনার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনের দাবির প্রতিও দায়িত্বশীল হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

যে ব্যবসায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের দ্বারা কল্যাণকর পণ্য বা সামগ্রী উৎপন্ন তথা বিপণন হয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, দেশজ সম্পদ উৎপাদনে গঠনমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয় সে ব্যবসায় বাণিজ্যকে কল্যাণকর অভিধায় আখ্যায়িত করা চলে। এ জাতীয় বাণিজ্য-বিনিয়োগ-ব্যবসার দ্বারা মানুষের উপকারের সুফল যত দিন কায়েম থাকবে তত দিন বিশেষ সওয়াব হাসিল হতে থাকবে ওই বিনিয়োগকারীর।

লেখক: সাবেক সচিব ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান



Fresh

FDA Registered Facility

আমেরিকায় তৈরী

ফ্রেশ রুটি
ফ্রেশ পারাটা

আটা, ময়দা, কর্ন ও চালের
রুটি/পারাটা

বিশ্বখ্যাত শেফ টমি মিয়া'র রেসিপিতে তৈরী

সম্পূর্ন অটোমেটিক মেশিনের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর,
১০০% হালাল এবং কোনরকম কেমিকেল ব্যবহার করা হয় না।

সৈয়দ আল আমিন (রাসেল)
ম্যানেজিং পার্টনার

আলী আহসান
ম্যানেজিং পার্টনার

718-701-9527, 347-691-1210 freshfoodbeverage@gmail.com
214-17 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

মার্টিনেজের আপত্তিকর আচরণ নিয়ে ফিফার তদন্ত শুরু

(শেষের পাতার পর)



গ্লাভস নিয়ে অঙ্গভঙ্গি থেকে শুরু করে দেশে ফিরে কিলিয়ান এমবাপ্পের পুতুল নিয়ে উল্লাস, বারবার খবরের শিরোনামে এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এসব কারণেই আর্জেন্টিনার এই বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপারের বিরুদ্ধে এবার তদন্ত শুরু করল ফিফা।

এক বিবৃতিতে ফুটবলের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা জানিয়েছে, 'ফিফার আইনের ১১, ১২ ও ৪৪ নম্বর ধারা ভেঙেছেন মার্টিনেজ। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু যদি দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে মার্টিনেজের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই এমবাপ্পেকে বিদ্রুপ করে যাচ্ছেন মার্টিনেজ। আর্জেন্টিনায় ফিরে বিজয় উৎসবের সময়ও তার হাতে ছিল একটি পুতুল। সেই পুতুলের মুখে তিনি এমবাপ্পের মুখের ছবি কেটে বসিয়ে দিয়েছিলেন! তার এই আচরণ অত্যন্ত অপমানজনক মনে হয়েছে ফরাসিদের কাছে। যার প্রতিবাদে আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্লদিয়ো তাপিয়াকে চিঠি দেন ফ্রান্সের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নোয়েল লে গ্রায়েট।

ফাইনাল শেষে ড্রেসিংরুমে এমবাপ্পের নাম করে কুৎসিত গানও গেয়েছেন মার্টিনেজ। শুধু মার্টিনেজ নন, ফিফার শাস্তির মুখে আর্জেন্টিনাও। লিওনেল মেসি বাহিনীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। অভিযোগ প্রমাণিত হলে বড় শাস্তি হতে পারে মেসিদের। বিশ্বকাপ জেতার পরে উৎসব করার সময় মেসিরা স্টেডিয়ামের সম্পত্তি নষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ফিফা বলছে, বিশ্বকাপ জেতার পরে স্টেডিয়ামের যে জায়গায় মেসিদের সাক্ষাৎকার দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে ভাঙচুর করা হয়ে!

ট্যাক্স ফাইল শুরু ২৩ জানুয়ারী

(শেষের পাতার পর)

নিয়ম কানুন বলা হয়েছে। প্রয়োজনে ওয়েব সাইটে গিয়েও বিস্তারিত জানা যাবে। প্রতিদিনই ট্যাক্স ফাইলিং-এর নতুন নতুন নিয়ম-কানুন ওয়েব সাইটে আপগ্রেড হচ্ছে।

এদিকে টাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরের মতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। নিউইয়র্কের উল্লেখ্যযোগ্য ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে: সাউথওয়েষ্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক, কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস, রফিক এন্ড এসোসিয়েটস, আহমেদ এন্ড কোং, এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস, আরমান চৌধুরী সিপিএ, আহাদ আলী সিপিএ, চিশতী সিপিএ, পিয়ার ট্যাক্স এন্ড এক্সিকিউটিভ সার্ভিসেস, কাকাতুয়া এজেন্সী, হিলসাইড একাউন্টিং সার্ভিসেস, এম্প্রী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স, শরীফ ট্যাক্স সার্ভিসেস, মুন মাল্টি সার্ভিসেস, জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস প্রভৃতি। অপদিকে ট্যাক্স ফাইলিং সিজন শুরু হওয়ায় নিউইয়র্কের সংশ্লিস্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সেজেগুজেই বসেছেন। অনেক অফিসে চাপ কমাতে অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ করা হয়েছে। গ্রাহকদের সেবা দিতে সকাল-সন্ধ্যা অফিস খোলা রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এবার ট্যাক্স ফাইলিং-এর নতুন নতুন নিয়ম-কানুন যোগ হয়েছে। পরিবর্তন এসেছে ব্যাপক। তাই সকল ক্ষেত্রেই সতর্কতা প্রয়োজন। ফলে ট্যাক্স ফাইলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগেভাগেই ঠিকঠাক করে তা গুছিয়ে ট্যাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়া উচিৎ।

সংশ্লিষ্টরা আরো জানান, কানো জরিমানা ছাড়াই ২০২২ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৮ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেক্ট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করার সুযোগ থাকে।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাহকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

ইসলামে পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব

(শেষের পাতার পর)

ও সবল রাখার জন্য পারিবারিক বন্ধন ও সম্প্রীতিকে মজবুত করতে হবে। একটি মজবুত সমাজ গঠণ করার জন্য একটি সুস্থ পারিবারিক পবিবেশ গড়ে তুলতে হবে। অসুস্থ পরিবার সমাজ জীবনের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নবী সঃ বলেছেন,"প্রত্যেক সন্তানই ফিৎরতের (দ্বীন বা সত্য কবুল করার যোগ্যতা) ওপর জন্মগ্রহন করে থাকে। অতঃপর তার পিতা মাতা (নিজেদের বর্তমান চরিত্র দ্বারা) তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান করে দেয় অথবা অগ্নি উপাসক করে দেয়।" মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করার পর যাদের পরিবেষ্টনে আবদ্ধ থাকে সেটি সে শিশুর পরিবেশ বলা হয়। ছোট্র এ গ- বা বেষ্টনীর প্রধান দু'জন সদস্য হলো পিতা ও মাতা, যাকে আমরা পারিবার বলে থাকি। একটু ব্যাপকাকারে বলতে গেলে এর সাথে দাদা-দাদী, চাচা ও ফুপিকেও সদস্য হিসাবে যোগ করতে পারি। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার পবিেশেরও সম্প্রসারণ ঘটে। পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সমাজ ও মনেবিজ্ঞানীগণ ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনা করেছেন। রাসুল সঃ এর উল্লেখিত হাদিসখানির প্রতি গভীর মনযোগ নিবদ্ধ করলে বুঝা যায় যে, তিনি কত বড় একজন পরিবেশবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। পরিবেশ মানব শিশুর বিভিন্নমুখী আচরণ, ব্যবহার ও দোষ-গুণের ওপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। উল্লেখিত হাদিসে ফিৎরাত বলতে দ্বীন বা সত্য ও ন্যায় তথা ইসলামকে কবুল করার যোগ্যতা ও মানসিকতাকে বুঝানো হয়েছে। সকল শিশুই এ যোগ্যতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। যে পরিবেশে বা পরিবারে সে জন্ম গ্রহণ করেছে সেটি যদি তার ফিতরাতের অনুকুল হয়, তবে সে সত্য ও ন্যায়ের উপর টিকে থেকে তার সুকুমার বৃত্তিগুলোকে সুচারুরূপে প্রস্ফুটিত করতে পারে। আর পরিবেশটি যদি বিপরীতমুখী হয় তবে তার চরিত্র বি-পরীতমুখী ধাঁচেই গড়ে উঠবে। পারিবারিক পরিবেশ যদি উশৃংখল চরিত্রের হয়, সে পরিবেশের শিশুটি শয়তানের শিরোমনি হবে এটাই স্বাভাবিক।

পরিবার হলো, একটি শিশুর জীবন গড়ার প্রাথমিক পাঠশালা। এ পাঠশালার পাঠ্য তালিকায় যে ধরনের বই সিলেকশন করা হবে, শিশুর জীবনের ভীত রচিত হবে সে সিলেবাসেরই উপড়। এ জন্য পরিবারের শক্তিশালী দু'জন সদস্য পিতা ও মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। পিতা-মাতা যে ধরনের আচরণ, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম করেন, ছেলে-মেয়ে সে সব অনুসরণ করতে শেখে। ছেলে-মেয়েরা তাদের জীবনের মডেল হিসাবে পিতামাতাকে গ্রহণ করে থাকে। তাই অনুকরণ প্রিয় শিশুর পিতা-মাতা যদি ব্যক্তিগতভাবে সৎ,আল্লাহভীরু ও ইসলামী অনুশাসণের পূর্ণ অসুসারী হন এবং পারিবারিক পর্যায়ে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল সঃ প্রদর্শিত পন্থায় পরিবেশকে গড়ে তুলেন, তাহলে তাদের সন্তানেরাও সেভাবেই গড়ে উঠবে। ছেলে-মেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠণ করা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা সুস্পষ্ট জুলুম হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:"তোমাদের নিজেদেরকে ও পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।"(আল-কুরআন) রাসুল সঃ বলেছেনঃ "সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চাইতে উত্তম কিছুই মা বাপ সন্তানদের দান করতে পারেন না।"(তিরমিযি) আবু দাউদে বর্ণিত, রাসুল স: বলেছেন: কোন বালকের সাত বৎসর বয়স হলেই তাকে নামাযের আদেশ দাও। আর দশ বৎসর বয়স হলে সে জন্য প্রহার করো ও বিছানা আলাদা করে দাও।" প্রত্যক্ষ করুন আল-কুরআনের সুরা লোকমানে একজন আদর্শ পিতা হয়ে তাঁর সন্তানকে কিভাবে উপদেশ দিচ্ছেন :-" স্মরণ করো যখন লোকমান নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিল, সে বললো 'হে পুত্র ! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম।"(সুরা লোকমান : ১৩)

পক্ষান্তরে এ দু'জন যদি বিকৃত স্বভাব ও কুরুচি মনের অধিকারী হন। আধুনিক ও প্রগতিবাদী সাজার অভিপ্রায় নিয়ে পাশ্চাত্যের উশৃংখল আচার-আচরণ, কথা-বার্তা ব্যক্তিগত ও পরিবারিক পরিসরে চালু করেন, তবে তাদের পরিবারটি পশুর খোয়ারে পরিণত হবে। সেখানে শ্রদ্ধাবোধ, লজ্জা-শরম, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার পরিবর্তে বেয়াদবী, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও উশৃংখলতা ব্যাপকহারে চালু হবে। আদরের সন্তানটি চোখের সামনে মদ্যপ অথবা অপরিচিত মেয়ে মানুষ নিয়ে আসবে। অস্ত্রবাজ, গুন্ডা ও ছিনতাইকারী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কুকর্ম দ্বারা নিজেকে রাঙাবার শখ জাগবে। কারণ দিন-রাত নিজ পরিবারে এ দৃশ্যই সে দেখে আসছে। ব্যর্থ প্রগতিবাদী ও উশৃংখল কিছু পিতা-মাতা তো এমনটিও রয়েছেন যে, নিজেদের কোমলমতি ও নিস্পাপ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একই সাথে একই সোফায় বসে দেশী-বিদেশী টিভি পর্দায় অশ্লীল মারদাঙ্গা ছবি দেখেন অথবা নর্তক-নর্তকীদের উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ নাচ, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও কৃত্রিম যৌনাচার মুলক দৃশ্য খুবই তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করে থাকেন। একটি শিশু বদমায়েশ ও দুশ্চরিত্র হিসাবে গড়ে উঠার জন্য যতগুলো উপকরণ প্রয়োজন সবগুলোর যোগান এ পিতা-মাতাই দিয়ে থাকে। এর চেয়ে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে ? রাসুল স: বলেছেন ঃ "তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য, দায়ুস এবং পু-রুষসুলভ আচরণকারী নারী। এখানে দায়ুস বলতে বুঝানো হয়েছে পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয় দাতাকে। এটিকে ইমাম আয্যাহাবী তাঁর 'কিতাবুল কাবায়ের' গ্রন্থে কবিরা গুনাহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযি শরীফে বর্ণিত, রাসুল (সা:) বলেছেন ঃ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর কদর্যতাই বৃদ্ধি করে। আর লজ্জা কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে।" আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল স: বলেছেন "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের ব্যক্তিই শ্রেষ্ট। (রাবী বলেন), নবী স: অশ্লীলভাষীও ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ভানও করতেন না।" (তিরমিযি)

আল-কুরআনে পিতা-মাতার এতবেশী সম্মান, ইজ্জত ও অধিকার দান করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে ? আমি মনে করি বহুবিদ কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো, যেহেতু পিতামাতা অত্যন্ত পরিশ্রম করে নিজের সন্তানদেরকে নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন, সুচরিত্রবান ও সামাজিক দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তুলেন এবং এর পিছনে পিতা-মাতার অবদানই সবচেয়ে বেশী। যার দরুন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আলোচনার পরপরই পিতামাতার কথা বলছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:"তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তার সাথে কাউকে শরীক করো না, আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"(সুরা নিসা ঃ ৩৬) বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসুল সা: কে আরয করেনঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমার ভাল ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে ? তিনি বললেন তোমার মা। এভাবে তিনবার মার কথা বলার পর চতুর্থবার পিতার কথা বলেন। পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে নবী স: কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এছাড়াও আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রাসুলের সা: হাদীসে পিতামাতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছে।

সন্তান দাম্পত্য জীবনের উত্তম ফসল ও প্রত্যাশিত আকাংখা, মানববংশ রক্ষাকারী সেতু এবং একজন পিতা ও মাতার সৌন্দর্য বর্ধনকারী। একে রক্ষা করা, লালন পালন করা, ব্যয়ভার বহন করা শিক্ষা-দীক্ষা সুস্থ-সবল করা পিতা-মাতার জন্য ফরয। পিতা ও মাতার অবহেলার জন্য যদি সে সুস্থভাবে গড়ে উঠতে না পারে এবং মানব ধারা কোন একস্থানে এসে বাধা গ্রস্থ হয়, তার জন্য অবশ্যই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। মনে রাখতে পিতামাতার আচরণের ওপর সন্তানের ভীত রচিত হয়। আচরণ যদি সৎ ও সঠিক হয় অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন যদি নেক্কার ও সৌভাগ্যবান হয় এবং পরস্পর সহযোগী হয় তাহলে মানবচরিত্র সেভাবেই বিকশিত হবে। আখিরাতে এ ধরণের পিতামাতাকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করবেন।

কিন্তু এ পিতামাতাই যদি নিজ হাতে নিজের সন্তানদেরকে ধ্বংসের রাজপথে তুলে দেন তবে সে সমস্ত পিতামাতাকে মুলতঃ দেশ ও জাতির শুক্র বলে আখ্যায়িত করব। কারণ অপরিণামদর্শী এসব পিতা-মাতাই জাতীয় সন্ত্রাসী, গডফাদার, আন্তর্জাতিক চোরাচালানী, চোর-ডাকাত ও বদমায়েশী শিক্ষার সবগুলো উপাদান চেতনে বা অবচেতনে পারিবারিক পরিবেশে ছোট্র কচি মনের শিশুটির জন্য প্রধান যোগানদাতার ভুমিকা পালণ করেন। অবশ্য দাদা-দাদী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এ জন্য কম দায়ী নন। তারাও তাদের তৃতীয় প্রজন্মকে চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যথাযথ ভুমিকা পালন করেন না। তাই সকল পিতামাতাকে বলব আপনার প্রাণপ্রিয় শিশুটিকে সৎ, আল্লাহভীরু ও ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণ অসুসারী হিসাবে গড়ে তোলার নিমিত্তে পারিবারিক পরিবেশে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল সঃ প্রদর্শিত পন্থায় সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা চালু করুন।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

মালাবদল করলেন দেব-কৌশানি?

(শেষের পাতার পর)

অন্য নায়িকা। কে তিনি? নিজের চোখেই দেখে নিন।



হ্যাঁ, অভিনেত্রী কৌশানির সঙ্গেই ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছেন দেব। অভিনেত্রীর হাতেও একটি মালা রয়েছে। কিন্তু একে অন্যকে পরানোর জন্য? তারা কি মালাবদল করেছেন? সে প্রশ্নের উত্তর ছবির ক্যাপশনে দেননি দেব। তার বদলে শুধু এটুকু জানিয়েছেন ছবিটি 'প্রজাপতি' সিনেমার ডিলিটেড সিন থেকে নেওয়া একটি মুহূর্ত। তাই দৃশ্যটির বিষয়ে জানতে হলে ছবিটি দেখতে হবে। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ছবিটি শেয়ার করেছেন দেব।

'কার বিয়ের পরিকল্পনা করছি আমরা বলতে পারবেন?' ক্যাপশনে এ প্রশ্নই করেছেন অভিনেতা-প্রযোজক দেব। যাঁরা সিনেমাটি দেখে ফেলেছেন তাঁরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো দিতে পারবেন। দিতে পারবেন কৌশানিও। তাই তো কমেন্ট বক্সে নায়িকার পালটা প্রশ্ন, 'আমি উত্তর দিতে পারি কি?' উত্তর কিছু নেটিজেনরাও দিয়েছেন। আবার এর পাশাপাশি দেবকেও বিয়েটা সেরে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে।

বাবা এবং অবিবাহিত ছেলের ভাব ভালোবাসা, অভিমান, খুনসুটি নিয়ে তৈরি এক নির্মল গল্পের চলচ্চিত্র 'প্রজাপতি' মুক্তির পরপরই বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রয়াত তরুণ মজুমদারের স্মৃতিতে সিনেমাটি তৈরি করেছেন পরিচালক অভিজিৎ সেন। বছরের প্রথম দিন হাউসফুল ছিল দেব, মিঠুন চক্রবর্তী, মমতা শংকর অভিনীত ছবিটি। এখনো ছবির প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন দেব। বিভিন্ন হলে গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। 'টনিক' ও 'প্রজাপতি'র সাফল্যের পর আগামী বছরের শেষেও পর্দায় ফিরবে অভিজিৎ সেন ও দেব জুটি। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে এ কথা জানিয়েছিলেন দেব। সূত্র : সংবাদ প্রতিদিন

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বাংলাদেশে সার্বিক নিরাপত্তা এবং ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবী

(শেষের পাতার পর)

অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রুকলীন ইসকন মন্দিরের প্রেসিডেন্ট শ্রী হংসরূপা দাস, এইচআরসি বিএম'র পরিচালক শ্রীমতি প্রিয়া সাহা এবং ভবানী মন্দির-এর সভাপতি শ্রী জাগ্রোবচন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ এর আহবায়ক শ্রী নিত্যানন্দ কিশোর দাস ব্রহ্মচারী।

বিকেল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। গীতা পাঠ করেন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী নিউইয়র্কের হিন্দু মন্দিরের ১০ জন নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়ে। অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে এবং সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে তারা শ্রীমদভগবদ গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ পাঠ করেন। এরপর অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন করেন আগত প্রধান অতিথি জেনিফার রাজকুমার, শ্রী নিত্যানন্দ কিশোর দাস ব্রহ্মচারী,বিশেষ অতিথি শ্রীমতি প্রিয়া সাহা, শ্রী জাগ্রবচন, শ্রী জগদীশ শাস্ত্রী, শ্রী শঙ্কর পারিয়াল, শ্রী ভবতোষ মিত্র, শ্রীরাম দেবনাথ, শ্রী চন্দন দাস এবং সুশীল সাহা। অতঃপর নিউইয়র্কের বিভিন্ন মন্দিরের ভক্তদের দ্বারা পরিবেশিত হয় বিশেষ ভজন কীর্তন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রিতু রায়। এরপর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন মন্দিরের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশে হিন্দুদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে স্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার তার বক্তব্যে তাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য ইউনাইটেড হিন্দু অব ইউএসএ-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, তিনি একজন গর্বিত হিন্দু এবং সব সময় হিন্দু কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে বিভিন্ন সরকারী স্কুলে দিওয়ালীতে ছুটির ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি আবেদন করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেন অচিরেই সেটা মঞ্জুর হবে। তদুপরি তিনি ধৈর্য সহকারে অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্য শুনেন এবং বাংলাদেশ হিন্দুদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন।

প্রিয়া সাহা তার বক্তব্যে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে যে অনিয়ম এবং অবিচার চলছে তার বিবরণ দেন। তিনি উল্লেখ করেন বাংলাদেশের বিভিন্ন কালো আইনের মাধ্যমে হিন্দুদের সম্পত্তি নামে-বেনামে সরকার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ দখল করছেন এবং এ প্রক্রিয়া চলমান আছে। তিনি বলেন, ইউনাইটেড স্টেস এর কংগ্রেসে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে পাক হানাদার কর্তৃক ভয়াবহ এবং বিভৎস গণহত্যার বিলটি রিকগনিশনের জন্য পেশ করা হয়েছে।

শ্রী হংসরূপা দাস বাংলাদেশে হিন্দুদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য শেক হাসিনা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

শ্রী সুশীল সিনহা বাংলাদেশে নির্বাচন পরবর্তী হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি জাতীয় সংসদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন পূর্বক সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবী করেন।

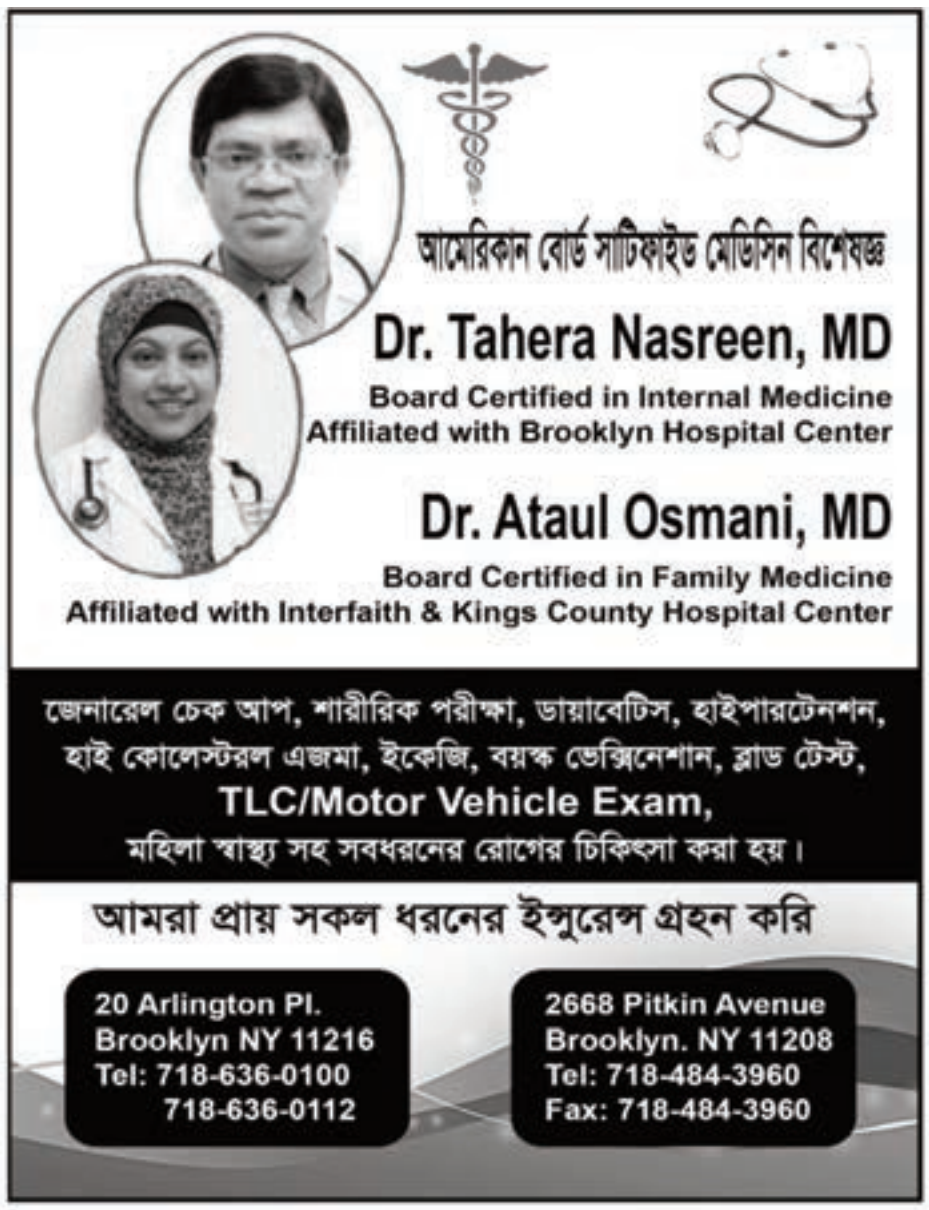
অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন তমা চক্রবর্তী, রীণা রায় ও মনিকা দাস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রী রামদাস ঘরামী, সুতিপা চৌধুরী এবং রিতা রায়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএনএ'র পিঠা উৎসব ২২ জানুয়ারী রোববার জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে (৮৯-১৬, ১৭৫ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক-১১৪৩২)

খানস টিউটোরিয়াল-এর ওজনপার্ক শাখা উদ্বোধন ২৮ জানুয়ারী বেলা ২-৩টা ৮৬-০১ ১০১ এভিনিউ ঠিকানায়।

রবীন্দ্র সম্মিলন পরিষদ ইউএসএ'র আয়োজনে উত্তর আমেরিকায় প্রথম দ্বি-বার্ষিক রবীন্দ্র উৎসব ০৬ ও ০৭ মে, শনি ও রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে।







Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩ ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিট-এ তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা শেয়ারে ভাড়া দেয়া হবে। বি. দ্রষ্টব্য: মহিলা অথবা ফ্যামিলি অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা) ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

আবশ্যক

মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার) ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯ ডি-০৫/১২

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮। অক্টো-৩১

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

রুমমেট আবশ্যক

ইস্টএলমাস্টের নরর্দানবুলেবার্ড এলাকার ৮১স্টিটের উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-২৬/জা-০২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

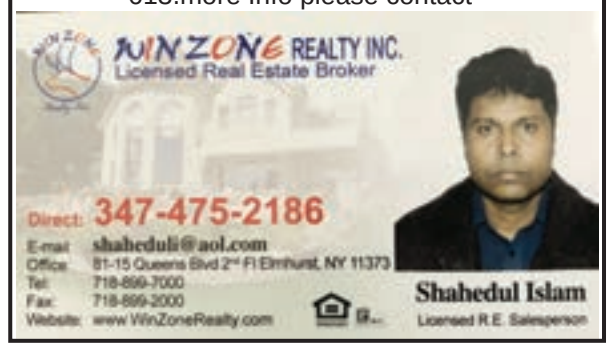
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



আবাসন সংকট মোকাবেলায় ৮ লাখ বাড়ি নির্মাণ ও ২০ লাখ বেসমেন্ট বৈধ করার প্রস্তাব

(শেষের পাতার পর)

করা হচ্ছে। গভর্নর ক্যাথি হোকল নিউইয়র্ক সিটির আবাসন সংকট মোকাবেলায় ২০ লাখ বেজমেন্টকে বৈধতা প্রদানেরও প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেছেন, নিউইয়র্ক সিটির বাড়িগুলোর বেজমেন্ট এখন বসবাসের জন্য অবৈধ। এ সব বাড়িগুলোকে অন্ধকার থেকে বের করে আনতে হবে। যাতে বাড়িওয়ালা লাভবান হবে এবং সিটিরও নিয়ন্ত্রন থাকবে। গত ১১ জানুয়ারী বুধবার আলবেনিতে গর্ভনর ক্যাথি হোকল 'ষ্টেট অফ দ্য ষ্টেট' ভাষণে এসব ঘোষণা দেন।

ষ্টেট গর্ভনর বলেন, নিউইয়র্কে ষ্টেট জুড়ে আবাসন সংকট চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। তিনি বলেছেন সিটির বাসাবাড়ির বেজমেন্টগুলোকে সিটির হেলথ এন্ড সেফটির অর্ন্তভূক্ত হতে হবে। স্থানীয় আইননের আওতায় বেজমেন্টগুলোকে এমনেস্টি দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে ষ্টেট ৮৫ মিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাড়ির মালিকরা তাদের বেজমেন্টকে আধুনিক ও নিরাপদ করতে এ অর্থ থেকে সহায়তা পাবেন।

নিউইয়র্ক সিটি বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টেরও হিসেব নেই কি পরিমান বেজমেন্ট এপার্টমেন্ট রয়েছে নিউইয়র্ক সিটিতে। বাড়ির মালিকরা প্রশাসনের অগোচরে বছরের পর বছর এ সব বেজমেন্ট ভাড়া দিয়ে আসছেন। অবৈধ হওয়ায় ভাড়াটিয়ারাও তুলনামূলকভাবে কম ভাড়ায় থাকতে পারেন। যাদের কাগজপত্র নেই তারা সহজেই এ ধরনের এপার্টমেন্ট ভাড়া পান। কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। পক্ষান্তরে বাড়ির মালিকরা ক্যাশ/নগদ ডলারে ভাড়া পান। এ ধরনের আয়ের জন্য ট্যাক্স প্রদানও করতে হয় না। তবে মাঝেমধ্যেই বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের হানা আসে বেজমেন্টে। এতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। সিটিতে অপেনসিক্রেট বেজমেন্ট ভাড়া দেবার বিষয়টি। প্রশাসন জেনেও ওভারলুক করে থাকে। তবে কোন অভিযোগ পেলে ঝামেলায় পড়ে যান বাড়িওয়ালা।

বেজমেন্ট এপার্টমেন্ট লিগালাইজেশন পেলে সিটি ও স্টেট মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ট্যাক্স পাবে। অন্যদিকে বাড়ির মালিকরাও বৈধভাবে ভাড়া দিয়ে ঝামেলামুক্ত জীবনযাপন করতে পারবেন। ভাড়াটিয়ারাও থাকবেন শংকামুক্ত। এপার্টমেন্টগুলোও সিটির সেফটি নীতিমালার আলোকে উন্নীতকন বা আপগ্রেডেট হবে।

গর্ভনর ক্যাথি হোকল ভাষণে আরও বলেছেন, সিটি ও স্টেটের হাউজিং ডেভেলপমেন্টকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রাউন্ডব্রেকিং নীতিমালা গ্রহন করা হয়েছে। বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য সংস্থার লাল ফিতার দৌরাত্ম দূর করা হবে। আগামী ১০ বছরে ৮ লাখ নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে।

নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসের যোগ্য বাড়ি রয়েছে ৩৫ লাখ। এরমধ্যে ১৩ লাখ ডিটাচড, ৮ লাখ এটাচড ও ৪ লাখের মতো ২ ইউনিটের বাড়ি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে মাল্টি স্টোরেজ এপার্টমেন্ট, মোবাইল ও বোট হোম। এসব অধিকাংশ বাড়িতেই রয়েছে বেজমেন্ট। তার সংখ্যা ২০ লাখের কাছাকাছি।

শিশুর দাঁতের যত্ন

(শেষের পাতার পর)

জানাচ্ছে শিশুর দাঁতের যত্নে করণীয় সম্পর্কে।

শিশুর দাঁত যখন ওঠে, তখন থেকেই প্রাথমিক যত্ন শুরু করতে হবে। প্রতিবার দুধ খাওয়ার পর পাতলা ও নরম কাপড় দিয়ে দাঁত মুছে দিতে হবে।

চকোলেট বা ক্যান্ডি অতিরিক্ত পরিমাণে দেবেন না। এগুলো খাওয়ার পর অবশ্যই শিশুর দাঁত ব্রাশ করিয়ে দেবেন।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে শিশুর দাঁত ব্রাশ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেলে শিশুর মাড়ি ও দাঁত ভালো থাকে। তাই মুরগির গোশত, ডিম বেশি শিশুর খাদ্য তালিকায় রাখবেন অবশ্যই।

ডার্ক চকোলেট দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। অল্প পরিমাণে ডার্ক চকোলেট খাওয়াতে পারেন শিশুকে।

শিশু যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করে সেদিকে খেয়াল রাখুন। পানি মাড়িকে শুকনো হতে দেয় না এবং দাঁতের এনামেল ভালো রাখে।

মজবুত দাঁতের জন্য ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান শিশুকে। দুধ ও বিভিন্ন দুগ্ধজাত খাবার থেকে পাওয়া যায় পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম।

শিশুকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' খাওয়ান। কমলা, সবুজ শাকসবজি এই ভিটামিনের অন্যতম উৎস। ভিটামিন সি দাঁতে জমে থাকা ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে দেয়।

খাওয়ার সময় টিভি দেখে না খাইয়ে সকলে মিলে একসাথে খাওয়ার চেষ্টা করুন। এতে শিশুর চিবিয়ে খাওয়ার প্রবণতা তৈরি হবে এবং খাবার চিবিয়ে খেলে দাঁতও ভালো থাকবে।

আপেল ও পেয়ারা জাতীয় শক্ত ফল খাওয়ান শিশুকে। দাঁত ভালো থাকবে।



সিটি কাউন্সিল অ্যাট লার্জ পদে নীনা আহমেদের প্রার্থিতা ঘোষণা

(শেষের পাতার পর)

আগামী ৭ নভেম্বরের নির্বাচনে উল্লেখিত পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নির্বাচনে সিটি মেয়রের মতোই পুরো সিটির ভোটে জয় পেতে হবে 'কাউন্সিল অ্যাট-লার্জ' আসনে। এই সিটির ১৭ কাউন্সিলম্যানের পাশাপাশি কাউন্সিলম্যান অ্যাট-লার্জের পদ হচ্ছে ৭টি। ইতিমধ্যেই ১৩ জন মাঠে নেমেছেন।

উল্লেখ্য, গত দুটি নির্বাচনে বাংলাদেশী আমেরিকান ড. নীনা পেনসিলভেনিয়া স্টেটের লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং অডিটর জেনারেল পদে লড়েছেন। তার আগে ফিলাডেলফিয়া সিটির ডেপুটি মেয়র (পাবলিক অ্যাঙ্গেজম্যান) ছিলেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার এশিয়ান আমেরিকান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ড. নিনা। ছিলেন 'ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর উইমেন'র পিএ চ্যাপ্টারের প্রধান। ড. নীনার এবারের নির্বাচনী অঙ্গিকারের অন্যতম হচ্ছে ফিলাডেলফিয়াকে অপরাধ মুক্ত, বন্দুক সহিংসতামুক্ত নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর একটি সিটিতে রূপান্তর করা। পরিবেশ সুরক্ষা, সকলের জন্যে শিক্ষা এবং প্রতিটি মানুষের জন্যে আবাসনের ব্যবস্থার কথাও রয়েছেন ভোট প্রার্থনার স্লোগানে।

ব্যক্তিগত জীবনে একজন বায়ো-মেডিকেল সায়েন্টিস্ট ড. নীনা আহমেদ প্রার্থী হিসেবে তার আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরুর পরই বৃহত্তম শ্রমিক ফেডারেশন 'আমেরিকান ফেডারেশন অব স্টেট কাউন্টি মিউনিসিপ্যাল এ্যামপ্লয়ী' (ডিসি-৩৩) তাকে সমর্থন দিয়েছে। এই ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট আর্নেস্ট গ্যারেট এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন, নীনা হলেন কঠোর পরিশ্রমী মানুষদের পরীক্ষিত বন্ধু। ফিলাডেলফিয়া সিটিতে নিরাপদ হিসেবে এর সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীনার নেতৃত্বের প্রয়োজন অপরিসীম।

জানা গেছে, বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়ান ছাড়াও চায়নিজ, আফ্রিকান-আমেরিকানরা বরাবরই রয়েছেন ড. নীনার পক্ষে। শীঘ্রই সকলে প্রচারণায় সামিল হবার পাশাপাশি তার নির্বাচনী তহবিল গঠনে সক্রিয় হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পেনসিলভেনিয়া স্টেটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন অডিটর জেনারেল পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়নে ইতিপূর্বে ড. নীনা ৩১ লাখ ২৯ হাজার ১৩১ ভোট (৪৬.৩%) পেয়েছিলেন। তার চেয়ে দু'লাখ ভোট বেশি পেয়ে জয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী তিমথি ডিফোর। ফিলাডেলফিয়া হচ্ছে পেনসিলভেনিয়া স্টেটের বৃহত্তম এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৫ম জনবহুল শহর। ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এর জনসংখ্যা হচ্ছে ১৫ লাখ ৭৬ হাজার।

জাতিসংঘে তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের ভিপি

(শেষের পাতার পর)

অন্য ভাইস-প্রেসিডেন্টরা হলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত কোস্টারিকা, ইউক্রেন এবং তুরকি'র রাষ্ট্রদূত। এটি বাংলাদেশকে বোর্ডের অন্যান্য সদস্য এবং জাতিসংঘের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে এবং তাদের কাজের কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম করবে।

ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ এবং ইউএনওপিএসের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ম্যান্ডেট রয়েছে। ইউএনডিপি দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের উপর প্রাথমিক ফোকাসসহ জাতিসংঘের বৃহত্তম সংস্থা। ইউএনএফপিএ জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে আর ইউএনওপিএস শান্তি, উন্নয়ন এবং মানবিক বিষয়গুলো বিরোধপূর্ণ এলাকায় কাজ করে থাকে।

রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ শান্তি বিল্ডিং কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং গত বছর ইউএন-ওমেনের নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্বাগত 'জালালাবাদ ভবন'

(শেষের পাতার পর)

অনুরোধ জানাচ্ছি। আসুন, নিজস্ব ভবনে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করি।

আমি, মাহবুবুর রহমান, ত্রিশ বছর আগে জালালাবাদের সভাপতি ছিলাম। আমার পরে এক ডজনেরও বেশী কমিটি জালালাবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন বা করছেন। আমরা নির্বাচনী অঙ্গীকারে, সভা-সমাবেশে নানাভাবে আশ্বাস দিয়েছি, কেউ কেউ প্রচেষ্টাও নিয়েছি নিজস্ব ভবনের। কিন্তু পারিনি। '৯ মণ ঘিও মেলেনি, রাধার নাচও হয়নি'। আমাদের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে।

আমেরিকার ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমেনন-প্রফিট্ প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ প্রাপ্তি এক দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব ভবন কেনার সময় মরহুম এনামুল মালিক বড় অংকের অর্থ কর্জ দিয়েছিলেন। পরে সোসাইটি সে অর্থ পরিশোধ করে। মোহাম্মদ আজিজ সভাপতি ও রানা ফেরদৌস চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন মরহুম মালিকের পাওনার সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধ করা হয়।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন হওয়ায় এর নামে ঋণ পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ পৃথক কর্পোরেশন গঠন করে জালালাবাদের জন্য একটি বাড়ী কিনেন যা স্বপ্ন পূরণেন দ্বার খুলে দেয়। এ অবস্থায় যেখানে মইনুল ইসলামকে অভিনন্দন জানানোর কথা সেখানে তাঁকে তিরস্কার আয়োজনের খবর শুনে বিস্মিত হয়েছি। এ যেন্ডভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোসাই।

মইনুল ইসলামের স্টেটমেন্ট (নীচে দেয়া আছে ইংরেজীতে) পড়েছি। আমি সন্তুষ্ট এতে। ভালো লোকেশন। বাংলা পত্রিকা ও সাপ্তাহিক নিউইয়র্কের অফিস ছিল এক ব্লক পরেই। ভবনের আয় ভালো। মর্টগেজ দেয়ার পর হাতে অর্থ থাকবে। এসোসিয়েশনকে ঘরভাড়া দিতে হবে না, এখন যা দেয়া হয় গাঁটের কড়ি খরচ করে। ভবনে সমাজকল্যাণ কাজের সুযোগও রয়েছে। এ ছাড়া ঘরের দাম ইতিমধ্যে অর্ধ মিলিয়ন ডলার বেড়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মইনুল ইসলাম বলেছেন, তিনি ভবনের মালিকানা ও রেসপন্সিবিলিটি জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত। আমি পরামর্শ দেবো, তা গ্রহণে এসোসিয়েশন এখনই পদক্ষেপ নেবেন এবং ভবনে জালালাবাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন।

যারা বিরোধ পছন্দ করেন, আগুনে ঘৃতাহুতি বা উস্কানী দেন, বিবাদ-বিসম্বাদকে জিইয়ে রাখেন- আপনারা তাদের পরিহার করুন। সমঝোতার জন্য চাপ দিন। এতে কমিউনিটির মঙ্গল। আমি জানি, বর্তমান সভাপতি বদরুল খান একজন ত্যাগী সাহসী নেতা। আশা করবো, সমঝোতার পথে তিনি সবার আগে থাকবেন এবং নেতৃত্ব দেবেন।

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, জালালাবাদের ঐক্য-সম্প্রীতিকে বাইরের মানুষ সম্মান করে, শ্রদ্ধা জানায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সমীহও করে। এই সম্মান নষ্ট হতে দেয়া যায় না। বিভেদ-বিসম্বাদে জালালাবাদকে জর্জরিত করে যারা এর ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইবেন জনগণ তাদের কখনো ক্ষমা করবে না।

এক নজরে জালালাবাদ ভবন

Location
36-07 31st Street
Astoria NY 11106
Purchase price $870,000
Rental Income
1st floor Front
Sunali Exchange $1800
First floor Rear $2000
2nd floor 3 bedrooms
2 full bath.
Rent $3000
2 car parking
And
Community facility On the basement Free hold.
Mortgage payment
Every month $5337.
Total income
$6800

I have signed legal Agreement With Ex president And ex secretary This building is purchased for Jalalabad association of America inc Soon as possible Organization Take over my liability and pay the expenses. I'm bound to transfer all the Rights & owner ship the Jalalabad Association of America inc. because of not for profit Doesn't get financial from any financial institution. I have formed Jalalabad USA Inc. To purchase this Building, I'm The guarantor, And I'm asking everyone to take over my responsibilities So this conflict ends. And I'm free of all this Chaos.
Thank you so much

নিউইয়র্কে আবদুস সোবহান গোলাপ'র

(প্রথম পাতার পর)

নেটওয়ার্ক 'অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট' বা ওসিসিআরপি তাদের ওয়েবসাইটে করা একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। আবদুস সোবহান মিয়া ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে মাদারীপুর-৩ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকের পদ পান। তিনি দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদকও ছিলেন।গত শুক্রবার (১৩ জানুয়ারী) প্রকাশিত ওসিসিআরপি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মো. আবদুস সোবহান মিয়া ২০১৪ সালে প্রথম নিউইয়র্কে অ্যাপার্টমেন্ট কেনা শুরু করেন। ওই বছর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকায় একটি সুউচ্চ ভবনে অ্যাপার্টমেন্ট কেনেন তিনি। পরের পাঁচ বছরে তিনি নিউইয়র্কে একে একে মোট ৯টি প্রপার্টি বা সম্পত্তির (ফ্ল্যাট বা বাড়ি) মালিক হন। এসব সম্পত্তির মূল্য ৪০ লাখ ডলারের বেশি (ডলারের বর্তমান বিনিময় মূল্য অনুযায়ী প্রায় ৪২ কোটি টাকা)। মো. আবদুস সোবহান মিয়া ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে মাদারীপুর-৩ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকের পদ পান। তিনি দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদকও ছিলেন।এদিকে সংসদ সদস্য মো. আবদুস সোবহান মিয়াকে নিয়ে ওসিসিআরপির করা প্রতিবেদনের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঢাকার প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি এখন মাদারীপুরে নিজের নির্বাচনী এলাকায় আছি। শনিবার বিষয়টি ভালোভাবে জেনে তারপরে কথা বলব।'ওসিসিআরপির করা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে পাঁচটি কনডোমিনিয়াম কিনেছিলেন আবদুস সোবহান। সে সময় ওই সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় ২৪ লাখ ডলার। এ ছাড়া আশপাশের ভবনগুলোতে ৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার মূল্যের তিনটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছিলেন তিনি। নিউইয়র্কে কেনা এসব সম্পত্তির নথিপত্র বলছে, সম্পত্তিগুলো নগদ অর্থে কেনা হয়েছিল। এগুলোর মালিকানায় রয়েছেন তাঁর স্ত্রী গুলশান আরাও।ওসিসিআরপির করা প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে আবদুস সোবহান নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে আরও একটি সম্পত্তি (বাড়ি) কিনেছিলেন। ওই সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় ১২ লাখ ডলার। ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিলেন। এর সাত মাস আগে বাংলাদেশে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এদিকে ওসিসিআরপি'র প্রতিবেদন সম্পর্কে ঢাকায় একটি টিভি চ্যানেলের সাথে সাক্ষাৎকারে আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি বলেছেন, খবরটি সঠিক নয়। অনেক আগেই আমি আমেরিকার নাগরিকত্ব ত্যাক করেছি এবং সেখানে অবস্থানকালে আমি ভালো জব করতাম।





নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভায় স্বাধীনতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত

'তারেক-জোবায়দা'র সম্পদ ক্রোকের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন সংগঠনের নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র এক সভায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার পত্নী জোবায়দা রহমানের সম্পদ ক্রোকের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সভায় দেশব্যাপী দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন, গ্রেফতার ও হামলা-মামলার প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে সকল নেতা-কর্মীদের মুক্তি দাবী করা হয়। এছাড়াও সভায় আগামী ১৯ জানুয়ারী স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন এবং ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে সোমবার (৯ জানুয়ারী) রাতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং বিশেষ বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতক, ব্যবসায়ী আখতার হোসেন বাদল। এছাড়াও বিশেষ বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মহিন আহমেদ, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি সালেহ আহমদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন শিপন।

নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভাপতি সাইফুল ইসলাম এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান। সভার শুরুতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। সভায় আগামী ১৯ জানুয়ারী স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন এবং ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয়। উভয় অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দিনগুলোতে সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত হবে। সভায়ি স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক মহিন আহমেদ, সদস্য সচিব দেলোয়ার হোসেন শিপন, প্রধান সমন্বয়কারী মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, সার্বিক তত্বাবধান ও প্রচারে তাইবুর রহমান এবং সদস্য মোহাম্মদ আরিফুর রহমান ও জুনায়েদ মাহফুজ।



সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, বিএনপি'র সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শেখ হাসিনার সরকার ভীত হয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ কেন্দ্রীয় নেতাদেরও আটক করেছে। সর্বশেষ বাংলাদেশের আগামী দিনে নেতা তারেক রহমান ও তার স্ত্রীর সম্পত্তি ক্রোক করার মতো পত বেছে নিয়েছে। যা চরম অন্যায়। তিনি বলেন, দেশ ও প্রবাসের বিএনপি নেতা-কর্মী সহ দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বিদেশীরাও সরকারের অন্যায়-অবিচার আর রাতের ভোটের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তারাও সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন চাচ্ছে। আর তাই সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত এই ঐক্য ধরে রাখতে হবে। কোন ষড়যন্ত্র বা প্রলোভনের কাছে পরাজিত হওয়া যাবে না। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, আমরা শহীদ জিয়ার সৈনিক, আমাদের নেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যায়-অবিচার রোধে আর তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে নিতে দেশ ও প্রবাসে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, অবশ্যই তারেক জিয়া বীরের বেশে দেশে ফিরবেন আর শেখ হাসিনার সরকারকেও বিদায় নিতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, সরকার বিএনপির জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে নানা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। সেদিন বেশী দূরে নেই যে, বিএনপি'র নেতৃত্বে দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের সকল ষড়যন্ত্র রোধ করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

সভায় উল্লেখ নেতা-কর্মীদের মধ্যে মোহাম্মদ এম কামাল মুকুল, মোহাম্মদ টি রহমান, মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, তাইবুর রহমান, আব্দুল মাবুদ সম্রাট, মোহাম্মদ জনি, ইউনুস আলী, মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন, হোসাইন মোহাম্মদ মনির, জুনায়েদ মাহমুদ, নাজমুল হাসান, বিপ্লব হোসেন, মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, জুনায়েদ মাহফুজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 16 // 2023

দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা

ঢাকা ডেস্ক: ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় আবারো প্রথম স্থান দখল করেছে। রোববার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর ২৮৫ নিয়ে ঢাকার বাতাসের মান 'খুব অস্বাস্থ্যকর' অবস্থায় ছিল। একিউআই স্কোর ১০১ থেকে ২০০ হলে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য 'অস্বাস্থ্যকর' ধরা হয়। ২০১ থেকে ৩০০ একিউআই স্কোরকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হয় এবং ৩০১ থেকে ৪০০ একিউআই স্কোরকে বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। ভারতের দিল্লি, কিরগিজস্তানের বিশকেক যথাক্রমে একিউআই ১৯৩ ও ১৯০ স্কোর নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেছে। বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে, সেগুলো হলো- বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২, সিও, এসও২ এবং ওজোন (ও৩)।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মাসিক সভায় সিদ্ধান্ত

সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ



নিউইয়র্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র কার্যকরী কমিটির মাসিক সভা গত ৯ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্কের ওজনপার্কের মমোস পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। সভায় সহ সভাপতি এম ডি লোকমান হোসেন, সহ সভাপতি সফি-উদ্দিন তালুকদার, সহ-সাধারণ সম্পাধক রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, সাহিত্য সম্পাদক হোসেন আহমদ, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ হাসান, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমদ, কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মানিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

বিগত ৭ অক্টোবর ২০২২ ইং অনুষ্ঠিত সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টিবোর্ডের যৌথ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষে আলোচনা ও অবহিতকরণ। ৭ জানুয়ারী ২০২৩ইং সংগঠনের সভাপতির সমীপে সংগটনের ট্রাষ্টি বোর্ডের নোটিশ বা নির্দেশনার আলোকে আলোচনা হয়। তারই প্রেক্ষিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ময়নুল ইসলামকে নিজের কর্পোরেশন 'জালালাবাদ ইউএসএ ইনক'র নামে বাড়ি ক্রয়ে বিগত কমিটির কোষাধ্যক্ষ থাকাবস্থায় সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক ও অগঠনতান্ত্রিক পন্থায় সংগঠনের ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলনকৃত সমুদয় অর্থ (উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক) অনতিবিলম্বে সংগঠনের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ও উপরন্তু, উল্লেখিত ভবনকে কার্যকরী কমিটি বা উপদেষ্টা পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যালয় বা ভবন হিসাবে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে 'জালালাবাদ ইউএসএ ইনক' কর্পোরেশনের নামে অসাংগঠনিক পন্থায় জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলিত সমুদয় অর্থ কেন সংগঠনের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেওয়া হয়নি এবং উল্লেখিত ভবনকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র কার্যালয় হিসেবে অপপ্রচারের জন্য কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না' মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংগঠনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারী, সোমবার। (সভার স্থান ও সময় পরে জানানো হবে)।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে সংগঠনের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৬ জানুয়ারী সোমবার। (সভার স্থান ও সময় পরে জানানো হবে)।

৪. যথাযোগ্য মর্যাদায় সাড়ম্বরে আগামী একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় বাঙালীর মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে আগামী ২৬ মার্চ, রোববার ইফতার মাহফিলের আয়াজন করা হবে।

বিগত সময়ে বাংলাদেশে সৃষ্ট বন্যায় দুর্গতদের মাঝে ২৩,০০০ (তেইশ হাজার ইউএস ডলার) বিতরণ উপলক্ষে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হলো। কমিটির সদস্যগণ হলেন- সহ সভাপতি শফিউদ্দিন তালুকদার, সহ-সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম।

পরিশেষে সংগটনের সার্বিক কল্যাণের লক্ষে সকলের করণীয় ও সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সভায়

ইফতার পার্টি আয়োজন সহ কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস এলাকার একটি রেষ্টুরেন্টে এই হয়। সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে চলতি বছরের (২০২৩ সাল) কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে ইফতার পার্টি আয়োজন সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খবর ইউএনএ'র।

সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন। সভায় উপদেষ্টাদের মধ্যে এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও হাজী আব্দুর রহমান, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক এমদাদ রহমান তরফদার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুবেল আহমেদ, কার্যকরী সদস্য ফয়সল আহমেদ, হারুনুর রশীদ, আবু সোলেমান, মোহাম্মদ নূরুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আগামী ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদে ইফতার মাহফিল আয়োজিত হবে। এছাড়াও সুবিধাজনক সময়ে বাউল সঙ্গীত আয়োজন ছাড়াও বিগত বছরগুলোর মতো চলতি বছরও মানুষের পাশে তথা কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে 'কমিউনিটি ফ্রিজ কর্মসূচী' (ফ্রি ফুড সরবরাহ) অব্যাহত থাকবে।

সভায় সংগঠনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদের কর্মকান্ডের জন্য ইউএস কংগ্রেসওম্যান ক্যারোলাইন মেলোনীর পক্ষ থেকে 'কংগ্রেশনাল রিকোগ-নাইজেশন' প্রদান করা হয়।





নিউইয়র্ক ষ্টেট আ. লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে পালন করেছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান মিয়ার সভাপতিত্বে গত ১১ জানুয়ারী বুধবার নিউইয়র্কের উডসাইডে রুমাস কিচেনে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়ার পরিচালনায় উক্ত আলোচনা সভার বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন আজমল, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেজবাউল সাকের জ্যোতি ও প্রাক্তন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ওহাব জোয়ারদার। আলোচনার সভার শুরুতেই কোরান তেলওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনির হোসেন। এরপরেই বঙ্গবন্ধু ও ১৫ই আগষ্টে নিহতদের আত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি জাতি ফিরে পায় জাতির পিতাকে এবং বাঙালীর বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের যে স্বপ্ন দেখেন আসুন মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সহায়তা করি। যেখানে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ থাকবে না। সকলের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার থাকবে অবারিত।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন জাতির জনক একটি স্বপ্নময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে ছিলেন। তিনি বাঙালি জাতিকে মাথা উঁচু করে বীরের বেশে বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমাদেরকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপ্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি লক্ষ্যে স্বপ্নময় বাংলাদেশ রূপান্তরিত করতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কাজ করে যেতে হবে এবং বাংলাদেশে সার্বিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারকে আবার ক্ষমতায় বসার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সিরাজুল ইসলাম ভুঁইয়া, সহ সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, মোঃ মনির হোসেন, মহিউদ্দিন মাহি, আবুল কাশেম ভুঁইয়া, হুমায়ুন কবির ও আব্দুল মতিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপন, দপ্তর সম্পাদক মেহরাজ ফাহমি, সদস্য আবুল বাশার মিলন, এম এন জিন্নাহ ও মোঃ আইন উদ্দিন। অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ওহাব জোয়ারদার, ছাত্রনেতা বিপ্রাস রায় ও ছাত্রনেতা কাজি তাসনিম জামান সাব্বির। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধ যুব কমান্ড নেতা আব্দুল বাছেদ ছদরুদ্দিন, চট্টগ্রামের স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা নাজিম উদ্দিন, সমীর ফারুক, পাবনা সুজানগর উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা মোঃ রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ।

দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ দিলে ব্যবস্থা নেবো

(প্রথম পাতার পর)

যখন করি সেখানেও আমাদের ঘোষণাপত্র, নির্বাচনী ইশতেহার মাথায় রেখে, সামনে রেখেই আমরা কিন্তু করি। অর্থাৎ যে ওয়াদা জাতিকে দেই সেটা আমরা রক্ষা করি। আওয়ামী লীগ যেটা বলে মানুষের জন্য যে ওয়াদা করে, সেটা রক্ষা করে। এটা হলো বাস্তবতা। জাতির কল্যাণে আমরা কাজ করি এবং মানুষ তার শুভ ফল পাচ্ছে।

শনিবার গণভবনে আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের মুলতবি যৌথসভার সূচনা বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে গত ৭ জানুয়ারী গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এ যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তা মুলতবি করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৪ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের যে আমুল পরিবর্তন ঘটেছে তা অনেকেই মেনে নিতে পারছে না। নানা ধরনের কথা রটায়, কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রায় একটা পরিবর্তন এসেছে। তা ছাড়া রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার তো আমরা অভূতপূর্ব উন্নতি করেছি। তারপরও এসব উন্নতি অনেকে চোখে দেখেও না দেখার ভান করে, স্বীকার করতে চায় না, চাইবেও না। কিন্তু যেটা আমি সবসময় বলতে চাই, আওয়ামী লীগ যে ওয়াদা করে, সে ওয়াদা রক্ষা করে। তিনি বলেন, প্রত্যেক ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে আমরা ঘর করে দিচ্ছি, আমাদের কথা ছিল প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরা আলো জ্বালাবো সেটাও আমরা পেরেছি। দেশে এর মধ্যে দারিদ্র্যের হার অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। করোনা মহামারী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ না হলে এই হার আরো ৩ থেকে ৪ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হতো। এত উন্নতি করার পরও একটা শ্রেণী আছে যাদের কোনো কিছুই ভালো লাগে না

সবাই মিলে বিশ্ব মন্দা মোকাবেলা করতে হবে- এ কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র ঋণের বোঝা থেকে মানুষকে মুক্ত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসা করতে গিয়ে গরিব মানুষের ওপর এমন চাপ, যাদের সুদ দিতে গিয়ে ঘরবাড়ি বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে চলেই যেতে হয়েছে অথবা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু এই গরিব মানুষের টাকা দিয়েই বিদেশে নামধাম করে তারা ভালোই আছে, প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগও করছে। এই টাকা তো গরিবের রক্তের কামানো টাকা, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।

সরকার প্রধান বলেন, দেশের কোথায় কি দুর্নীতি হয়েছে সে তথ্য দিতেও জাতীয় সংসদে আহ্বান জানানো হয়েছে। কাজেই শুধু মুখে দুর্নীতির কথা বললেই হবে না, সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ দিলে সরকার ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু এখন এমন লোকদের কাছে দুর্নীতির কথা শুনতে হয় যারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তাদের আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

ট্যাক্স ফাইল শুরু ২৩ জানুয়ারী

বিশেষ প্রতিনিধি: আগামী সোমবার (২৩ জানুয়ারী) থেকে শুরু হচ্ছে ২০২২ সালের ট্যাক্স ফাইলিং। কোন প্রকার জরিমানা ছাড়াই এই ফাইলিং চলবে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে আইআরএস এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। সংশ্লিষ্টদের অভিমত যারা ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা ভিড়বাট্টা এড়াতে চান, তারা যেনো আগেভাগেই ট্যাক্স ফাইল করেন- এমন অভিমত তাদের। তবে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাওয়ার পর ট্যাক্স ফাইল করা ভালো। পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথে কথা বলতে পারেন। উল্লেখ্য, আইআরএস অতি সম্প্রতি ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইল করা তারিখ ঘোষণাসহ এস-ংক্রান্ত ঘোষণা দিয়েছে। সেখানে ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইল করা সংক্রান্ত সকল (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



সিটি কাউন্সিল অ্যাট লার্জ পদে নীনা আহমেদের প্রার্থিতা ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফিলাডেলফিয়া 'সিটি কাউন্সিল অ্যাট লার্জ' পদে নীনা আহমেদ প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন। স্থানীয় তৃণমূলে ডেমোক্রেটিক পার্টির জনপ্রিয় সংগঠক ড. নীনা আহমেদ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



স্বাগত 'জালালাবাদ ভবন'

মাহবুবুর রহমান

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র জন্য কেনা বাড়ীকে অবিলম্বে স্বীকৃতি ও স্বাগত জানানোর জন্য সকলের প্রতি আমি বিনীত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪১পাতায়)

'ষ্টেট অফ দ্য ষ্টেট' ভাষণে গভর্ণর ক্যাথি হোকল

আবাসন সংকট মোকাবেলায় ৮ লাখ বাড়ি ও ২০ লাখ বেসমেন্ট বৈধ করার প্রস্তাব



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের ষ্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকল আগামী এক দশকে ষ্টেটে আরো ৮ লাখ নতুন বাড়ি নির্মান করবেন। ষ্টেটের আবাসন সংকট মোকাবেলায় এ যুগান্তরী পদক্ষেপ গওহণ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জাতিসংঘে তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের ভিপি হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত



বিশেষ প্রতিনিধি: জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারী) নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইউএনডিপি/ইউএনএফপিএ/ইউএ-নওপিএস-এর নির্বাহী বোর্ডের ২০২৩ সালের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) নির্বাচিত হয়েছেন। বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন কেনিয়ার রাষ্ট্রদূত। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বর্ণাঢ্য আয়োজন ঃ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর অংশগ্রহণ

ওজনপার্কে অ্যালাগ্রা হোম কেয়ারের 'কাচারী ঘর' উদ্বোধন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ওজনপার্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হলো স্বাস্থসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র নতুন শাখা। 'কাচারী ঘর' নামের নতুন অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শুক্রবার (১৩ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

প্রসঙ্গ : 'ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা' আর ঠিকানা রাজাকারের পত্রিকা'

সাংবাদিক লাবলু আনসারের বক্তব্য ভাইরাল, কমিউনিটিতে তোলপাড়



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির সুপরি-চিত সাংবাদিক লাবলু আনসার। কয়েক বছর আগে (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ'র সমাবেশ

বাংলাদেশে সার্বিক নিরাপত্তা এবং ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবী

নিউইয়র্ক: ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ ইনক এর হিন্দু সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা গত ৮ জানুয়ারী জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



ইসলামে পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব

জাফর আহমাদ

সমাজ জীবনের প্রাথমিক ইউনিট হলো পরিবার। এই ইউনিটের ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, তাহলে সেই সমাজ দূর্বল হয়। সমাজ দুর্বল হলে, রাষ্ট্র দুর্বল হয়। তাই পরিবারকে সুস্থ (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

মার্টিনেজের আপত্তিকর আচরণ নিয়ে ফিফার তদন্ত শুরু

স্পোর্টস ডেস্ক: ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে বড় অবদান রেখে জিতেছেন গোল্ডেন গ্লাভস। সেই সোনার (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

হেলথ টিপস

শিশুর দাঁতের যত্ন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শিশুর দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বাইরের প্যাকেটজাত খাবার, চকোলেট কিংবা ক্যান্ডি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া। এ ছাড়া সঠিক যত্নের অভাবেও দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে শিশুর দাঁত। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

মালাবদল করলেন দেব-কৌশানি?

বিনোদন ডেস্ক: পরনে নীল পাঞ্জাবি। মুখে হাসি। বরমালা হাতে এভাবেই ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছেন দেব। নাহ, পাশে রুক্মিণী নেই। তার বদলে মেরুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/লেন্ডস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com